

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫১

মিত্র ও ঘোষ, ১০, গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা হইতে ত্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও  
২, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লি: হইতে ত্রিযোগেশচন্দ্র সরস্বতী কর্তৃক মুদ্রিত

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଶ୍ରୀତିଭାଜନେଷୁ—

## ভূমিকা

বিংশশতাব্দী প্রকাশিত হ'ল। বঙমহল কল্পপক্ষ নাটকখানিকে সাহসেব সঙ্গে সাদবে গ্রহণ কবেছেন ব'লে রঙমহলের কর্ণধার সুপ্রসিদ্ধ-নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও স্বরাধিকারী শ্রীযুক্ত শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহসেব কথা বলছি এই কারণে যে, বিংশশতাব্দীর মূল বক্তব্য বক্ষণশীলতাব বিরোধী এবং এমন বৈজ্ঞানিক বিষয় এসে পড়েছে যাতে বাংলার ভাবপ্রবণ দর্শক-শ্রেণীর রক্ষণ শীল মন গ্রহণ কববে কিনা এ সম্বন্ধে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।

বইখানি Revolving Stage-এ অভিনীত হয়েছে। মঞ্চস্থলে যাবা পর্দার দৃশ্যপট দিয়ে অভিনয় কববেন তাঁরা যেন, প্রত্যেক দৃশ্বে আসবাবপত্র ব্যবহারের অজুহাতে প্রতি দৃশ্বে Curtain বা Screen ব্যবহার না করেন। একটা discover scene ও একটা cover scene ফেলে অভিনয় করলে অভিনয় ভাল হবে—তাতে গতি আসবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম যেখানে বক্তা কথা বলেন—সে কথা তিনি Screen-এব বাইবে এসে বলবেন, তাবপব সাজান মঞ্চের দৃশ্য। তারপব তাকে ঢাকবে একটা পর্দা দৃশ্যপট—শ্যামাদাসের মায়ের বাড়ী তাতে হেমন্ত এবং শৈলজা প্রবেশ করবে। তেমনি চতুর্থ দৃশ্বে টেলিফোনের কথা নেপথ্যে হবে। বক্তমঞ্চ থাকবে—ডাঃ বোস। তারপর আসবে অনিমা। দ্বিতীয় অঙ্কের যে দৃশ্য শ্যামাদাস ব্রজবিহাবীর সঙ্গে কথা বলবে—সেটা পর্দা দৃশ্যপট হবে। তারা কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। এবং সেই দৃশ্বেই করুণা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শ্যামাদাস গিনিপিগের খাঁচা হাতে বেয়ারাব সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। তা'হলেই দেখবেন হাঙ্গামা হবে না। আসবাব না থাকাতেও কোন অঙ্গহানি হবে না, অথচ অভিনয়ে গতি আসবে।

অভিনয়েব সময় সংক্ষেপের জন্ত কোন কোন স্থান সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। সে স্থানগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না। ইতি—

বিনীত

তারাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ কোন একটি রঙ্গমঞ্চে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইতেছে। যবনিকা অপসারণের পর দেখা গেল রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাত জোড করিয়া তিনি বলিলেন ]

বক্তা—আপনাবা অভ্যর্থন ক'বে চূপ করুন। আপনাদেব সাহসনয় নিবেদন জানাচ্ছি। আজ যিনি আপনাদের সম্মুখে বক্তা রূপে উপস্থিত তাঁব পরিচয় আপনাবা পেয়েছেন। তিনি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। বিজ্ঞান জগতে বাংলাব তিনি গৌরব। দেশে দেশান্তরে তিনি বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন কবেছেন। মাত্র তাই নয়। বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে তিনি নিজেকে শুধু গবেষণাব কাজেই আবদ্ধ রাখেন নি। বাঙালী'ব জীবনে তিনি বিজ্ঞানকে সার্থক ভাবে কায্যকরী ক'বে তুলবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা কবেছেন। তাঁব নব-প্রতিষ্ঠিত Bengal Scientific Research-এর কথা আপনাবা সকলেই জানেন। তাঁব এই প্রচেষ্টা মাত্র একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা নয়, লাভ কববার উদ্দেশ্যে ব্যবসা কবাই মাত্র তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনকে সত্য বিজ্ঞান-বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞান-অভিমুখী ক'রে তুলতে চান। শুধু কর্মীদেরই নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির মন এবং দৃষ্টিকে এইদিকে ফেরাতে চান। আমি আশা করি, আপনাবা জাতীয় গৌরব এবং ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবেন। তাঁর বক্তব্য শ্রা'য় শেষ হয়ে এসেছে। এই শেষের অংশের প্রতি তিনি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চান। তাই তাঁরই

অনুরোধক্রমে তাঁব বক্তব্যেব মধ্যেই আমাকে এই কথা ক'টি নিবেদন করতে হ'ল।

### দৃশ্যানুব

[ রঙ্গমঞ্চের মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। দেখা গেল—টেবিল চেয়ার সাজানো মঞ্চেব উপব গ্রামাদাস শাস্ত্রী দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। চেয়ারগুলিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট। বিশিষ্ট ব্যক্তিগুলিকে বেশভূষায় ধনী বলিয়া মনে হয় না—অধাপক নেতা শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি ]

গ্রামাদাস—আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। পবিশেষে বিশেষভাবে যে কথাটি আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের জীবনমরণ সমস্তার কথা। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে ধ্বংস। পৃথিবীর সমস্ত জাত যখন বিজ্ঞানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ ক'রে দ্রুততম গতিতে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ক'রে জীবন-পথে এগিয়ে চলেছে তখন যদি আমরা প্রাচীনকালের অন্তর্ভূতিসর্ব্বস্ব জীবনযাপন করতে চাই—তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রশিল্প প্রভৃতি ললিতকলায় বাঙালীর জীবন সমৃদ্ধ। দালালী ব্যবসায়েরও আমাদের বড়বাজারের বন্ধুরা চতুর। টাকাও তাঁরা তাতে অনেক উপার্জন করেছেন। কিন্তু তাতে জাতীয় সম্পদ এক কণাও বৃদ্ধি পায় নি। কালে কালে অনেক ধর্ম্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের প্রেরণায় মানুষ উচ্ছ্বাসিত হয়ে ভগবানকে আকুলভাবে আহ্বান করেছে। কিন্তু তবু তিনি আবির্ভূত হন নি, পাপের উচ্ছেদ হয় নি। ধর্ম্ম-জীবনের মহিমা আজ ফুটে উঠেছে আমাদের দারিদ্র্যে। আমরা নিরন্ন, আমরা অর্দ্ধ নগ্ন, আমাদের পেটে ভাত নাই—পরনে কাপড় নাই—আমাদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত। এ সমস্তরই কারণ হ'ল আমাদের বিজ্ঞান-বিমুখতা। আমরা বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত বইয়ে পড়ছি—ভূমিকম্প হয় পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধিব

জন্তু—কিন্তু তবু আমরা ভূমিকম্প হ'লেই কল্পনা করি বাত্মকী মাথা নাডছেন। আমরা জানি 'গ্রহণ' কি কারণে হয়; তবু আমরা গ্রহণ হ'লেই খোল করতাল বাজিয়ে মেতে উঠি, রাত্রি ছপুবে গঙ্গান্নানে ছুটে যাই, বায়নাঘরের তৈজসপত্র ফেলে দিয়ে পরলোকের পথ প্রশস্ত করি। এর চেয়ে শোচনীয় মানসিক পরিণতি আর কি হ'তে পারে? পরলোক-সর্বস্ব জাত—তাই তার ইহলোক নাই। স্বর্গে স্থানাস্বাদের কামনায়—মর্ত্যভূমে অর্ধাশনে দিন কাটাই। পরলোকে মুক্তিব জন্তু—ইহলোকে চিবদাস বরণ ক'রে নিষেছি। এ জাতের তাই স্বাভাবিক গতি—ফোঁটা তিলক কেটে—পরলোক নামক এক অন্তিমহীন অবাস্তব মহা বিশ্বাস্তির দিকে—

[ প্রেক্ষাগৃহেব মধ্যে সম্মুখেব আসন হইতে উপবিষ্ট একটি ফোঁটা তিলক কাটা একজন ধনীজনোচিত-বেশভূষাবিশিষ্ট গ্রেট উট্টয়া দাঁড়াইল। তাহাব নাম এজবিহারী ]

ব্রজ—আপনাব কথাব আমি ভীত প্রতীতি কবছি। আপনি থামুন।  
মঝে উপবিষ্ট জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি—আপান বহুন। আপনাব বক্তব্য থাকলে আপনি পবে বলবেন।

ব্রজ—এ অশ্রায়—অত্যন্ত অশ্রায়। আমি এর প্রতিবাদ করছি।

ব্রজবিহারীর পার্শ্বোপবিষ্ট তাঁহার তরুণী ভাগ্নী করুণা—মামা! মামা!

ব্রজ—থাম তুমি করুণা। ( শ্রামাদাসকে ) আপনি বৈজ্ঞানিক; আপনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলুন। কিন্তু এ ভাবে ঈশ্বর ধর্ম এসব নিয়ে ঠাট্টা কববার আপনাব কোন অধিকার নেই।

( শ্রামাদাস পাদপ্রদীপের সম্মুখে অগ্রসব হইয়া আসিল )

শ্রামা—আপনি যদি দয়া ক'বে উপরে উঠে এসে আপনাব বক্তব্য বলেন তবে ভাল হয়।

( ব্রজবিহারী দম্ভভবা পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল )

করুণা—মামা !

শ্রামা—একি ? করুণা—তুমি ? এস, তুমিও ওপরে এস ।

( করুণাও উপরে উঠিয়া গেল )

শ্রামা—তোমাব মামা উনি ?

করুণা—হ্যাঁ ।

( ব্রজবিহারী উভয়ের গদ্যস্থলে আসিয়া )

ব্রজ—হ্যাঁ, করুণা আমার ভাগ্নী । এক সময় করুণা আপনার ছাত্রী ছিল সে আমি জানি । কিন্তু সে পবিচয় কববার আমান সময় নয় । আমি আপনার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এসেছি ।

শ্রামা—ভাল কথা । বলুন আপনার কি প্রতিবাদ আছে—বলুন ।

ব্রজ—কেন আপনি ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাট্টা ইঙ্গিত করছেন ?

শ্রামা—আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন । ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কোন ঠাট্টা ইঙ্গিত করি নি ।

ব্রজ—করেছেন ।

শ্রামা—না ।

ব্রজ—কবেছেন । আপনি ফোঁটা তিলকেব কথা বলেছেন । আরও অনেক কথা বলেছেন । কিন্তু ঈশ্বর রহস্যের বস্তু নন ।

শ্রামা—সে কথা আমি আপনার চেয়ে কম জানি না । ঈশ্বরই হ'ল পরম রহস্য, সে বস্তু নয়, সেই হ'ল পরম বিজ্ঞান—

ব্রজ—তবে ? তবে কোন অধিকারে তাকে নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ করছেন ?

শ্রামা—তাকে ব্যঙ্গ করি নি । তাঁকে না ছেনে যাবা ফোঁটা তিলক কেটে কিংবা রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে জানাব ভান করে—সংসারকে মায়া ঘোষণা

ক'বে অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয়—তাদের প্রতি হয়তো কটাক্ষ ফেবেছি,  
ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করি নি।

ব্রজ—যাদের কথা আপনি বললেন—আমি তাদেরই একজন। আমাব  
ফোঁটা তিলক দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

শ্রামা—আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কথা বলি নি। তবে আপনি যখন  
তাদেরই একজন তখন আপনার সম্পর্কে কথাটা প্রযোজ্য।

ব্রজ—সে অধিকার আপনাব নাই।

শ্রামা—সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলবাব অধিকাব প্রত্যেকেরই  
আছে।

ব্রজ—হৃৎবাং সর্বসমক্ষে আপনার সমস্ত বক্তৃতাভাব ভর্ণিতাব আড়ালে যে কালো  
সত্য লুকিয়ে আছে সেটুকু প্রকাশ ক'রে দেবাব অধিকাব আমার আছে।

শ্রামা—অবশ্যই আছে।

ব্রজ—বিজ্ঞান-প্রীতির তত্ত্ব প্রচাব ক'বে আপনি একটা কারখানা গ'ড়ে তুলতে  
চান।

শ্রামা—একটা নয়, অসংখ্য।

ব্রজ—সংখ্যাব আরম্ভ একে। সেই একটা কারখানাব শেয়াব আপনি বেচতে  
চান। আপনার বক্তৃতাটা কোন তত্ত্ব নয়—একটা বিজ্ঞাপন। ভাল—আমি  
আপনাব কাবখানাব পঞ্চাশ হাজার টাকাব শেয়ার কিনতে চাই। যাবেন  
আমার ওখানে; আপনি অবশ্য কাল সকালেই যেতে ইচ্ছুক—তা জানি;  
কিন্তু কাল আমার সময় হবে না। পবশু যাবেন। এই নিন আমার কার্ড।

শ্রামা—ধন্যবাদ। আপনার কার্ডের আমার প্রয়োজন নেই। আপনাকে  
আমি জানি। আপনাব ভাগ্নী বরুণা এক সময় আমাব ছাত্রী ছিল।  
দামী গাড়ী, দামী শাড়ী, জডোয়া গহনা প'বে সে যখন বিজ্ঞানের ক্লাসে  
দুকত—তখন থেকেই তার অভিভাবক যে ধনী তা জানতাম। আবার



বিজ্ঞানের ছাত্রীটিকে যখন দুর্ব্বার গোছা বাঁধা রাখী বেঁধে ক্লাসে আসতে দেখতাম—তখনই বুঝেছিলাম তাব অভিভাবকেব হাতে কবচ আছে—পলা গোমেদ আছে—কিন্তু ফোটা তিলক, অতটা ঠিক ধারণা কবতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি আমাব অজ্ঞমানের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ধন সঞ্চয় কবেছেন আপনি। আপনার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বাভাবিক।

করণা—অপনি এসব কি বলছেন? আমি আপনার ছাত্রী—আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু এসবের প্রতিবাদ কবছি আমি। এ কি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়?

শ্রামা—সত্য খানিকটা অগ্রিয়ই হয় করণা। সত্যের জগ্ন যদি তোমরা আঘাত পাও—তবে আমি নিরুপায়। ধর্ম্মগুরু, যারা মানুষের কল্যাণের জগ্ন প্রাণপাত সাধনা করেছেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি তোমাদের চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই কল্যাণের বস্তু আত্মসাৎ ক'বে যারা স্বার্থের জগ্ন তাকে অকল্যাণের বস্তু ক'রে তোলে—পৃথিবী তাদেব ক্ষমা করবে না।

করণা—তার মানে?

শ্রামা—তার মানে? তার মানে হ'ল—তোমাদের মত এই ধারাব ঈশ্বর-বিশ্বাস ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে হু শ্রেণীর লোকের। এক ধনী আর এক দরিদ্র। দরিদ্রকে বঞ্চনা ক'রে সঞ্চয়েব অপবাব থেকে মুক্তি পাবার জগ্ন জন্মান্তব এবং পূর্ব্বজন্মেব কর্ম্মফলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ছাড়া ধনী'ব গতি নাই। আর ঈশ্বার ক্ষোভের দাহ থেকে মুক্তি পাবার জগ্নে দরিদ্রেবও এই বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই।

করণা—তা হ'লে যারা পরকে বঞ্চিত ক'রে ধনী হতে চায়, ধন না থাকার জগ্নে যাদের মনের দাহের নিবৃত্তি হয় না—তারাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস ক'রে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা বৈজ্ঞানিক কারখানার দৌলতে ধনী হ'য়ে ফোটা তিলক কাটে—রুদ্রাক্ষ ধারণ করে। Bengal

Scientific Research এর প্রতিষ্ঠাতাও একদিন ফোঁটা তিলক কাটবেন, অন্ততপক্ষে পরমব্রহ্মে বিশ্বাসী হবেন ব'লে আশা করা যায়।

শ্রামা—বাকযুদ্ধে তুমি কুশলা করুণা এবং তুমি সার্থক ধনী-কন্যা। কিন্তু অকুশাগ্রে আর বিতর্কবিজ্ঞায় তফাত আছে। বাকযুদ্ধ ক'রে ফাঁসীর আসামীকে নির্দোষ প্রতাপন করা যায়, জজ-কোর্টেব রায় হাইকোর্টে পাটায়, কিন্তু অঙ্কের ফল, সে এক, যতবার সেটাকে কষবে—সেই একই উত্তর দাঁড়াবে। বৈজ্ঞানিকের জীবন অঙ্কের জীবন। ওর উদ্ভব এক।

করুণা—আপনার জীবনের অঙ্কফলের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলাম। এস মামা—চ'লে এস।

ব্রজ—আপনি আসছেন তো পবন আমাব ওখানে? পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়াব কিনব আমি।

শ্রামা—না।

ব্রজ—না? কেন, ফোঁটা তিলকধাবী ডিরেকটাব বা শেয়াব-হোল্ডার হ'লে আপনার যন্ত্রপাতিও কি বৈফল্য হয়ে যাবে না কি? যন্ত্রধ্বনির বদলে কি তাতে মৃদঙ্গধ্বনি উঠবে?

শ্রামা—না। কারখানাটা তা হ'লে Production এবং চেয়ে Profit এবং জন্তে বকের মত লোভী হয়ে উঠবে।

করুণা—অর্থাৎ বকধাম্বিক। ( শ্রামাদাস হাসিল, করুণা তাহার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্ত চাহিয়া ফিরিল ) এস মামা, চ'লে এস। বকের কাছেও মাছ বাঁচে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মাহুষ যখন ব্যবসা করে—পুকুর কেটে, পয়সা দিয়ে মাছ ছেড়ে খাবাব দিয়ে মাছ পোষে—তখন মাছেব আর পরিভ্রাণ থাকে না। জালে ধবা না পড়লে পালকেরা পুকুর ঘেরে মাছ ধ'বে খায়। এস বাড়ী এস।

ব্রজ—( শ্রামাদাসের কাছে আগাইয়া আসিল ) Mr. Sastri—ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন ? আপনি নাস্তিক—তার জন্য আমি আপনাকে ভ্রান্ত মনে কবি, কিন্তু আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে প্রশংসা করি। আপনিও আমাব্যবসায়-বুদ্ধিতে আস্থা রাখতে পাবেন। Bengal Scientific Researchকে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি—we can make it a great success. আমি এক লক্ষ টাকার শেয়ার কিনব।

শ্রামা—ধন্যবাদ Mr. Ghoshal, কিন্তু সে হয় না। আমার পবিত্রনা কাছে পরিণত করতে capital অবশ্যই চাই—কিন্তু সে capital capitalist-এর কাছ থেকে আসবে না।

ব্রজ—( তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—যে দৃষ্টি অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। তাবপর একটু মুছ হাসিয়া ) I wish you every success, Mr. Sastri.

শ্রামা—ধন্যবাদ।

ব্রজ—আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। নমস্কার। এস ককণা।

শ্রামা—নমস্কার।

( ককণা ও ব্রজবিহারীর প্রস্থান )

শ্রামা—( প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদেব দিকে চাহিয়া ) আমার বক্তব্য আঙ্গকের মত শেষ হয়েছে। শেষের দিকে যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনাটুকু ঘ'টে গেল—তাব জন্য আমি দুঃখিত। পরিশেষে, অসংখ্য ধন্যবাদেব সঙ্গে আপনাদেব আমি নমস্কার জানাচ্ছি।

[ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উঠিলেন। শ্রামাদাসকে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্থান করিলেন ]

১ম—Congratulations Mr. Sastri.

শ্রামা—Thanks.

২য় ব্যক্তি—আপনি ভাল বলেছেন Mr. Sastri—এ ছাড়া আমাদের বাঁচাব উপায় নাই।

শ্রীমা—নমস্কাব।

৩য়—এ সম্বন্ধে আপনাব সঙ্গে একদিন আলোচনা কবতে চাই Mr. Sastri.  
( হাত বাড়াইলেন )

শ্রীমা—সে তো আমাব সৌভাগ্য। ( কবমর্দন কবিল )

৩য়—ব্রজবিহারী ঘোষাল সম্বন্ধে কিন্তু আপনি সাবধান হবেন Mr. Sastri.  
He is a dangerous man.

শ্রীমা—All capitalists are dangerous.

৩য়—(হাসিলেন) Yes, that's true—but he is more dangerous.  
ওই ভাগ্নীটিকে দেখলেন তো ?

শ্রীমা—করুণাকে আমি জানি। সে আমাব ছাত্রী ছিল।

৩য়—ঘোষালের সমস্ত ধন সম্পদ ওই ভাগ্নীকে ফাঁকি দিয়ে। ঘোষালকে আমি দেখেছি পথেব ফকীর। বড়লোক ভগ্নীপতির Businessএ পঞ্চাশ টাকার কেরাণী।

শ্রীমা—ও সব কথা থাক। Let us part to-day. (Good night.

৩য়—(Good night ! ( প্রস্থান )

[ শ্রীমান্দাস টেবিলের উপব হইতে বই তুলিয়া লইতেছেন, এমন সময দরজা দ্বিবা  
প্রবেশ কবিল একটি তরুণী। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেবে। মেবেটিব নাম অনিমা ]

অনিমা—Hallo শ্রীমল ! How do you do?

শ্রীমা—( পিছাইয়া গেল ) কে ? কে ?

অনিমা—আমি কি এতই পাণ্টে গেছি শ্রীমল যে তুমি আমায়—

শ্রীমা—অ্যানি ! অনিমা !

অনিমা—Yes, I am your Anny শ্রীমল, কিন্তু তুমি—

শ্রামা—এক মিনিট, কিছু মনে ক'রো না। আমি শ্রামল নই, আমি শ্রামাদাস।

অনিমা—আমার কাছে তুমি শ্রামল। আমিই তোমাব শ্রামাদাস নাম পাণ্টে শ্রামল দিয়েছিলাম, and you accepted it very gladly.

শ্রাম—পববত্তী কালে আবও আনন্দেব সঙ্গে, I mean very verygladly. শ্রামল পাণ্টে আবার আমি শ্রামাদাস হয়েছি অনিমা, তুমি আমায় শ্রামাদাস ব'লেই ডেকো।

অনি—(হাসিয়া) তুমি কি আমায় আঘাত দিতে চাচ্ছ শ্রামাদাস? But you miss your aim. আমি তোমায় শ্রামাদাস ব'লেই ডাকব।

শ্রাম—ধন্যবাদ।

অনিমা—ধন্যবাদগুলো বাক্যব্যয়েব মধ্যে অপব্যয় শ্রামাদাস—ওগুলো বাদ দিয়ে কথা বল। বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

শ্রাম—ফিরেছি ডিসেম্ববে। ছ মাস হয়ে গেল।

অনিমা—ছ মাস! আমাকে একটা খবর দাও নি তুমি?

শ্রামা—সময় হয় নি। কিছু মনে ক'রো না।

অনিমা—একটা খববও দিতে পারতে তুমি। Post cardএব দাম বেড়েছে—কিন্তু তিন পয়সার বেশী নয়। আমার মূল্য কি তোমাব কাছে তার চেয়েও কম?

শ্রামা—তোমার মূল্য আমাব কাছে অঙ্কে ধবা পড়ে না মিস মুখার্জী—

অনিমা—Excuse me. তোমাব কথাব মধ্যেই বাধা দিচ্ছি। আমি আর মিস মুখার্জী নই, মিসেস বোস—শ্রামল—I mean শ্রামাদাস—

শ্রামা—Really? আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অনিমা। কিন্তু ভাগ্যবান Mr. Bose. আসেন নি?

অনি—নিশ্চয়, তিনিই আমাকে জোব ক'রে তোমার বক্তৃতা শুনতে নিয়ে

এসেছিলেন। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক—অবশ্য ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জগ্রে তিনি ব্যগ্র হয়ে বাইরে অপেক্ষা ক'বে ব্যেয়েছেন। ( নেপথ্যের দিকে খগরসর হইয়া ) Dr. Bose—

শ্রামা—Dr. Bose আসতে আসতে আমার বক্তব্যটা শেষ ক'রে নিই মিসেস বোস—rather Anny—বলছিলাম না—মূল্যের কথা? অঙ্কে যে মূল্য দবা পড়ে না—তাতে আর শৃঙ্খতে কোন তফাত নেই।

( Dr. Bose প্রবেশ করিল

খোট্ট ভদ্রলোক, নিখুঁত সাহেবী পোষাক )

অনি—তার মানে ?

শ্রামা—আপনিই Dr. Bose ? Let me introduce myself—আমি আনির—[ I mean মিসেস বোসের একজন পুত্রবান বন্ধু। (হাত বাড়াইল)

Dr. Bose—( শ্রামাদাসের হাত চাপিয়া ধরিল ) তা হ'লে আমার আর একটা পরিচয় আপনার কাছে দিই। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার প্রবন্ধ যেখানে যা বেব হয়—আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ি।

শ্রামা—আমার সৌভাগ্য।

Dr. Bose—আমরা কি বাইবে যেতে যেতে কথা বলতে পারি না ? রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

শ্রামা—চলুন মিসেস বোস, সেই ভাল।

অনি—( নিজে হাত বাড়াইয়া ) রক্ততার মার্জনা আছে শ্রামল—অভদ্রতা অমার্জনীয়। ( Give me your hand. ( নিজে শ্রামাদাসের হাত টানিয়া লইল )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ পল্লীগ্রাম । কলিকাতার নিকটস্থ কয়েক মাইল দূরবর্তী সहरতলীতে গ্রামাদাসের পৈত্রিক বাড়ী । নিতান্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী । বাড়ীখানি পুরানো । বাড়ীর বাহিরের দিক । একতলা পাকা বাড়ীর বেশ পবিসর একটা বাগান্না । বাগান্নাতে উঠবার সিঁড়িটি দুইপাশে দুটি হাতী-শুঁড় দিয়া ঘেরা । বাগান্না দুইপাশে দুইটি কববা ও দুইধেব ঝাড় । আসবাবপত্রের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ, কয়েকটি মোড়, খান দুই পুঝানো চেয়ার । ঘরের দরজার মুখে গ্রামাদাসের বিধবা মা শৈলজা দেবী একখানি পত্র পড়িতেছিলেন । তাঁহার সম্মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে হেমন্ত । হেমন্ত প্রিয়দর্শন বুঝা, গ্রামাদাসের স্ত্রী সমবয়সী, গ্রামাদাসের গুড়তুত ভাই । শৈলজা-দেবী চিঠি পড়া শেষ করিয়া মুখ ঝুলিয়া হেমন্তের দিকে চাহিলেন ]

শৈলজা—চিঠিখানা পড়বি হেমন্ত ?

হেমন্ত—বড়দা চিঠি লিখে আমায় পড়তে দিচ্ছেন জ্যাঠাইমা । আমি পড়েছি ।

শৈলজা—বাংলা দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত বুনো—বামনাথের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য দুর্গাদাস শাস্ত্রীর বংশের ছেলেব চিঠি ।

( হাসিলেন । তারপর চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলতে উত্তত হইলেন )

হেমন্ত—চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলবে জ্যাঠাইমা ?

শৈলজা—( অর্ধেক করিয়া ছিঁড়িয়া ) ইয়া ।

হেমন্ত—কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেই কি চিঠিখানার অস্তিত্ব চ'লে যাবে ?

শৈলজা—( আরও টুকরা করিয়া ) ঠিক বলেছিস—ছিঁড়ে ফেললেও টুকরো টুকরো হ'য়ে থাকবে । তাতে ঘব অপবিত্র হবে ।

হেমন্ত—চিঠিখানা কিন্তু বড় ভাল লিখেছিল বড়দা । আমাব ভেঁছে ছিল—চিঠিখানা তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব ।

শলজা—তুই দাঁড়া হেমন্ত, টকরোগুলো উনোনে দিয়ে হাত ধুয়ে আসছি আমি। (প্রস্থান)

হেমন্ত—(আপন মনে আবৃত্তি করিল) বঞ্চিত যে ছেলে—  
তারি তরে চিত্ত মার দীপ্ত দীপ জ্বলে  
আপনারে দখল করি করিছে আরতি  
বিশ্ব-দেবতার।

[নেপথ্য হইতে পূর্ব উচ্চকণ্ঠে কথা বলিষা প্রবেশ করিল কেষ্টদাস। শ্রামাদাস ও হেমন্তের সঙ্গে খুঁড়তুত ভাই। তাহাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট। পোষাকে পরিচ্ছদে গাপ-ট-ডেট কলিকাতার ছেলে। বগাটে মর্গ। শ্রামাদাস ও হেমন্তের লেখাপড়ার কুতিহে সে ঈর্ষান্বিত।]

কেষ্টদাস—বিদ্বান পণ্ডিত জনেব মা কই গো? কোথায়? বলি অ জ্যাঠাইমা!

হেমন্ত—কি কেষ্ট—এমন ক'বে চোঁচাচ্চিস কেন?

কেষ্ট—আবে বাপরে! ভাবী কুপিসম্রাট—উজ্জীযমান সাহিত্যিকপ্রবর হেমন্তদা যে! আমার রতিনন্দন গ্রহণ কর। তারপব জ্যাটাইয়েব দলেব সম্রাজ্ঞী আমাদেব জ্যাটাইমা কোথায় বল তো?

হেমন্ত—কেন? কি দবকার তাঁকে?

কেষ্ট—গাধার লাথির চেয়ে বিলিভী ঘোড়াব লাথি অনেক শক্ত, সেই কথাটা মা-জননীকে সবিনয়ে নিবেদন করতে এসেছি। অ জ্যাটাইমা! (সে বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল)

হেমন্ত—(কেষ্টের হাত ধরিয়া) গাধার লাথি যদি বা সহ্য কবা যায় কেষ্ট, চাঁৎকাব কোন মতেই সহ্য করা যায় না। চূপ কর তুই।

কেষ্ট—হাত ছেড়ে দাও হেমন্তদা—ভাল হবে না বলছি। ওই, ওই, পাক দিচ্ছ কেন?

হেমন্ত—টানাটানি করিস নে। তোবই হাতে লাগবে। আমার বড মুণ্ডর



দুটো দেখেছিল তো ? সে দুটো নিয়ে আমি রোজ একসারসাইজ করি ।

তোব চেয়ে আমার জোর অনেক বেশী ।

কেষ্ট—সেই জন্তেই তোমার লেখাগুলো এমনি কাঠখোটা । ছাড় ছাড় ।

মাইরী বলছি, ইয়াকৌ আমি পছন্দ করি না । ছাড়—হাত ছাড় ।

হেমন্ত—বিলিতী ঘোড়া ব'লে কি বলছিলি ? তুই তো বিলিতী ঘোড়া বলিস  
শ্রামাদাসদাকে আমি জানি ।

কেষ্ট—কেন ? বলবে না কেন ? জ্যাঠাইমা আমাকে মুখ্য গাধা বলে কেন ?

হেমন্ত—বডদাব কথা কি বলছিলি ?

কেষ্ট—বডদা জ্যাঠাইমাব নামে নোটিশ দিয়েছে । একটা লোক নোটিশ নিয়ে এসেছে ।

হেমন্ত—নোটিশ ?

কেষ্ট—হ্যাঁ হ্যাঁ, নোটিশ । এতদ্বারা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে  
জানানো যাইতেছে—তারপর আমি আব পড়ি নি ।

( হেমন্ত কেষ্টির হাত ছাড়িয়া দিয়া বাঁহিরেব দিকে আগাইয়া গেল )

হেমন্ত—( নিজের হাতখানা অল্প হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে ) বাপরে !  
বাপরে ! বাপবে !

কেষ্ট—কে মশায় ? কে নোটিশ এনেছেন ?

( রমেশ নামক কর্মচারীর প্রবেশ )

রমেশ—নমস্কার ।

হেমন্ত—কিসেব নোটিশ মশাই ? ব্যাপার কি ?

বমেশ—আমি Bengal Scientific Researchএব Director Mr. S.  
Shastriব কাছ থেকে আসছি । শ্রীযুক্তা শৈলজা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে  
চাই । তাঁর নামে একটা নোটিশ আছে ।

হেমন্ত—কিসের নোটিশ ? দেখি ।

রমেশ—আপনি অল্পগ্রহ ক’রে শৈলজা দেবীকেই খবর দিন—তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রেই সব বলব আমি ।

নেপথ্য হইতে শৈলজা—হেমন্ত, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দে, আমি সেকলে হিন্দু ঘরেব মেয়ে । আমি পক্ষি মানি । উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি না । ওঁর যা বলবার আছে, উনি তোকে বলুন । আপত্তি হয়, ফিরে যান । কিংবা দেওয়ালে লটকে নোটিশ জারী করুন ।

কেষ্টে—হুঁ-হুঁ বা-বা । No চালাকী and no ফালাকী ! Cold cold words—কাল কাল বাত ।

হেমন্ত—তুই খাম্ কেষ্ট, তুই খাম্ । কই দেখি, আপনার নোটিশ দেখি । কিসেব নোটিশ ?

কেষ্টে—বোপ ৩য় মাংকে মাতৃপদ থেকে খাবিজ্ঞ কবতে চান—এতদ্বারা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে—

হেমন্ত—কেষ্ট !

কেষ্টে—নাও বাবা, আমি চুপ করেছি । তুমি একাই বকো ।

( রমেশ হেমন্তকে নোটিশ দিল, হেমন্ত পড়িয়া দেখিতে লাগিল )

বমেশ—এই গ্রামের ওদিকে, Bengal Scientific Researchএর কারখানার ধারে যে বাগান এবং বস্তী আছে, সেই বস্তী বাগানেব দুয়ের তিন অংশ কিনেছে Bengal Scientific Research Ltd.

হেমন্ত—এখন Bengal Scientific Researchএর কারখানার Extension-এর জন্য এই বাগান আর বস্তীটার দরকার হয়েছে ।

রমেশ—আজ্ঞে হ্যাঁ । তাই শৈলজা দেবীকে তাঁর অংশ বিক্রি করবার জন্য

notice দিয়েছেন। Partition Suitএর notice আব কি !

( হেমন্ত চূপ করিয়া রহিল )

বস্তীর চাষীদের ওপরেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

হেমন্ত—দেখুন, নোটিশখানা আপনি ফিরে নিয়ে যান। বলবেন—Mr. Shastriকে—হেমন্তবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক—এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।

( অন্তরাল হইতে শৈলজা বাহিরে সম্মুখে আসিলেন )

শৈলজা—না। কই আপনাব নোটিশ ? আমি নিজের হাতেই নোটিশ নিচ্ছি।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—অপেক্ষা কর হেমন্ত, এ'র সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। ( রমেশের প্রতি )  
আর আপনার কিছু দরকার আছে ?

রমেশ—এই রসিদটাতে সই—মানে নোটিশ যে পেলেন—( কাগজ কলম বাহির করিল )

শৈলজা—দিন। ( নিজেই হাত বাড়াইয়া কাগজ কলম লইয়া সই করিয়া দিলেন )

রমেশ—যদি উত্তর কিছু দেন—

শৈলজা—উত্তর ? বলবেন, ওখানে যে গরীবেরা বাস ক'রে আছে—তারা আমার খন্তরকুলের তিন পুরুষের আশ্রিত। তাদের একা আমাকে করতেই হবে। বিনা মামলায় আমি বস্তী বাগানের অংশ ছাড়ব না।

রমেশ—বেশ তাই বলব। ( রমেশের প্রস্থান )

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, কাজটা বোধ হয় তুমি ঠিক করলে না।

শৈলজা—তো'র সঙ্গে কথা পরে হবে হেমন্ত, আগে কেটব সঙ্গে কথা বলে নিই।  
কেট !

কেষ্ট—ও বাবা, এ যে একেবারে রাণী দুর্গাবতীর মতন সুর ধরলে ! ধমকাও যে ! বল না, কি বলবে ! সামনে তো দাঁড়িয়েছি ।

শৈলজা—লোকটি ব'লে গেল—নোটিশেও লেখা রয়েছে—কোম্পানী বাগান-বস্তীর দুয়ের তিন অংশ কিনেছে । ওব একভাগ আমার, একভাগ ছিল হেমস্তর মায়ের—সে ভাগ অনেক দিন আগে ঠাকুরপো বিক্রী করে-ছিলেন । আর একভাগ তোর মায়ের—

কেষ্ট—আমাব মায়ের ভাগ আমি বেচে দিয়েছি ।

শৈলজা—বেচে দিয়েছিস ? কেন ?

কেষ্ট—কেন আবার কি ? আমার মায়ের সম্পত্তি আমি বেচে দিয়েছি । আমার খুসী—ইচ্ছা । ব্যাস্ ।

শৈলজা—পৈত্রিক সম্পত্তিগুলো বেচে এই রকম ক'রে কথা বলতে লজ্জা কবে না তোব ?

কেষ্ট—লজ্জা ? কেন ? নিজেব সম্পত্তি বিক্রী কবেছি তাতে লজ্জা করবে কেন ? তা ছাড়া বিচাব ক'বে দেখতে গেলে তিন পুরুষে আমরাই তো বেচারাম ; আমাদেবই তো বেচাব কথা । প্রথম পুরুষ কেনারাম কেনে, দ্বিতীয় পুরুষ বাজাবামেবা ভোগ কবে, তৃতীয় পুরুষ বেচারামেবা বেচে । আমি বেচে দিয়েছি । হেমস্তের বাবা যে দ্বিতীয় পুরুষেই রাজারাম বেচারাম—হুই রামের কাজ একাই সেরে গেছে । ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো যত দোষ আমার । বড়দার কোম্পানী মোটা দাম দিতে চাইলে—দিয়েছি ঝেড়ে । বেশ করেছি । তার আর আবার এত বাত কিসের ? I don't care—আমার সম্পত্তি আমি বেচেছি । লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারি নে বাবা । I don't care !

( বলিতে বলিতে চলিয়া গেল )

শৈলজা—হায় রে কাল ! কালের মাহাত্ম্য—নইলে এত বড় শাস্ত্রী-বংশের

ছেলেদের এই পরিণাম হয় ! ( একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন । তারপর বলিলেন ) হেমন্ত !

হেমন্ত—বল জ্যাঠাইমা ।

শৈলজা—তোমার বাপ অনেক দিন আগেই শাস্ত্রী-বংশের কুলধর্ম ত্যাগ করেছিল ; বাড়ী থেকে কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল । তবু তোমারই ওপর আমি এখনও প্রত্যাশা রাখি । আমার একটা কাজ ক'রে দিবি ?

হেমন্ত—এমন ক'রে বললে আমি লজ্জা পাই জ্যাঠাইমা ।

শৈলজা—তুই বাবা কাল একবার হরিমোহনবাবু উকীলের কাছে যাবি ।

তার কাছে থেকে এই নোটিশটার একটা জবাব লিখিয়ে আনাব ।

হেমন্ত—তুমি কি সত্যি-সত্যিই বড়দাব সঙ্গে মামলা করবে জ্যাঠাইমা ?

শৈলজা—আমাকে কি কখনও মিথ্যে কথা বলতে শুনেনি ? কোম্পানীর লোককে আমি তোমার সামনেই জবাব দিয়েছি । •

হেমন্ত—না না, জ্যাঠাইমা—

শৈলজা—না নয় হেমন্ত—মামলা আমাদের লড়তেই হবে ।

হেমন্ত—না জ্যাঠাইমা, না । নিজের ছেলের ওপর এত রাগ করে না ।

শৈলজা—রাগের জন্ত নয় হেমন্ত, বস্তীর প্রজাদের রাখবার জন্তে আমাদের মামলা লড়তে হবে । প্রজাদের বসিয়ে গেছেন তাদের ঠাকুরদাদা । তিনিই ঐ জায়গা কিনে নিজে হাতে বাগান করেছিলেন, বস্তী বসিয়েছিলেন । আমরা তখন তিন বউ নতুন এসেছি । খশুর আদর ক'রে স্নেহ ক'বে—আমাদের নামে বাগান-বস্তী কিনেছিলেন । আমরা তিন বউ মিলে—কতদিন বাগানের কচি গাছে জল দিয়েছি, আঁচল ভ'রে তরকারী আনাজ তুলে এনেছি । ওই প্রজাদের সঙ্গে আমাদের তিন পুরুষের সম্বন্ধ । তাদের আঁতুড়ে ওরাই এগুনীর কাজ করেছে । তারা এখন ছোট ছিল—তখন কাজের ভিড় থাকলে—ওদের বাড়ীতেই তাদের

রেখে এসেছি। তারা তোদের দেবতার ছেলের মত যত্ন করেছে।  
আজ শ্রামাদাসই বল্ আব কোম্পানীই বল্—তাদের উঠিয়ে দেবে—  
আব আমি তাই সহ্য করব ?

হেমন্ত—তুমি বল জ্যাঠাইমা, আমি শ্রামাদাসদাকে তোমার কাছে নিয়ে  
আসি।

শৈলজা—না হেমন্ত, তাব মুখ আমি দেখব না। শাস্ত্রী-বংশের ছেলে হয়ে  
সে কুলধর্ম ত্যাগ কবেছে। আমি ব'লে যাব দশজনকে—আমি মবলেও  
সে যেন আমার মুখে আগুন না দেয়।

হেমন্ত—ছি-ছি-ছি! কি বলছ জ্যাঠাইমা! অনেকক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে  
তোমার মাথা গবম হয়ে উঠেছে। চল চল—ভেতবে চল।

শৈলজা—দেশবিখ্যাত বুনো রামনাথের শিষ্যের বংশ শাস্ত্রী-বংশ। কলকাতায়  
যখন দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত এল—তখন গোটা বাংলা দেশের মান যায়।  
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—শিবনাথ বাচ্চস্পতি পর্যন্ত মাথা হেঁট করলেন।  
কলকাতার রাজারাজড়ারা ছুটে গিয়ে পড়ল নবদ্বীপের বনে—বুনো  
বামনাথের ভাঙা কুঁড়ের উঠানে। রামনাথ এসে বাংলার মান বাঁচালেন।  
দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত মাথা নীচু ক'রে ফিরে গেলেন। কলকাতার রাজা-  
বাজড়ারা কুবেরের বৈষ্ণব দিয়ে তাঁকে কলকাতায় বাস করাতে চাইলে।  
বামনাথ থাকলেন না। রাজারাজড়াদের অহুরোধে—তাঁর সব চেয়ে প্রিয়  
শিষ্য আমাব বড়শুঙ্গর তোদের প্রপিতামহকে দিয়ে গেলেন। সেদিন তিনি  
কঁদেছিলেন। তাঁর বংশ। আজ আমি বুঝতে পারি তিনি কেন  
কঁদেছিলেন।

হেমন্ত—বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তোমাব বড়শুঙ্গর জ্যাঠাইমা। বিলেতে  
যদি কেউ জায়গা জমি বাড়ী ঘর দিয়ে আমায় সেখানে বাস করাতে বলে

—তবে আমি সেখানে গিয়ে বাসও করি আবাব দেশ ছেড়ে যাবার সময় হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়েও দি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—ছি ছি হেমন্ত, ছি !

হেমন্ত—( শৈলজার মুখেব দিকে চাহিয়া ) না না না। ওটা আমি ঠাট্টা কবছিলুম। আমার ঠাকুরদাদাব বাবা—আমার সঙ্গে ঠাট্টার ডবল সঙ্গ কিনা !

শৈলজা—না। এমন ঠাট্টা ক'রো না। তোমাদের প্রপিতামহ গুরুর আজ্ঞা পালন না ক'রে পাবেন নি। কিন্তু তিনি কলকাতা শহরের মধ্যে বাস করেন নি। বাস করেছিলেন—কলকাতার পাশে—গঙ্গার ধাবে এই পাভাগীয়ে। ঐশ্বৰ্য্যও তিনি নেন নি। নিয়েছিলেন শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সামান্য জমি। যে ঐশ্বৰ্য্য তাঁকে কলকাতার ধনীরা সেকালে দিতে চেয়েছিলেন—সে নিলে আজ তোমরা টেবিলে ব'সে খানা খেতে। শাস্ত্রী-বংশ দু পুরুষ আগে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে ক'রে এসে ট্যাস ফিরিকী হ'ত।

হেমন্ত—কিছু মনে ক'রো না জ্যাঠাইমা। এবার তোমাব কথাব প্রতিবাদ করব আমি। তাতে ফিরিকী হওয়া আটকেছে, কিন্তু তাতে তো শাস্ত্রী-বংশের ছেলের কেউদাস হওয়া আটকায় নি। বডদা কি ওই—

শৈলজা—তুই খাম্ হেমন্ত। তার নাম আমার কাছে করিস নে।

হেমন্ত—নিজের নামটা তুমি সার্থক ক'বে তুলেছ জ্যাঠাইমা। শৈলজা মানে—  
পাৰাণনন্দিনী, পাথরের মেয়ে—

শৈলজা—ই্যা হেমন্ত, আমি পাথর। শুধু পাথর নয়, মরা পাথর। গায়ে কোন দিন বোধ হয় শ্রাওলার সবুজ আভাও পডবে না। কিন্তু আমি পাথর হলাম কেন বলতে পারিস ?

হেমন্ত—অভিমান। জ্যাঠাইমা, তার জগ্গে আমি তোমাকে দোষ দিই নে।

বড়দার সঙ্গে তোমার কি হয়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু সে নিশ্চয় অত্যন্ত হৃদয়হীনের মত কিছু করেছে। না হ'লে তোমাব এত বড় অভিমান হ'ত না।

শৈলজা—না না হেমন্ত, না। অভিমান নয়। পাপ! তার পাপে আমি পাথর হয়ে গেলাম। কেঁটব কথা বললি; কেঁট বংশের কলঙ্ক। বংশের কোন্ গুণ্ড পাপের ফলে ও এমন বুদ্ধিহীন দুষ্টিমতি হয়ে জন্মেছে। শাস্ত্রী-বংশের পাপ। পাপেবও প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু কৰ্মদোষে পুণ্যফল বিকৃত হয়ে পাপে পবিণত হয় হেমন্ত, সে পাপ কত বড় পাপ বলতে পারিস?

( ঝিয়ের প্রবেশ )

ঝি—মা! বেলা যে ছপুব গড়াতে চলল মা!

শৈল—হেমন্ত, সংসাবে সকল পাপেব খণ্ডন হয় গোবিন্দের প্রসাদে। গোবিন্দ-জীকে অবিখাসের পাপ, তার কি মার্জনা আছে—না হয়?

( প্রশ্ন করিয়া তিনি স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে চাহিলেন। হেমন্ত মাথা হেঁট করিয়া চূপ করিয়া রহিল )

ঝি—( এই নীববতার স্বযোগে ) মা!

শৈল—যাচ্ছি। তুই যা।

ঝি—আব কখন মুখে জল দেবেন মা?

শৈল—বল্ হেমন্ত, আমার কথাব উত্তব দে?

হেমন্ত—এ সব কথা পরে হবে জ্যাঠাইমা। এখন বেলা অনেক হয়েছে, গোবিন্দজীর ভোগ হয়ে গেছে। মুখে একটু জল দেবে চল।

শৈল—না। আগে তোর উত্তরটা আমাকে দে। তোব উত্তব শুনে যদি মুখে আমার জল নাই রোচে তবে আজ না হয় উপোস ক'রেই থাকব। বামূনের ঘরের বিধবা একটা ছোটো উগোসে মবব না। জানিস, শ্রামাদাস



বিলেত থেকে এল—তাকে বুকে নেবার জন্তে প্রাশ্চিত্তের আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম ; সে এসে বসল। আমি তাড়াতাড়ি গোবিন্দজীর চরণামৃত দিতে গেলাম। সে মুখ সরিয়ে নিলে। বললে—ওর মধ্যে কত কি রোগের বিষ থাকতে পারে, সে ও থাকে না। তারপর বললে—ওসব সে মানে না। প্রাশ্চিত্ত সে কববে না। শুধু তাই নয় হেমন্ত, কথায় কথায় সে বললে—মাহুষে আর জানোয়াবে তফাত শুধু মাহুষ বুদ্ধিমান জানোয়ার। যে মাহুষেব বুদ্ধি নাই সে জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়। ওই—ওই বাগদীদের জন্তে বললে। শ্রামাদাসকে বললাম—তোর মুখ আমি দেখতে চাই নে। সে চ'লে গেল। আমি তিন দিন নিরঙ্ঘু উপোস ক'রে উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিলাম। শ্রামাদাসেব মৃত্যুশোক ভোগ ক'বা আমার সেইদিন হয়ে গেছে, এখন—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা, কি বলছ তুমি ?

শৈল—কথা আমার শেষ করতে দে বাবা। সেই দিন শ্রামাদাস আমাব কাছে মরেছে। আজ আবার তোব কথা শুনে আমাব বুকটা কেমন ক'রে উঠল। আমার কথা তুই যেন এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিস। তোকে আর শ্রামাদাসকে আমি পৃথক ক'রে দেখি নি। তবু নিজের পেটের সন্তানের সমান পবেব সন্তান হ'ব না। আমার কথাব উত্তর অশঙ্কোচে তুই দে। তোর উত্তর শুনে যদি বুঝি শাস্ত্রী-বংশের শেষ ছেলে তুইও মরেছিস—তবে শ্রামাদাসের জন্তে যদি কঁদেছিলাম—তাব চেয়ে কম দিনই কঁাদব। বল, আমার কথাব উত্তর দে। ( অপেক্ষা করিয়া ) হেমন্ত !

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা !

শৈল—বল হেমন্ত ! তবে কি বুঝব, তুইও আমাব গোবিন্দজীকে বিশ্বাস করিস নে ? তুইও মাহুষকে জানোয়াব ভাবিস ? শ্রামাদাসের পাপকে তুই পাপ ব'লে স্বীকার করিস নে ?

হেমন্ত—মামুষকে আমি ভালবাসি জ্যাঠাইমা ।

শৈল—তুই আমাকে বাঁচালি হেমন্ত । তোকে আশীর্বাদ করি তুই দীর্ঘজীবী হ । ওরে, তোর ওপর আমার গোবিন্দজীর সেবার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারব ।

হেমন্ত—সে কথা পবে হবে জ্যাঠাইমা—এখন চল, মুখে একটু তল দেবে চল ।

[ সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য হইতে শাক্তীদের বাগান ও বস্তীর প্রজা রতন ডাকিল ]

নেপথ্যে রতন—মা ঠাকবণ !

হেমন্ত—কি বিপদ ! এ সময়ে আবাব কে এল ?

শৈল—বতন ?

নে-রতন—হ্যাঁ মা । আমি ।

শৈল—কি রতন ? এস, ভেতবে এস ।

( বতন এবং আবও ২।৩ জনের প্রবেশ )

রতন—পেনাম । পেনাম মেজ দাদাঠাকুর !

হেমন্ত—তোদের কি আসবার সময় অসময় নাই রতন ?

রতন—বড় বিপদ হ'ল যে দাদাঠাকুর । হেথা ছাড়া মোরা যাই কনে কও ?

মায়ের অভয় পাই কোথাকে বলেন ?

শৈল—কি ? বিপদ কি হ'ল রতন ?

রতন—একডা ক'রে লুটিশ জারী ক'রে গেল যে মা ঠাকরণ । কয় কি যে, ঘরের দাম নিয়া উঠি যাতি হবে । কেউদাদা কইল যে, বড়দাদাবাবু নাকি লুটিশ দিয়েছে ।

হেমন্ত—সে হবে পরে । এখন তোরা বাড়ী যা ।

রতন—পরে হবে কি দাদাবাবু ? আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটি, আপনকাদের ত্রিচরণ এ সব ছাডি আমরা যাব কনে গো ? ( চোখ মুছিল )

হেমন্ত—মরেছে রে! তা এখুনি কাঁদিস কেন? পিতিপুরুষের ভিটি এখনই এই ভবা ছুপুরে ছেড়ে যেতে হচ্ছে না। আমাদেব শ্রীচরণে আমবা কেড়ে নিই নি। নাও—চরণের ধুলো নিয়ে এখন বাড়ী যাও। ও নোটিশেব কথা আমবা জানি। ওব বাবস্থা হবে। জ্যাঠাইমার মুখে এখনও জল ওঠে নি।

রতন—(ব্যস্ত হইয়া) তা জানি না দাদাবাবু, হায় রে মুরুক্ষব বুদ্ধি! তাই বেশ কথা, পরে কথা হবে। চল—চল বে বাড়ী চল! পেনাম—পেনাম।

[ শৈলজা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার রতনদেব প্রস্থানছোত দেখিয়া বলিলেন ]

শৈলজা—দাঁড়া বতন।

রতন—মা!

শৈলজা—বাগদীর ছেলে তোবা। শুনি তোদেব বাপ-পিতামো নাকি ডাকাত ছিল। তাদেব লাঠিতে নাকি ঢেলা আটকাত, মাল্লুষেব মাথাব হাড় চুব হয়ে যেত। তাদেব সড়কীতে নাকি সাববন্দী মাল্লুষ গের্গে যেত?

রতন—মা, তেনাবা ছিলেন পুণ্যাত্মা মাল্লুষ।

শৈলজা—তোরা কি একেবাবেই লাঠি সড়কী ধবতে জানিস না?

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

শৈল—যদি কেউ তোদের তুলতে আসে, তবে লাঠি মেবে তাদেব তাড়িয়ে দিবি, মাথা ভেঙে দিবি।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা!

শৈল—দরকার হয় সড়কী দিয়ে তাদেব গের্গে ফেলবি।

( প্রস্থানোত্তত, কয়েক পা অগ্রসর হইলেন )

রতন—ওপো মা, এ কি কইছ গো মা তুমি? বড়দাদাবাবু—

শৈল—( ফিরিয়া ) বড়দাদাবাবু তোদেব ম'রে গেছে ।

( আবার দুই পা অগ্রসর হটলেন )

শৈল—( আবাব ফিরিলেন ) কোন ঙয় নেই তোদেব । মামলা মকদ্দমা যা করতে হয় আমি কবব । ( প্রস্থান )

### তৃতীয় দৃশ্য

( ব্রজবিহারীবাবু বাড়ী আপিস )

[ ধনী-জনোচিত বাড়ী ঘব । আপিস-ঘরখানির চারিদিকের দেওয়ালে ছবি টাঙানো । অধিকাংশগুলিই factoryর ছবি । যে সব factoryর তিনি Managing Director—সেই সব factoryর ছবি । ছবিগুলির নীচে factoryগুলির নাম লেখা—Braja Bihari Cotton Mills Ltd., Braja Bihari Chemical Works Ltd. Braja Bihari Iron Works Ltd. ইত্যাদি । প্রত্যেকটির নীচে আরও লেখা—Managing Director—Braja Bihari Ghoshal. কয়েকখানি তাঁহার নিজের ছবি । নীচে লেখা—“বাংলার নবযুগের ধনপতি সত্ত্বাগর—ব্রজবিহারী ঘোষাল ।”

কয়েকখানি বিজ্ঞাপনের বড় প্রতিলিপিও দেখা যায় :—

“B. B. Ghosal Enterprises.—SAFE. SOLID. SOUND”

বাংলার লেখা—“ব্রজবিহারীবাবু কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই লোকে অবিরচিত বিশ্বাসে তার শেবার কিনে থাকে ।” ব্রজবিহারী চেয়ারে বসিয়া আছেন । একজন কর্মচারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল । ব্রজবিহারী চোখ বুজিয়া শুনিতেছেন ]

কর্মচারী—ব্রজবিহারীবাবুর গড়া প্রতিষ্ঠানে ফাঁকি নাই । প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য মহৎ, বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত । নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার জন্তই তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত কবেছেন । নতুন বাংলা—সোনার বাংলা—তার মণিকাব—ব্রজবিহারী ঘোষাল । বাংলার সঙ্গে

ব্রজবিহারীর প্রতিষ্ঠানগুলির নাড়ীর সঞ্চ। আপনি নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে দ্বিধা করবেন না, বিলম্ব করবেন না।

ব্রজ—Good, very good—বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও। Monthlyগুলোর full page—দৈনিকগুলোর অন্তত কোয়ার্টার পেজ। বুঝলে?

কর্মচারী—আপনার ফোটো—

ব্রজ—কাবখানার ইঞ্জিনে হাত দিয়ে যেটাতে দাঁড়িয়ে আছি, এবার সেইটে দাও।

কর্মচারী—যে আজ্ঞে।

[ ব্রজবিহারী ফাইল উন্টাইতে আরম্ভ করিলেন। কর্মচারী চলিয়া গাইতেছিল।

তিনি আবার ডাকিলেন ]

ব্রজ—শোন।

( কর্মচারী ফিরিল )

দালাল রামদাস মাডোয়ারীর আসবাব কথা আছে। এলেই তাকে পাঠিয়ে দেবে।

কর্মচারী—যে আজ্ঞে।

[ ব্রজবিহারী আবার ফাইল উন্টাইতে আরম্ভ করিলেন ]

( নেপথ্য হইতে দালাল রামদাস )

নেপথ্যে রামদাস—ঘোষালবাবু আছেন? মিষ্টার ঘোষাল?

নেপথ্যে রামদাস—ঘোষাল মশয়!

ব্রজ—এস এস, রামদাস এস।

( রামদাসের প্রবেশ )

রাম—রাম রাম বাবুজী, তবিসয়ং আচ্ছা?

ব্রজ—রাম রাম। ই্যা, শরীর ভাল। কিন্তু তোমার খবর কি? টেলিফোনে পাই না। লোক পাঠিয়ে পাই না—

রাম—আবে বাপ রে বাপ রে! যে কাম আপনি মশা হামাকে দিলেন—  
সীতাবাম—সীতাবাম! Beugal Research তো তাজ্জব কি কাবখানা বে বাবা! বাম! রাম! বাম! একটো richman shareholder নেহি, বিলকুল কোই প্রফেসর, কোই ডক্টর, আউর তামাম employee উসকে shareholder। বিনা ধনীসে কারখানা চলেবে বাবা? উসকে share নিয়ে কি করবেন মশা আপনি? উ কারখানা গেল, লাল বাতী জ্বললো—গণেশজী ইন্দুবের উপরসে উন্টাইয়া গিবলেন ব'লে। উ ছোড়ি দেন আপনি। আরে মশর, বিনা পতিসে সতী ভইয়া, বিনা প্রভুসে দাস।

আমীর বেগব কসাব, আউর বিনা দাঁতসে হাস ॥

কহে কবি রামদাস—

ব্রজ—( ববাবর ফাইল উন্টাইতেছিলা ) তুমি খাম রামদাস। তুমি তা' হ'লে কিছু কবতে পাবনি ?

বাম—দেখেন ঘোষালবাবু, আপনাবা কাটেন বোকবী, মুচি বাজায় ঢাক, হামি আপলোককে গালভি দি, বামনামভি মুখে বলি, হাজ্জাবো বার।  
—আউব বোকবীকে চামডাভি কিনি বিলায়েংমে চালানভি দি।  
হামাবা মুনাফা লিয়ে বাত। আপনি দিবেন দালালী—হামি করবে না কেনে মশা? কবিয়েছি কুছ। তব আপনি হামাবা দোস্ত আদমী—

ব্রজ—ও কথা থাক। কি করেছ বল ?

বাম—আরে বাপ বে! আগরংকো লিয়ে বাউরা বাজাকে মার্কি হো গেবা  
আপ! সব্ব কিজিয়ে! এ কিশণদাস! এ ভাই! আ যাইবে ভিতবমে।

( কেটেদাসেব প্রবেশ )

কেটে—Good morning !

ব্রজ—Good morning, বহ্নন, আপনি বহ্নন।

বাম—বহ্নন কাছে বলছেন ঘোষাল মশা? উনকে একঠো চাকরী দিতে হোবে আপকে। হামি বাত দিয়েছি। উ একঠো শালা ছায়। বউঠে গা কাছে আপকো সামনে?

ব্রজ—আচ্ছা তোমরা তা হ'লে ওঘবে ব'স।

( রামদাস ও কেটের প্রস্থান )

( করুণার প্রবেশ )

করুণা—মামা!

ব্রজ—বল!

করুণা—হামি আজ মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম একটু কাজে। মামী আমাকে তাব ভন্তে যাচ্ছেতাই বকলেন। শুধু রুঢ় নয—জঘণ্য ভাষায় বকলেন। তোমাকে না জানিয়ে আমি আর পারলাম না। কিছুদিন থেকেই মামী কথাবার্তায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ব্রজ—তোমাব মামী বলছিলেন—আর আমিও লক্ষ্য করেছি—করুণা, তোমার চলা-ফেরায় তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা—কথাটা বেশ খোলসা ক'বে বলবে মামা?

ব্রজ—তার কি প্রয়োজন আছে? তুমি বুঝতে পার না? কলেজ থেকে ফিরতে তোমাব দেবী হয়—

করুণা—তোমাব কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না মামা। আগেও ফিরতে দেবী হ'ত। সপ্তাহে দু-তিন দিন আমি কলেজ থেকে সিনেমায় গিয়েছি। সে তুমি জানতে, তাতে তোমার অমতও ছিল না।

ব্রজ—কিন্তু আজকাল তুমি সিনেমায় যাও না।

করুণা—যাই না। তার চেয়ে অনেক ভাল কাজেই যাই। ম্যো ম্যো Dr. Shastri's Laboratoryতে যাই। তাঁর কারখানাতেও যাই। এবং

আমার যতদূর ধারণা—তোমার আপত্তি সেখানেই। মামীর আপত্তি অবশ্য অগ্রাধানে—আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার অন্তিম তাঁবু কাছে কাঁটার মত অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

ব্রজ—মামীব কথা থাক, পবে হবে। কিন্তু শাস্ত্রীর ওখানে যাওয়াটা আমি যদি অপছন্দ করি, তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব অগ্রায় হবে করুণা? আর শাস্ত্রীর ওখানে এমন কি তোমার শিখবাব আছে যে, তুমি সেখানে যাও? বাড়ীতে তাঁর কিসের Laboratory?

করুণা—Biologyর Laboratory. ডক্টর শাস্ত্রী এককালে Biologyতে Research করতেন। সে এক অদ্ভুত research।

ব্রজ—Biologyতে? কিন্তু লোকে যে বলে কি একটা গ্যাস নিয়ে তিনি research কবেন?

করুণা—হ্যাঁ। এখন তিনি কেমিস্ট্রি নিয়েই পাগল। বায়োলজি আমার সাবজেক্ট, আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে—তাঁর সেই পুৰণো researchগুলো দেখি। এক সময় বায়োলজির researchএর মধ্যে মৃত্যুর রহস্য খুঁজতে চেয়েছিলেন।

ব্রজ—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি—হবি—হরি! সেইজন্মেই লোকটির এই অবস্থা। হু নোকায় পা দিচ্ছে, লোকটা ডুববে। (ফাইল তিনি উন্টাইয়া চলিয়াছেন) ওঃ! তুমি আর সেখানে যাবে না। বুঝলে? I don't like it.

করুণা—But I do like it. বিজ্ঞানেব ছাত্রী আমি, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—তাঁর research সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে যাই আমি। এর মধ্যে আমি অগ্রায় কিছু দেখতে পাই না। তবে সেদিন সভার মধ্যে তোমাদের বাদ-প্রতিবাদের কথা তুলে যদি বল—তিনি তোমার অপমান করেছেন, তবে—



ব্রজ—( কথার মধ্যপথেই বলিয়া উঠিলেন ) ওতে আমার অপমান হয় না করুণা । ( বলিতে বলিতে তাঁহার রূপের পবিবর্তন হইল, শাস্ত-বিনয় যেন গোলসের মত খসিয়া গেল । চেয়াব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ) চোট বড তিরিশটা মিল আমার অধীনে । অন্তত ষাট হাজার লোকেব অন্ন-বস্ত্রের ভার আমার হাতে । যত বড়ই পণ্ডিত ও হোক—ওর কথায় আমার অপমান হয় না । আমি ওর চেয়ে অনেক ওপবে । আমার অপমান এক করতে পারি আমি । যদি দাণ্ডিকের মত বলি—এসব আমার কীর্তি ; আমিই মাহুষের অন্নদাতা । তবেই আমি আমার অপমান কবব । সেজ্ঞা নয় । লোকটা নানাভাবে আমাদেব ক্ষতি করবার চেষ্টা কবছে । এব জ্ঞে আমি ওকে শিক্ষা দেব । লোকটাব অত্যন্ত স্পর্ধা । প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছে, আমাদের ব্যবসায়ের আসল উদ্দেশ্য হ'ল—নিজ্জদের Bankএর খাতা ভরিয়ে তোলা । একদিকে কারখানায় যারা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে খাটে তাদেব অন্ন বস্ত্র মেরে আমরা পোলাও কালিয়া খাই, রেশম পশম পরি, মোটর চডি । অত্রদিকে—দেশেব লোক যাবা আমাদের তৈবী জিনিস কেনে—অতি লাভে তাদের আমরা শোষণ করি—

করুণা—এ কথাগুলো তিনি তো মিথ্যে কথা বলেন নি মামা ।

ব্রজ—( চমকিয়া উঠিলেন ) মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

করুণা—আমি আর কি বলব ? সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধই তো এই কথা বলে ।

ব্রজ—অন্ধমের ঈর্ষার কথা ওগুলো । তা ছাড়া— না—থাক । তুমি আমার স্নেহের পাত্রী, তোমাকে আমি রুঢ় কথা বলতে চাই নে ।

করুণা—রুঢ় কথা বলতে বাকী রাখলে না মামা । কাজেই তুমি বললেই পারতে কি বলতে চাও ।

ব্রজ—বলতে চাই, তুমি নিজেও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছ। সেই কাবণেই এই সব কথাগুলো তোমাব মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।

করুণা—তুমি নিজে রেগে গেছ মামা? তাই জ্ঞে নিজের বলা পূরনো কথাগুলোও তুমি ভুলে যাচ্ছ। (হাসিল)

ব্রজ—করুণা, তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা—তুমিই তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মামা। সত্য কথা বলবার অধিকার বন্ধ করবার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নাই। তোমারও নাই। আমি আমার অধিকারের মধ্যেই রয়েছি, আমি শুধু সত্য কথা বলেছি।

ব্রজ—করুণা!

করুণা—তুমি যখন গবীব ছিলে, চাকরী করতে বাবাব কাছে, বাবা তখন সব দুটো মিল করেছেন। তুমি মিল থেকে ফিরে এসে ঠিক এই সব কথাই বলতে—যা আজ শাস্ত্রী বলছেন তোমাব সম্পর্কে, যাকে তুমি আজ বলছ—অক্ষমেব ঈর্ষার কথা। সেই সত্য কথাগুলোকেই তোমায় মনে পড়িয়ে দিচ্ছি আমি।

ব্রজ—মনে পড়বার প্রয়োজন নাই। আমার নিজেরই মনে আছে। আমি যা বলতাম, তা তোমারই ঠিক মনে নাই। তোমার বাবা ছিল অভ্যস্ত মগ্নপ, ব্যভিচারী, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর সে যে আচরণ করেছে, তাতে সমাজের সকলেই তাকে নিন্দা করত।

করুণা—মামা!

ব্রজ—সম্পদকে যারা এমনি ক'রে বিলাসে ব্যভিচারে অমিতাচারে অপব্যয় করে, তাদের চিরকাল আমি ঘৃণা করি, তোমার বাবাকেও ঘৃণা করতাম।

তোমার বাবার জঘন্য কষ্টদায়ক ব্যাধির কথা মনে হ'লে আমার মনে হয়—

করুণা—মামা!

ব্রজ—সে ব্যাধি ঈশ্বরের মৃত্যুদণ্ড। ( কথা শেষ করিয়া ব্রজবিহারী এতক্ষণে স্তব্ধ হইলেন )

করুণা—মামা, তুমি কি বললে, ভেবে দেখেছ ?

ব্রজ—যা সত্য তাই বলেছি।

করুণা—কিন্তু ওর পবেও খানিকটা সত্য আছে—সে কথাটা বললে না কেন ? না, লজ্জায় জ্বিভে আটকে গেল ? বাবাব মত পাপীর সম্পদকে ভিত্তি ক'বে তোমার বড়লোক হওয়াব কথাটা গোপন করছ কেন ? যে সোনার গেলাসে বাবা মদ খেতেন, সেই এঁটো গেলাসে তুমি খাও ডাবের জল ঘোলেব শরবত। বাবার মৃত্যুব পব তাঁর ব্যবসাকে হাতে নিয়ে তাকে তুমি বহুগুণ বাড়িয়েছ, কিন্তু সেটুকু হাতে না এলে—চিরকাল তোমাকে চাকরী ক'রেই কাটাতে হ'ত—সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ কেন ?

ব্রজ—আমাব ভাগ্য আমাকে অন্য ভাবে দিত।

করুণা—ভাগ্য তো বড় ভাল লোক মামা। আমাব বাবাকে মেরে তোমাকে তার সৌভাগ্য দিয়েছে, আবাব তাকে গালাগাল করবাব অধিকারও দিয়েছে !

( হৈমবতী—ব্রজবিহারীব জ্ঞীর প্রবেশ )

হৈম—বলি হচ্ছে কি ? সকাল থেকে—ব্যাপাবটা কি ?

করুণা—মামার ভাগ্যফল নিয়ে একটু আলোচনা হচ্ছে মামী। নতুন ধরনের জ্যোতিষশাস্ত্র—একটু জটিল ব্যাপাব ; তুমি ঠিক বুঝবে না।

ব্রজ—করুণা, বার বার তুমি তোমার অধিকারের সীমার বাইরে যাচ্ছ।

করুণা—না, বাইরে যাই নি।

হৈম—বাইরে যাস নি ? বলি—ই্যা না দিক্তী বিশ-বছুবী কলেজ-খুকী, আমি কালা না কি যে, কিছু শুনি নে মনে করছিস ? তুই যে ওরই ঘরে দাঁড়িয়ে ওকেই গলাগাল করছিস—সেটা কিসের অধিকার, কোন্ অধিকার, শুনি ?

করুণা—মামা, তুমিও কি ঠিক ওই কথা বল ?

ব্রজ—করুণা, তুমি কি নিজেই বুঝতে পারছ না—তুমি কতখানি উদ্ধত হয়েছ ?

করুণা—আমাব স্বর্গগত বাপকে যখন তুমি সত্যভাষণের নামে গালাগাল দিলে

তখন এ কথাটা তুমি বুঝতে পেরেছিলে ? এখন তাব প্রতিধ্বনি শুনে

চমকে উঠলে চলবে কেন ? দেওয়ালের গায়ে কথা ছুড়লে—দেওয়ালও

ফিরিয়ে দেয়। আমি মাহুষ। আমার বাপকে অপমান করলে আমি

তোমায পূজো করব—এ তুমি কল্পনা কবতে পার না।

হৈম—তা করবি কেন ? কালসাপেব ঝাড যে। অমৃতি খেতে দিলেও

ওগরাবি বিষ।

করুণা—আমাব বাবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অমৃত হযতো খাওয়ান নি,

কিন্তু দু বেলা নিয়মিত দুধ বাবড়ী খাওয়াতেন—সে কথা তুমিও বোধ হয়

ভুলে যাও নি মামী।

হৈম—কি বললি হাবামজাদী ?

করুণা—এইবার আমাকে চুপ করালে মামী। তোমাব বাবাকেও আমি ওই

জঘণ্য জ্ঞানোন্মাদ বলতে পারব না।

হৈম—শুনছ, তুমি শুনছ ?

ব্রজ—তুমি একটু চুপ কব হৈম। করুণা, তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ?

করুণা—সবই বাকী রয়েছে মামা, শেষ করতে আর দিলে কই তোমরা ?

ব্রজ—ভাল, শেষ কর। আমাবও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

করুণা—সম্ভবত আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তব দিলেই তোমাব বক্তব্য

শেষ হবে মামা। আমি বেশ বুঝতে পারছি ?

ব্রজ—বল।

করুণা—মোটরের কথা বলতে এসেছিলাম। সে যাক। মামী একেবারে

গোডাব কথা তুলেছে। বলেছে—তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমি তোমায

গালাগালি দিচ্ছি। গালাগাল তোমাকে আমি দিই নি। কিন্তু তোমার ঘবে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—এ কথা কি সত্য? বাড়ী কি তোমার?

ব্রজ—করুণা, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ।

করুণা—না মামা। মাহুষ যখন নিজের অবস্থা বুঝতে পাবে, তখনই তাব অবস্থা সব চেয়ে স্নহ অবস্থা। বল, তুমি উত্তর দাও। বাড়ী কাব?

হৈম—বাড়ী আমার। আমার নামে বাড়ী।

করুণা—মামা?

ব্রজ—হ্যাঁ। বাড়ী তোমার মামীব।

করুণা—ব্যবসা? ব্যাঙ্কব টাকা?

ব্রজ—তোমার টাকা ব্যবসাতে খাটেছে। তোমার বাবাব মৃত্যুর পর ব্যবসাকে লিমিটেড কোম্পানী করা হয়েছিল—ব্যবসার যা দাম হয়েছিল—তার পরিমাণ শেষার তোমার বয়েছে।

করুণা—তোমারও শেষার আছে। আমার চেয়ে তোমার বেশী শেষার আছে।

ব্রজ—করুণা—

হৈম—ধাম তুমি। হ্যাঁ আছে। ঢের বেশী আছে। এতগুলো কারখানা চালাচ্ছে ও, থাকবে না?

করুণা—কারখানা তো আসলে কুলি মজুরে মিস্ত্রীতে চালায় মামী। কই তাদের তো শেষার নাই!

ব্রজ—করুণা, আবাব তোমাকে বলছি, তোমার স্পর্ধাব সীমা অতিক্রম ক'বে যাচ্ছ তুমি।

করুণা—তোমার বাড়ীর বাইরে গেলেই, আমার সীমার গণ্ডী বেড়ে যাবে মামা। একটা কথা—আমার কি আছে বলবে আমাকে? বুঝিয়ে দেবে আমাকে? দিয়ে দিবে আমাকে? তোমার বাড়ীর বাতাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ব্রজ—করুণা !

করুণা—যদি বল—পাবে না, তাও ব'লে দাও আমাকে । আমি আপত্তি করব না । হাসতে হাসতে চ'লে যাব ।

হৈম—দাও না, ওর কি আছে ফেলে দাও না তুমি !

ব্রজ—করুণা, আমি তোমার অভিভাবক । আমি তোমার অমঙ্গলেব কোন কাজ করি নি । তুমি এখন শান্ত হও । এব পব এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব ।

করুণা—( আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল ) আমি চললাম মামা । ( যাইতে যাইতে ফিরিয়া ) তোমাকে প্রণাম কবতে মন চাইছে না মামী, কিছু মনে ক'রো না ।

ব্রজ—করুণা !

করুণা—আমি পৃথিবীর শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে চলেছি মামা, আমাকে আর পিছু ডেকো না । ( প্রস্থান )

ব্রজ—করুণা ! ( অনুসরণ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন )

হৈম—( পিছন হইতে হাত ধরিয়া বাধা দিলেন ) না । যাক ।

ব্রজ—ছাড় হৈম । করুণাকে যেতে দিতে আমি পাব নে । সেটা আমার অন্তায় হবে ।

### চতুর্থ দৃশ্য

[ Dr. Bose-এর বাড়ী । ইঙ্গ-বঙ্গ সম্মেলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব অনুকূপ বাড়ী ঘর ও আসবাব পত্র । অনিমা বা অ্যানি মেয়েটি কোচের উপর অঙ্কশাখিত অবস্থায় টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া কথা বলিতেছে । অ্যানি কথা বলিতেছে—স্বামাদাসের সহিত । তবে অ্যানি একা ]

অনিমা—Yes, yes, Anny speaking—অনিমা আমি অ্যানি । yes—yes. আমার গলার আওয়াজ শুনেই তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল ।

তা' ছাড়া ঞ্চামল ব'লে তোমাকে আর কে ডাকতে পারে অ্যানি ছাড়া ?  
 কি ? Oh ! ঞ্চামল বলে ডাকতে আবার তুমি বারণ করছ ? You  
 see—বারণ করাটা তোমাব হাতে, হাজার বার বারণ কবতে পার তুমি ।  
 কিন্তু সেটা মানা বা না-মানা আমার হাতে । And I tell you ঞ্চামল,  
 I tell you frankly, আমি মানব না । Never ! ( হাসিয়া )  
 তুমি অবশ্য এর ক্ষেত্রে আদালতে আমার বিরুদ্ধে ডিফেন্সন স্ট্রট আনতে  
 পার , আমি আদালতে প্রমাণ ক'বে দেব—ঞামল is a sweeter name  
 than ঞ্চামাদাস । ( খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ) যাকগে—  
 What's a name, ও কথা যেতে দাও । এখন কখন আসছ বল ?  
 আমরা তোমার জন্ত অপেক্ষা ক'রে রয়েছি । ডাক্তার তো কাল থেকে  
 বিশবাব জিজ্ঞাসা কবেছেন—শাস্ত্রী এলেন না কেন ? কি ? আজও  
 আসছ না তুমি ? কেন ? কাজ ? কি কাজ ? Oh no, no, no,  
 আমি শুনব না । কিছুতেই না । কি ? You have found out  
 something ! কি সেটা ? What is it : তোমাব research-এব  
 ব্যাপার !

( Dr. Boseএর প্রবেশ )

অনিয়া—Is it very interesting ?

Dr. Bose—Mr. Shastri'র সঙ্গে কথা বলছ ?

অনিয়া—( বাড়ি নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাকে উত্তর দিল । টেলিফোনে বলিয়া  
 গেল ) আমি গেলে আমাকে দেখাবে ? দেখাবে ! কাল সকালে ?  
 কেন ? আজ সন্ধ্যায় নয় কেন ? কি ? Students—মানে শিষ্য নিয়ে  
 ব্যস্ত আছি ! I see ! বেশ তা' হ'লে কাল সকালে । That's  
 alright ! বাই—না, বিদায় সম্ভাষণটা বাংলাতেই ভাল । আজ আসি !

( হাসিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল । হাসিমুখে Boseকে বলিল )—শ্রামল  
is splendid—he is a darling !

( Dr. Bose হাসিলেন )

অনিমা—হাসছ যে ?

Bose—এমনি ।

অনিমা—( বক্রহাসি হাসিয়া ) তুমি ঈর্ষাতুর হয়ে উঠছ ।

Dr. Bose—হয়ে ওঠা তো স্বাভাবিক । কিন্তু না । তুমি নিশ্চিন্ত থাক । আমি  
তা হই নি । ( হাসিল ) আকাশে সূর্য্য ওঠে, শিশিরবিন্দুব মধ্যে তাঁর  
প্রতিবস্ব পড়ে, তাব জন্তে শিশিরবিন্দু আব সূর্য্যেব মধ্যস্থলবর্তী শূন্যলোক  
ঈর্ষা ক'বে কববে কি ?

অনিমা—ক্রমশ তোমার কথাবার্ত্তাব হৈয়ালি জটিল হয়ে উঠছে । জেলাসির  
ওটা একটা বড় লক্ষণ ।

Dr. Bose—( হিঙ কাটিয়া ) না, না অনিমা, Dr. শাস্ত্রীব মত শক্তিমান  
ব্যক্তিকে শুধু শ্রদ্ধাই করা যায়, ঈর্ষা তাঁকে করা যায় না ।

অনিমা—কত বড় শক্তিশালী সে, তুমি জান না ।

Dr. Bose—অবশ্য তোমাব চেয়ে কম জান । তুমি তাঁকে আমার চেয়ে  
অনেক বেশী দেখেছ ।

অনিমা—It is like a dream. জান—সে সব কথা আমাব স্বপ্ন ব'লে মনে  
হয় । দশ বছর আগে শ্রামলকে দেখেছিলাম লণ্ডনে । চব্বিশ পঁচিশ  
বছবেব তরুণ, big eyes, shy looks, লণ্ডনে আমাদের বাসায় এসেছিল  
বাবাব সঙ্গে দেখা কবতে । সুনলাম—বাঙালীব ছেলে, দেশে M. Sc.  
পাস ক'রে বায়োকেমেস্ট্রিতে special training নিতে একটা  
scholarship যোগাড় ক'রে England এসেছে । ( সে হাসিল )  
You know ? জান ? সেদিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলি নি । মনে



হয়েছিল—এমন dull, shy, uninteresting young man আমি  
আমি আমার জীবনে দেখি নি।

Dr. Bose—( হাসিয়া ) And you took pity on him—বেচারাকে দেখে  
তোমাব খুব মায়া হ'ল !

অনি—না। আমার ঘৃণা হয়েছিল।

Dr. Bose—তোমাব দৃষ্টির প্রশংসা করতে পাবলাম না অনিমা। Love  
and Hatred, ভালবাসা এবং ঘৃণা, ও দুটো আলো এবং অন্ধকারের  
মত চেহাবায় আলাদা হ'লেও বস্তুতে এক। এই বকমই নাকি পণ্ডিত-  
জনেরা ব'লে থাকেন।

অনি—তুমিও বলতে পাব উচ্ছে হ'লে। আমি সেটা যেনে নিচ্ছি।  
( হাসিল ) কাবণ ছ বছর পব যেদিন ওকে আবাব দেখলাম সেদিন  
দেখলাম সে আব আর এক মানুষ। নিভীক Youngman, big eyes,  
dreamy looks, বড বড চোখে স্বপ্নাতুব দৃষ্টি, এসে আমাদের বাড়ীর  
বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবার জন্তে অপেক্ষা কবছে। বাবা একজন ভাল  
সংস্কৃত-জানা Indian student খুঁজছিলেন। তাঁর বন্ধু একজন  
Professor সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে সে  
বাবাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিল। বাবা ওকে বললেন—তুমি বিজ্ঞানের  
ছাত্র, সংস্কৃত তুমি কেমন ক'রে পড়াবে? যেমন-তেমন সংস্কৃত জানার  
কাজ তো এ নয়! ও বললে—আমার শাস্ত্রী উপাধিটা ব দিকে আপনার  
মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমার বাবা সংস্কৃতে কত বড পণ্ডিত ছিলেন  
সে তুমি জান। তিনি ওর সঙ্গে সংস্কৃত আলোচনা ক'রে অবাক  
হয়ে গেলেন। বাবা তৎক্ষণাৎ সুপারিশ ক'রে ফোন করলেন প্রফেসর  
বন্ধুকে, ওকে নেমস্তন্ন কবলেন সেদিন আমাদের ওখানে খেতে। আমাব  
সঙ্গে ওর আলাপ কবিয়ে দিলেন and within a few hours আমরা

যেন কতকালের বন্ধু হয়ে গেলাম। সেই দিনই আমি ওর শ্রামাদাস নাম পান্টে শ্রামল নাম দিয়েছিলাম, and he accepted it very gladly, সেও আমাকে অ্যানি বলে ডেকেছিল। ক্রমে আমরা গভীর অন্তবন্ধ হয়ে উঠলাম। ( কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ) তখন দেখলাম আব এক মানুষ। জীবনে তার সে কি উচ্ছ্বাস—সে কি passion ! আবেগে সে আগুনের মত জ্বলত। এক মুহূর্ত যদি শ্রামলেব দিকে অমনোযোগী হয়েছি তবে সে কি ওর অভিমান !

( আবার স্তব্ধ হইল )

Bose—( কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ) অতীত কথা মনে ক'রে দুঃখ পেলে অনিমা ? ( উঠিয়া কাছে গিয়া ) তুমি কাঁদছ ?

অনি—( মুখ তুলিয়া হাসিয়া ) না। কিন্তু সে সব সত্যিই একটা স্বপ্ন।

Bose—অনিমা !

অনি—বল।

Bose—যদি চাও, তোমাকে মুক্তি দিতে আমি রাজী আছি।

অনি—ও কথা কেন বলছ তুমি ? তুমি তো জান, আমি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করি !

Bose—শ্রদ্ধা ! কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়ে ভালবাসার দাবী যে অনেক বড় অ্যানি।

অনি—না। ও কথা ব'লো না তুমি। তুমি তো জান, ওতে আমি দুঃখ পাই।

Bose—তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না বলেই ব'লছি অনিমা। তুমি হয়তো জান না—

অনি—জানি। আমি জানি। দুঃখ তুমি কোনদিন দাও নি। কিন্তু আজ দুঃখ দিতে চাও না ব'লে আমাকে যদি মুক্তি দিতে চাও তোমার অন্তরের বন্ধন ছিঁড়ে, তবে সে মুক্তি কি আমি নিতে পারি ?

Bose—না আনি না। তোমাকে কোনদিন আমি বাঁধতে চাই নি।

আমি তোমাকে—থাক ও কথা, থাক।

অনি—আমি জানি। আমি জানি, তুমি আমাকে—

Bose—ও কথা থাক অনিমা। অগ্র কথা বল।

অনি—( হাসিয়া ) অগ্র কথা! কি অগ্র কথা বলব? আমার কথায় তুমি বিনা দ্বিধায় শ্রামলেব কন্ম-জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে। তুমি বডলোক নও, তবু তোমার যা কিছু সম্বল সব দিলে শ্রামলেব enter-prise এ শুধু আমার কথায়—। আজ সেই কথা ছাড়া অগ্র কথা যে মনে আমার আসছে না।

Bose—( হাসিল ) একটা ভুল ধারণা তোমার সংশোধন ক'বে দিতে চাই।

আশা করি তুমি সেটাকে ভুল বুঝবে না।

অনি—বল।

Bose—আমি শ্রামাদাসবাবুকে তোমাব মত ভালবাসি না, কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি; তাঁব আদর্শে বিশ্বাস করি। সেই জন্তেই আমার সমস্ত সম্বল সঞ্চয়—তাঁব উত্তমের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছি।

অনি—তুমি এ সত্যি বলছ?

Bose—তুমি তো জান আমি মিথ্যে কথা বলি না।

অনি—তুমি আমার বাঁচালে।

( বেয়ারার প্রবেশ। অভিবাদন কবিয়া ট্রেব উপর একটি কার্ড ধরিল )

Bose—( কার্ড দেখিয়া ) অ্যাটনি বাড়ীর লোক! Strange! হু মিনিট  
অ্যানি, আমি আসছি। ( বেয়ারা ও Boseএর প্রস্থান )

[ অনিমা উঠিল, দেওয়ালে ঝুলানো Boseএর ছবির কাছে গেল, ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ফুলদানিটি লইয়া—ছবির নীচে রাখিল; রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে গান ধরিল। ফুলদানী রাখিয়া গাহিতে গাহিতে সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল ]

( Dr. Bose প্রবেশ করিল )

Dr. Bose—( গান শেষ হইলে ) একটা কথা জিজ্ঞাসা কবব তোমাকে । তুমি

Dr. শাস্ত্রীকে বিয়ে কর নি কেন ?

[ অ্যানি Boseএর মুখের দিকে চমকিয়া কিংবা চাহিল, উত্তর দিল না ]

Dr. Bose—অ্যানি ! You loved him.

অনি—( হাসিয়া ) Yes, I loved him.

Dr. Bose—তবে ?

অনি—তবে ? সে আমায় ভালবাসত না ।

Dr. Bose—ভালবাসত না ? কি বলছ তুমি ? একটু আগে তুমি বললে—  
আবেশে সে অগ্নিশিখার মত জ্বলত—

অনি—অকস্মাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎ তাব সে আবেগ একদিন নিবে গেল ।  
সপ্তাহের পব সপ্তাহ সে আব আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না । চিঠি  
লিখলে না । আমি চিঠি লিখলাম—উত্তর দিলে না । শেষে একদিন নিজে  
গেলাম তাব সন্ধানে । দেখলাম আবার এক নতুন মানুষ । Strange looks  
in his eyes—কথা বললে যেন শুনতে পায় না, শুনতে পেলেও উত্তবে  
ব'লে হয় তো একটা কথা ! Deaf বলতে পার, dumb বলতে পার,  
cold বলতে পাব, মোট কথা—I found শ্রামল dead to me.

Bose—তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কবলে না ?

অনি—( হাসিল ) না ।

Bose—তোমার নিজে কে তুমি জিজ্ঞাসা কবেছিলে ?

অনি—I was clean. তখনকাব আমাকে তুমি আকাশগঙ্গার সঙ্গে তুলনা  
কবতে পাব, মাটিব একটা কণাও তখন আমাকে স্পর্শ করে নি ।

Bose—তবে ?

অনি—তবে ! ( হাসিল ) তার মধ্যে তখন নতুন মানুষ জেগে উঠেছে,

যে মানুষকে আজ দেখছ। দেখলাম পড়ার মধ্যে ডুবে বয়েছে। কেমিস্ট্রি আর কেমিস্ট্রি। আমাব দিকে চাইলে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে। শাস্ত কণ্ঠে বললে কয়েকটি কথা। বললে—আমাকে তুমি মাফ কর। আমি নিজেকে বুঝতে পাবি নি। আমাব—( অনিমা শুরু হইল, তারপর হাসিয়া বলিল ) বললে—আমার আব ফেবার উপায় নাই। ( আবার শুরু হইল। তারপর বলিল ) শুনেছি সাবিত্রী মৃত সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল, কিন্তু আমি তা পাবি নি।

Bose—আমাকে তুমি মাফ কর আনি। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই তাঁকে চঃখ দিয়েছিলে।

অনি—যে দুঃখ আমি সেদিন পেয়েছিলাম সেই দুঃখেই আমি সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। শ্রামল Englandএ ছিল ব'লে আমি ভারতবর্ষে চ'লে এলাম। মানুষকে দুঃখ দেওয়া হ'ল আমার পেশা। লজ্জা-নীতি-ধর্ম সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে দিলাম। তীব্র নিষ্ঠুর হাসি হেসে—বান্ধুল্লেশে পৃথিবীকে জর্জরিত ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম উদ্ধার মত। হঠাৎ একদিন দেখা হ'ল তোমাব সঙ্গে। তখন আমাব চরমতম দুঃসময়—

Bose—থাক অনিমা, থাক।

অনি—বাবা আমার বাবহাবে লজ্জিত হয়ে ঘোষণা ক'বে আমার সঙ্গে তখন সকল সধক্ক ত্যাগ কবেছেন। আমাব দেহ তখন ঋণ—তুমি আমায় সম্মেহে সাদবে স্থান দিলে। ( শুরু হইল ) জান ? তোমাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম—তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে একদিন তোমায় ত্যাগ কবব ব'লে ? ( দুই হাতে মুখ ঢাকিল )

Bose—অনিমা ! আনি ! ছি ! এ বকম করে না।

অনি—Please—Please—

Bose—না, না। চল, ওঠ ! Dr. শাস্ত্রীর ওখানে যাব আমরা।

মনি—না। সে ব্যস্ত আছে।

Rose—থাকুন ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকেন অন্য কোথাও আমরা চ'লে যাব। চল,

ডাঃ শাস্ত্রীকে কিছু জানানাবাব আছে important something, very important.

মনি—Very important ?

Rose—ব্রজবিহারী ঘোষালের অ্যাটর্নি বাড়ী থেকে লোক এসেছিল।

মনি—সে দিনের সেই ফোঁটা-তিলক কাটা মিলিওনেয়ার—

Rose—ভদ্রলোক ডাঃ শাস্ত্রীর ওপর থাবা বাড়াচ্ছেন ব'লে মনে হচ্ছে।

ওঠ, যাও কাপড়চোপড় পাল্টে এস।

মনি—না, থাক। বেশ আছি, চল।

## পঞ্চম দৃশ্য

### ডক্টর শাস্ত্রীর ল্যাবোরেটরি

[ মাইক্রস্কোপ টেবিলে শিশি বোতল সাজানো টেবিল। একপাশে একটি  
র‍্যাকে কয়েকটি গাঁচা ; খাঁচায় গিনিপিগ ও খরগোশ কতকগুলি। প্রত্যেক জাতীয়  
জন্তুর গাঁচা তিনটি করিবার আছে। একটি ছোট টেবিলের উপর একটি মাইক্রস-  
কোপ। ককণা ও ডক্টর শাস্ত্রী রহিয়াছেন ঘরে। ককণা মাইক্রস্কোপে কিছু  
দেখিতেছে ]

ডাঃ শাস্ত্রী—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ? নিউক্লিয়াসের presence বুঝতে  
পারছ ?

ককণা—পারছি।

ডাঃ শাস্ত্রী—Wonderfully well concealed. যেন একটা স্বচ্ছাকৃত  
চাতুরী।

করণা—( মাইক্রস্কোপ হইতে মুখ তুলিয়া ) বিচিত্র, অদ্ভুত !

ডাঃ শাস্ত্রী—আমাব নোটগুলো পড় দেখি , তোমাব observationএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ।

[ করুণা টেবিলের উপর হইতে খাতা তুলিয়া পড়িতে আবস্থ করিল , ডাঃ শাস্ত্রী নিজে মাইক্রস্কোপেব ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলেন ]

শাস্ত্রী—( দেখিতে দেখিতে ) জীবনের এই আদিম রূপ, এর চেয়ে রহস্যময় আব কিছু আছে ? Cell, cellএব মধ্যে ঘূবছে, অবিবাম ঘূবছে প্রটোপ্লাজম । ওই ঘোবাব বেগের মধ্যেই স্ফূবিত হছে জীবনীশক্তি ! পৃথিবীর সকল রসেব সঙ্গে পৃথিবীর অবিরাম গতিব সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ । ( মাইক্রস্কোপ হইতে মুখ তুলিয়া ) নোটের সঙ্গে তোমার observationএর অমিল পেলে বলবে ।

করণা—( খাতা বাখিয়া ) কোন অমিল নাই ।

শাস্ত্রী—আমাব আপশোস করুণা, আজও আমি এমন একজন ছাত্র পেলাম না যে তাব সকল সংস্কারকে তাগ ক'রে এই আবিষ্কারের সত্যকে তার জীবনেব একমাত্র সাধনা বলে মেনে নিতে পারে । অথচ মানুষ ভগবান-ভগবান ক'বে এক কল্পনাব সত্যকে পাবার সাধনায় অনাহাবে প্রাণ দিয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, জলে ডুবছে ।

করণা—ছাত্র পেলে আপনি সাহায্য কববেন ?

শাস্ত্রী—এক সময় বাঘোলজি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় শাস্ত্র । এর মধ্য থেকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছি মৃত্যুর রূপ । কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কেমেষ্টি হয়ে উঠল আমার সব । এ গবেষণা সেই থেকে বন্ধ হয়ে আছে ।

করণা—আমি যদি আপনার কাছে শিখতে চাই, এই সাধনাকে যদি আমি অবলম্বন করতে চাই, আপনি আমাকে শেখাবেন ?

শাস্ত্রী—তুমি ?

করুণা—হ্যাঁ। আমি শিখতে চাই, আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

শাস্ত্রী—( তাহার দিকে চাহিয়া ) না।

( করুণা তাহার মুগের দিকে চাহিল )

শাস্ত্রী—যে সংস্কারের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, তাতে তুমি একে গ্রহণ করতে পারবে না করুণা।

করুণা—আমি পারব। আপনি আমার স্ত্রীদেয় দিয়ে দেখুন।

শাস্ত্রী—তোমার অভিভাবক ?

করুণা—তিনি আমার মামা। তাঁর ব্যবহারেই আমার চোখ খুলেছে। আপনি সেদিন ঠিক বলেছিলেন—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, ঈশ্বরের কাজ বলে নিজেদের মনগড়া ভাগ্যের দোহাই দিয়ে এক ধর্মী—দরিদ্রকে বঞ্চনা করা যাদের ধর্ম তারাষ্ট। সেই ধর্মে অন্ধ হয়ে প্রতারণা করতেও তাদের বাধে না। তিনি তাঁদেরই একজন। আমি তাঁর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছি। আমাকে আজ কাজ ক'রেই খেতে হবে, আমি নিজেব পায়ে দাঁড়াতে চাই। পৃথিবীর সত্যকে আমি জানতে চাই।

শাস্ত্রী—এ পথ বড় কঠিন পথ। তোমাকে আমি স্নেহ করি, তাই বলছি—এ পথে তোমার না আসা ভাল। হয়তো আজকেব এ মনোভাব তোমার সাময়িক—

করুণা—না না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

শাস্ত্রী—তুমি ভেবে দেখ করুণা। এ পথ নিষ্ঠুর সত্যের পথ। কল্লনার স্থান নাই, স্বপ্নেও স্বাভাবিক নাই ; আমাদের পৃথিবী অতি বাস্তব পৃথিবী। ধ্যান ধারণার স্থান নাই। আবেগের অবকাশ নাই, জন্মান্তর নাই, পবলোক নাই—



[ বাহিরে দরজায় আঘাত পড়িল, কিন্তু সে শব্দ ককণা বা শাস্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিল না ]

শাস্ত্রী—শুধু আছে বৈচিত্র্যের বিশ্বয়। এক কৌষিক দেহ থেকে বহু কৌষিক দেহ, উপাদান থেকে অবয়ব, অবয়ব থেকে রূপ, শক্তি থেকে গতি, চেতনা থেকে বোধ—

( আবার দরজায় আঘাত পড়িল )

শাস্ত্রী—বোধ থেকে বাসনা, বাসনা থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি—

[ এবার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অনিমা এবং Dr. Bose ]

অনি—ও মাগো ! এ যে ভয়ানক তন্দ্রায় হয়ে গেছে শ্রামল ! ডেকে সাড়া পাই না !

শাস্ত্রী—অনিমা !

অনি—হ্যাঁ। তোমার চোখে ঘেন স্বপ্ন ভাসছে মনে হচ্ছে ! ঐ স্বপ্ন দেখছিলেন শ্রামল ? Is it Biological ?

শাস্ত্রী—Biological Science includes everything which deals with the Phenomena of Living Matter অনিমা। আমি এবং ককণা দুজনেই জীবন্ত মানুষ। Oh, excuse me—ককণাব সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।

অনি—আমি ঠেকে চিনি। সেদিন তোমার বক্তৃতা সময় তোমাব সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

শাস্ত্রী—হ্যাঁ। কিন্তু এখন উনি আমার সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিজে উনি Science student, আমার ল্যাবোরেটরীতে আমার research-এ সাহায্য করতে চান।

অনি—That's very interesting. Life is drama. জীবনই নাটক  
এবং সে নাটকের মূল উপাদান Biological Truth. Is it not ?

শাস্ত্রী—তোমার সত্য উপলব্ধিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি অনিমা।

অনিমা—Thanks. কিন্তু তুমি তো আমার পরিচয় ঠেকে দিলে না! করুণা  
দেবী, আমি অনিমা বোস। শাস্ত্রী এককালে আমাকে অ্যানি বলে  
ডাকত। শ্রামাদাসের বদলে আমি বলতাম শ্রামল। শ্রামাদাস কিন্তু  
এখন আর সে নামটা নিতে চায় না। আজ নতুন পরিচয়ের দিনে  
তোমাকে ঐ নামটা উপহাস দিতে চাই। শ্রামলেব বদলে শ্রামলী  
কিংবা শ্রামলিমা—

Bose—অনিমা—অ্যানি—

অনি—Don't disturb me please.

নেপথ্য হইতে—Dr. Shastri!

শাস্ত্রী—কে ?

( ব্রজবিহারীর প্রবেশ )

ব্রজ—আমি। মাফ কববেন, আমি বিনাহুমতিতেই প্রবেশ কবেছি। এই যে,  
এই যে করুণা! আমি ঠিক ভেবেছিলাম তুমি এইখানে এসেছ। এস,  
বাড়ী এস।

করুণা—না। আমি আমার জীবনের পথ বেছে নিয়েছি।

ব্রজ—ডক্টর শাস্ত্রী!

শাস্ত্রী—বলুন!

ব্রজ—আমি যদি বলি আপনি আমার ভাগ্নীকে তুলিয়ে—

করুণা—না। সে কথাব আমিই প্রতিবাদ কবছি।

অনি—উনি নিজেই তুলেছেন Mr. Ghoshal. Biological truth is

very strange and mysterious, you see.—ভোলার ওপর হাত থাকে না। Is it not শ্রামল ?

শাস্ত্রী—ওপেক্ষা কব অনিমা ; তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি। তার আগে—

ব্রজ—আমার কথার উত্তর দিলে আমি স্তম্ভী হব ডক্টর শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী—করুণা, তোমার বয়স কত ?

করুণা—একুশ।

শাস্ত্রী—Mr. Ghoshal করুণা সাবালিকা। জীবনে স্বাধীনভাবে তাব কাজ করবার অধিকার হয়েছে। অনিমা, তুমি সত্যি বলেছ—Biological truth is very strange, and Biology 's very interesting. You are right অনিমা, করুণা নিজেই মুগ্ধ হয়েছে আমার সাধনা দেখে—আমি মুগ্ধ হযেছি তাব নিষ্ঠা দেখে। ( করুণার হাত ধরিয়া ) আমরা জীবনে ভবিষ্যতে একসঙ্গেই অতঃপর পথ চলব। নারী এবং পুরুষ, স্বামী এবং স্ত্রী—; Congratulate কর আনি !

অনিমা—এতে আমার চেয়ে কেউ খুশি নয় শ্রামল, আমার চেয়ে কেউ খুশি নয়।

করুণা, তোমার আবও একটা নাম দিচ্ছি। মাদাম কুবী, মাদাম কুবী—  
I congratulate you.

—

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ঘোষালের বাড়ীর অফিস ( প্রথম অঙ্ক অনুযায়ী )

[ ঘোষাল বসিমা ফাইল দেখিতেছে। কষেকজন কুলি বড় প্যাকিংকেস সহিয়া গরের মধ্য দিখা একে একে গাইতেছে। ঘোষালের আসনের পিছনে একটি বেড়িঘো ]

রেডিয়ো—বেডিয়ো থেকে বাংলায় খবর বলছি। জার্মান-সৈন্যেরা তাদের যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে দুর্ধর্ষ গতিতে পোলাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জার্মান-সৈন্যেরা যে সমস্ত জায়গা দখল করেছে, সেখানে তারা যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং অকল্পিত বর্বরতা প্রকাশ করেছে, তাতে পৃথিবীর মানুষ বোধ করি শিউবে উঠবে। এদিকে ফ্রান্সে এবং ব্রিটেনে সামরিক উদ্যোগ পূর্ণ উত্তমে দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যদল কাল ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেছে।

( ঘোষালের স্ত্রীর প্রবেশ )

ঘো-স্ত্রী—বলি এসব হচ্ছে কি ?

ঘোষাল—জ্যা ?

ঘো-স্ত্রী—জ্যা ?! জ্যা কি ? কানে শুনতে পাও না ? না, চোখে দেখতে পাও না ? না, মাথা ধরাপ হয়েছে, কিছু বুঝতে পার না ?

বেডিয়ো—ব্রিটিশ সৈন্যদলের অবতরণের সময় ফ্রান্সেব অধিবাসীরা যে উল্লাস প্রকাশ করেছে—

ঘো-স্ত্রী—( দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া কল ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিল ) বাপরে—

বাপবে—বাপবে ! দিনবাত ঘ্যানর—ঘ্যানর, মুক্ত, উল্লাস, বর্বরতা, মাথা  
খারাপ ক'রে দিলে রে বাবা !

ঘোষাল—বন্ধ ক'বে দিলে !

স্ত্রী—হ্যাঁ, দিলাম। কিন্তু এ সমস্ত হচ্ছে কি ?

ঘোষাল—কি ?

( একটা লোক একটা কেস লইয়া প্রবেশ করিল )

স্ত্রী—ওই যে ! বলি গোটা বাড়ীটা কি মাল খুদোম ক'রে তুলবে নাকি ?

ওগুলো বাড়ীতে ঠাসাই কবছ কেন ?

ঘোষাল—চূপ কর। ওগুলো হচ্ছে জাখানী তৈরী ওষুধ। এর পর আব  
বাজাবে পাওয়া যাবে না। তখন এক টাকার ওষুধ বিশ টাকায়  
বিক্রী হবে।

স্ত্রী—ও মা ! তাই বল ! আমি বলি কি সব ছাই পাঁশ এনে পুবেছে ঘরে।  
( কুলিব প্রতি ) তা আয়বে বাবা আয়। দেখিস যেন ফেলে ভাঙিস  
নে মুখপোড়া !

( নেপথ্যে বামদাস দালাল )

নে-বামদাস—বাবুজী ! ঘোষাল সাব !

স্ত্রী—অঃই ! এলেন সেই মুখপোড়া ! আয় বে আয়।

( ঘোষালেব স্ত্রী এবং কুলিব প্রস্থান )

( বামদাসেব প্রবেশ )

রাম—বাম বাম বাবুজী !

ঘোষাল—বাম বাম। তাবপব তোমার খবর বল ?

বাম—খবব আর হামার কাছে কেয়া ঘোষালবাবু, খবব তো আভি আপনাব  
মশা ! লডাই তো লাগ গেয়া। আব তো আপনি যেইসা বাখবেন  
ছুনিয়া ওইসা থাকবে।

“নাগে লড়াই মরে সিপাহী বাজাকে ছুটে ঘুম,  
ঘবমে বইঠকে হাসেন শেঠজী নাফাকে মৎস্তম !”  
কহে কবি রামদাস—

খাশাল—খাম রামদাস, খাম ! এখন তুমি কি করলে বল ?

ম—আবে বাপবে । দৈবয তো ধবেন মশা,—এন্তো বেস্তো হোবেন তো  
বিলকুল গডবড হো যায়েগা ।

খাশাল—তুমি বুঝতে পাবছ না রামদাস । যুদ্ধ বেধে গেল । গত যুদ্ধে  
গ্যাস নিয়ে যুদ্ধের পত্তন হয়েছে । এবাব বোধ হয়—শেষ পর্য্যন্ত গ্যাসই  
হবে প্রধান অস্ত্র । আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী গ্যাস নিয়ে—যাক, সে  
কথা থাক । মোট কথা আমি যা বলেছি তা যদি তুমি না পার—

রামদাস—খামেন খোখাল সাব খামেন । সব ঠিক হায । দেখিয়ে তো ই  
কেয়া হায ? ( পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া দিল )

খাশাল—( দেখিতে আবস্ত করিল )

ব্যাখ্যে কেষ্ট—Sir !

খাশাল—কে ? কেষ্টদাস ?

( কেষ্টদাসের প্রবেশ )

কেষ্ট—Good morning Sir !

খাশাল—Good morning ! তাবপব খবব কি ?

কেষ্ট—এভরি থিং ও কে স্তাব ! দেখে এলাম জ্যাঠাইমা স্রেফ খাণ্ডব-  
দাহনেব মত জ্বলছে । আমায বললে—আমি বলব রতন বাগদীকে  
সডকী চালাতে আমি হুকুম দিয়েছি । নিজে আদালতে গিষে বলবে  
বললে ।

খাশাল—Good.

কেটে—তা হ'লে আমি কোটে যাই এখন। আজ আবাব পার্টিশন স্যুটে সেলেব দিন আছে।

ঘোষাল—আজই দিন? চল, আমি নিজে যাব। এস রামদাস, তোমা বরং রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাব। (সকলের প্রস্থান)

### দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রামাদাসের পল্লীগ্রামের বাড়ী

হেমন্ত এবং শৈলজাদেবী

হেমন্ত—তুমি কি পাগল হ'লে জ্যাঠাইমা?

শৈলজা—তুই একে পাগলামি বলছিস হেমন্ত?

হেমন্ত—বলব না? বউদাব কারখানার লোকের সঙ্গে বাগ্দীদেব ঝগড়া হ'ল বতনা সডকী দিয়ে লোক জখম কবলে। আব তুমি আদালতে বলতে চললে যে, রতনকে সডকী চালাতে হুকুম দিয়েছিলে তুমি! এ পাগলামি নয়?

শৈলজা—হুকুম তো আমি দিয়েছিলাম হেমন্ত।

হেমন্ত—না দাও নি। তুমি বউদাকে আঘাত দেবাব জগ্গেই আদালতে যেচে সাজা নিতে চলেছ। তাকে তুমি দুঃখ দিতে চাও, দেশের লোকের কাছে তার মাথা হেঁট কবতে চাও যে, শ্রামাদাস তাব মাংস ফোজদারী সোপর্দ কবেছে।

শৈলজা—না। হুকুম আমি দিয়েছি। তুই আমাকে বাধা দিস নে হেমন্ত, আমি সত্যি কথা না বলে পারব না। আমাব ঠাকুর আমাকে তা হ'লে ক্ষমা করবেন না।

হেমন্ত—কখন তুমি হুকুম দিলে শুনি? যেদিন বিকেলবেলা ওদের ঝগ হ'ল, কাণ্ড হ'ল সেদিন তুমি গোবিন্দজীর ভোগ দিয়ে দক্ষিণে

গিষেছিলে বেলা বারোটায়, ফিবেছ সন্ধ্যার সময়, সমস্ত ক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে ।

লজা—হুকুম আমি তোর সামনেই দিয়েছিলাম । তোব মনে নেই ।

মন্ত—জ্যাঠাইমা, তোমাব বয়স বাহাত্তব হয় নি আমি জানি, কিন্তু এই বয়সে আমাকে বাহাত্তবে কেমন ক'বে ধবল বুঝতে পাবছি না । কি বলছ তুমি ?

লজা—তিন বছব আগে, যেদিন শ্রামাদাস ওই বাগান বস্তীব জগ্গে নোটশ পাঠায়, রতনেরা ক'জন কেঁদে এসে পডল, সেদিন আমি এইখানে দাড়িয়ে তোব সামনে তাদেব বলেছিলাম—শ্রামাদাসের লোক যদি কেউ আসে জ্বরদস্তি করতে, তবে তাদেব লাঠি মেবে তাড়িয়ে দিবি, দরকার হয় সডকি দিয়ে গঁথে ফেলবি । মনে ক'রে দেখ্ তুই ! বতন যখন তাই ক'বে ফেলেছে, তখন আদালতে গিষে সেই কথা স্বীকার ক'বে আমাব সাজা আমি না নিলে—ওপাবে গিষে কি জবাব দেব আমি ?

মন্ত—ওপাবেব আইন আদালত সষক্কে আমাব খুব আক্কেল নেই জ্যাঠাইমা । তবে এটা ঠিক যে এপার-ওপাব যে কোন পাবেব আদালতে গিষে যাদি ছেলের ওপর অভিমান বশে এই দায়িত্ব ঘাড়ে কবতে যাও, তবে সেটা তোমাব সত্যি বলা হবে না ।

শলজা—কেন শুনি ?

হনন্ত—কথাটা তুমি বলেছিলে তিন বছব আগে । তাবপব অনেক ঘটনা ঘ'টে গেল, অবস্থাব পরিবর্তন অনেক হ'ল । যে দিন তুমি কথাটা বলেছিলে, সেদিন তুমি ছিলে এই বাগান বস্তীব একের তিন অংশেব মালিক—বাগদীবা ছিল তোমার প্রজা । আইন-ধর্ম্ম অহুসারে না হোক দেশাচার অহুসারে জমিদার হিসেবে ওদেব ভালমন্দের দায়িত্বেব সঙ্গে সষক্কে ছিল । তারপর বডদার ওপর আক্রোশ বশে তুমি বাগান বস্তীব অংশ বিক্রী



ক'বে দিলে ব্রজবিহারী ঘোষালকে। আজ মামলা-মোকদ্দমা হ'বে Bengal Scientific Researchএব সঙ্গে ব্রজবিহারী ঘোষালের। বাগদীদের নাচাচ্ছে এখন ঘোষাল। ঘোষালেব চাকরী নিয়ে কেউ যে কত রকম উল্কা দিচ্ছে বাগদীদেব, সে তুমি জান না। এব পবেও তুমি বলতে চাও দায়িত্ব তোমার ?

( আশ্ফালন করিয়া কথা বলিতে বলিতে কেউদাসেব প্রবেশ )

কেউ—মার দিয়া কেমনে বাবা—যতোধন্যন্ততো জয়, অস্ত্রায় ফট। এক ঘটি জল দাও দেখি জ্যাঠাইমা।

[ কোঁচা দিয়া বাতাস খাইতে লাগিল ]

[ শৈলজা শুকু হইয়া রহিলেন, প্রথম হইতেই হেমন্ত চকল হইয়া উঠিল ]

হেমন্ত—কি রে কেউ, ব্যাপাব কি ?

কেউ—জল নিয়ে এস জ্যাঠাইমা, আগে জল নিয়ে এস। গোবিন্দজীর ক্ষীরেব নাড়ুও বরং একটা নিয়ে এস।

হেমন্ত—কেউ !

কেউ—Please কপিসম্রাট please. বুক শুকিয়ে বালুচব হয়ে গেছে, কথ বলতে শক্তি নেই এখন। স্রেফ বায়ুবেগে ছুটে আসছি এই দুপুবে রোদ্দরে।

শৈল—আমি এফুনি জল নিয়ে আসছি কেউ, তুই ব'স। হেমন্ত ওকে এখন বিরক্ত করিস নে। ( প্রস্থান )

কেউ—শুনলে তো ? বিরক্ত ক'রে না আমাকে। বাবা, জ্যাঠাইমার লুকুম সাক্ষাৎ মহিষমর্দিনী !

[ হেমন্ত মাথা নত করিয়া চিন্তিত ভাবেই পায়চারি কবিল ]

কেউ—উঁ ! এদিকে riceটা আছে খুব। পায়চারি করছে যেন সাক্ষাৎ আলমগীর। বলিহারী বাবা—চালটা যা হোক খুব শিখেছিলি। বলি

লিখিস ত কেতাৰ। হনুৰ বগলে ভাতুকৈ পূৰৈ দিয়ে হুয়ে গেল বেদব্যাস।

তাৰ আবার এত চাল কিসের র্যা ?

হেমন্ত—চূপ কৰু কেষ্ট।

কেষ্ট—তোৰ হুকুমে চূপ কৰব হেমা ?

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা জল আনছেন, খেয়ে যত পাবিস চেষ্টাস।

কেষ্ট—আদালতে চাৰ বোতল লেমনেড, তিন গেলাস শৰবত, ছটা ডাব মেবেছি হেমা। জ্যাঠাইমার ওই ক্ষীরেব নাডুৰ জন্তে জলের ভাওতা দিলাম। পেটের মধ্যে এখন জাহাজ ভাসিয়ে দিলে ডুবে যাবে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করলে তুই শ্বেফ ভেসে যাবি।

হেমন্ত—এইবার থাম্ কেষ্ট, এইবার থাম্। আর এগুস না। এটা মিউনিসিপ্যাল এবিয়া।

কেষ্ট—কি বললি ? ওব মানে কি ?

হেমন্ত—ওর মানে তুই বুঝবি নে। মেলা চেষ্টাস নে—চূপ কৰু। জ্যাঠাইমা আসছেন।

কেষ্ট—চেষ্টাব না ? আলবৎ চেষ্টাব।

হেমন্ত—তবে চেষ্টা।

কেষ্ট—নিশ্চয় চেষ্টাব। তোৰ বিলিতী ঘোড়া যে কাং, শ্রামাদাস যে খতম—

[ শৈলজা প্রবেশ কৰিতেছিলেন—জলের গেলাসটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল ]

হেমন্ত—( ছুটিয়া গেল ) জ্যাঠাইমা !

কেষ্ট—জলের গেলাসটা ফেললে তো জেঠাইমা !

( শৈলজা হেঁট হইলেন জলের গেলাস উঠাইবার জন্য )

হেমন্ত—কেষ্ট, কি বলছিলি তুই আগে বল।

কেষ্ট—Mr. Sastri esquire-এর হয়ে গেছে। বাগানবস্তীব partition-এর

মামলায় ডিগবাজী। ব্রজবিহারীবাবু সেলে দশ হাজার টাকা দাম দিয়ে বাগান বস্তী ডেকে নিয়েছে।

শৈলজা—তুই ব'স কেটে, আমি আবার জল নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

হেমন্ত—তুই একটা বাস্কেল রে কেটে—তুই একটা বাস্কেল।

কেটে—Shut up হেমা। মুখ সামলে কথা বলবি। আমি রাগলে বাপ মাকেই খাতির করি না তুই কোথাকার জাততুত ভাই! টাকের ওপর পবচুলো টানলে খুলে আসে। জাঠতুত ভায়েব সঙ্গে সযস্ক কিসেব?

হেমন্ত—এইবার ঘাড় ধ'বে মাটিতে তোর মুখ বগড়ে দেব।

কেটে—তা দিবি বইকি। নইলে আর জাতি শত্রুব বলবে কেন?

(শৈলজা দেবীর জলহাতে প্রবেশ)

শৈলজা—নে কেটে, এই নে নাড়ু।

কেটে—হেমাকে তুমি একটু সাবধান ক'রে দিও জ্যাঠাইমা। নইলে আমার সঙ্গে ভাল হবে না। বলছে, ঘাড়ে ধ'বে আমার মুখ রগড়ে দেবে।

শৈল—ছি হেমন্ত!

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, আজ বুজতে পারছি বলিরাজা কেন স্বর্গে যান নি। তোমাব স্বর্গে যাবাব ইচ্ছেকে লক্ষকোটি প্রণাম। এখন কেটেকে তুমি চোঁচাতে বাবণ কর, নইলে তোমার স্বর্গে যাবাব সময়ে জয়ধ্বনি করবাব লোকের অভাব হবে। ওকে আমি তোমার আগেই স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। মানে—সোজা বাংলায় খুন ক'রে ফেলব ওকে।

শৈল—আহা, মামলায় জিতেছে একটু আনন্দ করবে না? এই তো আমিই বারবাব গোবিন্দীকে প্রণাম কবে এলাম।

হেম—তোমার কপালে ধূলোর দাগ আগেই আমি দেখেছি। কিন্তু একটু সত্যি কথা বলবে জ্যাঠাইমা? প্রণামটা ক'রে এলে কিসের জন্তে? ব্রজবিহারী ঘোষাল জিতেছে বলে না কেটের প্রলাপের সত্যি অর্থ বুঝে?

শৈল—মামলায় জিতেছে বলে হেমন্ত ।

হেম—তাতে কি মনে কর শ্রামাদাস দা হেরেছে ?

কেষ্ট—হাইকোর্টের জাজমেন্ট বাবা, এর আব বাবা নেই। হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। নো ওলোট নো পালট! কালই খবরেব কাগজে বেবিষে যাবে।

হেমন্ত—এখনও তোমাকে মিনতি কবছি জ্যাঠাইমা। তুমি আব এগিয়ে না। বডদা তোমাব সঙ্গে কোন খাবাপ ব্যবহাব কবে নি। বাগান বস্তী নিয়ে মামলা হয় তো হ'ত না যদি না তুমি ব্রজবিহাবী ঘোষালকে তোমাব অংশ বিক্রী না করতে। বাগান কাটতে তোমার আপত্তি, বস্তী গুঠাতে তোমার আপত্তি, সে বাগানবস্তী নিয়ে ব্রজবিহারীর সঙ্গে মামলা করলেও কাবখানা করেছে বাগানবস্তীব পাশে। নিজেব সন্তানের সঙ্গে—

শৈল—না। যে নাস্তিক সে আমাব সন্তান নয়।

কেষ্ট—পাষের ধুলো দাও জ্যাঠাইমা, পাষেব ধুলো দাও।

হেমন্ত—আমিও প্রণাম কবছি জ্যাঠাইমা। আমি চললাম।

শৈল—হেমন্ত !

কেষ্ট—যেতে দাও জ্যাঠাইমা—যেতে দাও। ও হচ্ছে বিলিভী ঘোড়ার সহিস। Bengal Scientific Research-এর প্রচাব সচিব। শাস্ত্রী সায়েবের agent.

শৈল—হেমন্ত !

হেমন্ত—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা—সেখানে আমি চাকবী কবি। আজ প্রায় এক বছর হ'ল চাকবী কবছি। কিন্তু তোমার কাছে শ্রামাদাসদাব চাকর হিসেবে আমি আসি নি। আজও তোমার একটা কথাও তাকে বলি নি, তার কথাও তোমাকে লাগাই নি। তুমি আমাব জ্যাঠাইমা, বডদা আমার দাদা—তোমাদের এই বিরোধ আমি কষ্ট পাই, তাই এসেছিলাম। মা-

ছেলের ঝগড়া যাতে মিটে যায়—তাই দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পাখব, সে লোহা। কাছাকাছি এলেই আগুন জ্বলে উঠছে। আমরা তুমি মাফ কব। আমি আর আসব না। (প্রস্থান)

কেষ্ট—কিছু ভেবো না জ্যাঠাইমা। সব আমি ঠিক করে দোব। দেখ না আমার মালিক, তোমার বেয়াই ব্রহ্মবিহারীবাবু কি করে! নাস্তিকের নিকুচি করে ছেড়ে দেবে। ভগবান মানি না! কত Paddeyতে কত rice বুঝিয়ে দেবে।

শৈল—কাল বতনের মামলার দিন নয় কেষ্ট?

কেষ্ট—হ্যাঁ। সে সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো জ্যাঠাইমা। সে ঘোষাল সায়েব ঠিক কবছেন। রতনকে জামিনে খালাস করেছেন। বড ব্যাবিষ্টার দিয়েছেন। রতনাব যদি জেলই হয় তাও বলেছেন তাব মেয়ে-ভেলেবে খেতে দোব।

শৈল—ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। কিন্তু তবু আমরা দায়ীও আছে কেষ্ট আমাদের কাল কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।

কেষ্ট—তুমি বলবে তো রতনকে সডকি চালাতে তুমি হুকুম দিয়েছিলে!

শৈল—হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম রতনকে—সে কথা কোর্টে স্বীকার না করলে আমি শাস্তি পাব না।

(নেপথ্যে রতন উত্তেজিত স্বরে ডাকিল,—মা-ঠাকরণ!—মা-ঠাকরণ!)

শৈল—কে? রতন?

(রতনের প্রবেশ—উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত অবস্থা তাব)

রতন—মা-ঠাকরণ!

শৈল—কি রতন? কি বে? কি হয়েছে বাবা?

রতন—বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে জলে কুমীরের মুখে ঠেলে দিলে মাঠাকরণ

কেষ্ট—এই রতনা, এই বেটা, এমন করে চোঁচাচ্ছিস কেন?

রতন—টোঁচাচ্ছিস কেন ? তুমি কিছু জান না দাদাঠাকুর ? বাঘের আশে পাশে থাকে শেয়াল—বাঘের মড়ির পেসাদ পায় । কুমীরবেব আশে-পাশে কে থাকে জানি না । তুমি তাই । তুমি তাই । তুমি তাই ।

( কেষ্ট খানিকটা সবিস্ময় গেল )

শৈল—কি হয়েছে রতন ?

রতন—বিদেয় নিতে এসেছি মাঠাকবণ । বস্ত্রী ছেড়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে উঠে যাচ্ছ । চিরকালটা আমাদের ভালোতে মন্দতে তোমাদের পায়ে ধূলো নিয়ে এসেছি—আজও তাই নিতে এসেছি দাও পায়ের ধূলো দাও ।

শৈল—উঠে যাচ্ছ ? কেন রতন ? মামলায় তো ঘোষাল মশাই-ই জিতেছেন !

রতন—তবে আর কুমীর বলছি কেন গো । তিনিই উঠিয়ে দিচ্ছেন । তলে তলে তিনি উচ্ছেদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন । মামলায় ডিক্রি পেয়ে সাথে-সাথেই আদালতের নজির নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে এসেছেন । দখল নেবেন । আমাদের উঠে যেতে হবে । জিজ্ঞেস কব কেন ঘোষালের ওই চরটিকে ওই কেষ্টদাদা বাবুকে । ওই, ওই, হ'ল যত নষ্ট গুডেব খাজা ।

কেষ্ট—এই রতনা । কি বলছিস ? জানিস—দেব থাঙ্গড় মেবে মুখ ভেঙ্গে !

রতন—দেবে ? দেবে ? মুখ ভেঙ্গে দেবে ? এস—এগিয়ে এস ! আঃ কি বলব যে তুমি ঠাকুর বংশের ছেলে ! আঃ লইলে—আজ আর একবার সড়কী আমি চালাতাম ।

শৈল—এসব কি কাণ্ড কেষ্ট ?

কেষ্ট—আমি কি জানি তার ?

রতন—জান না ? পেরথম আদালতে তোমার মুনিব যখন নিলেম ডাকলে, দাদাবাবু যখন হাইকোর্ট করলে, তখন আমাদের শমন দিলে, পরোয়ানা দিলে । আমরা মুখু-মাছুষ শুখোলাম—কিসের পরোয়ানা । আমাদের বুঝলে—সাক্ষীর পবোয়ানা । তলে তলে তখন নালিশ করেছিলে । সে-

দিন বুঝি নাই, আজ বুঝলাম। আমাদিগে আদালতে গরহাজির রেখে ডিজি করেছ। আজ বুঝলাম সব। তুমি জান না কিছ? মা-ঠাকরণ বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে তুমি জলে ফেলে দিয়েছ কুমীরের মুখে।

শৈল—কেষ্ট!

কেষ্ট—আমি কি করব? আমাকে চোখ বাঙালে কি হবে? আর হক কথা বলব আমি। আমি বাবা কাউকে ভয় কবি না। মা বাবাকেই ভয় কবি না। তোমার বাগান বস্তী তুমি বেচেছ। করকবে টাকা ঠং ঠং ক'রে বাজিয়ে নিয়েছ। ঘোষাল সাহেব দু দু হাজার টাকা গুনে দিয়েছে। তোমাব বাগানের আমার আঁটি চোষবাব জন্তে সে এতগুলো টাকা দেয় নি। আর এই বাগদীগুলোব দু আনা চার আনা খাজনাতোও তার পেট ভববে না। সম্পত্তি এখন তাব—যা খুশী তাব কববে। আমিই বা তাব কি করব? তোমাব বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আছি—না হয় চলে যাচ্ছি। আব না হয় আসব না।

( প্রস্থান )

বতন—মা ঠাকবণ।

শৈল—অপবাধ আমার রতন। আমাকে তোরা—

রতন—না-না। ওকথা বল নি মা। বিনা মেঘে আমাদের মাথায বাজ ভেঙে পড়বে। অপবাধ আমাদের অদেষ্টেব। যাব যে ঠাই কেনা মা—পিত্তি পুরুষেব ভিটেয মবণেব ভাগ্যি আমবা ক'বে আসি নি—তুমি কি কববে বল?

শৈল—না। অপবাধ আমাব। তোবা এক কাজ কর রতন। আমার বাড়ীব পুকুরেব পাড়ে এসে তোবা বাস কব। অনেক জায়গা পড়ে আছে।

রতন—তাই কি হয় মা! ঠাকুরেব মন্দির, তোমাদেব বাড়ী, দিন রাত ছোঁয়াচ লাগবে। আমাদের অপবাধ হবে।

শৈল—না—না। আমি বলছি—অপবাধ হবে না!

রতন—শুধু কি বাড়ী মা ? খাব কি ? জমিগুলান যে আগেই গেছে গো ।  
মহাজনে নিছে । তবু ছিলাম ভিটিব মায়ায় । এইবার ভিটি গেল,  
বাঁধন থেকে ছাড়ান পেলাম মাঠাকবণ, এইবার আমরা যাই । কলে  
যাই, খাটব, খাব—

শৈল—না রতন, না ! ওরে কলে মালুযেব জাত থাকে না । ওখানে মালুয  
ভগবান ভুলে যায়—

রতন—সেই জন্তি তো এতকাল যাইনি মাঠাকবণ—

শৈল—আজ্ঞাও যেতে পারি নে । আমি বলছি আমার হুকুম ।

রতন—মাঠাকবণ—

শৈল—আমার হুকুম রতন । যা—সব জিনিষ পত্রব নিয়ে উঠে আয় । ওই  
খিডকৌব বাগানে—জাষণা ক'বে নে । যা, দেৱী কবিস নি । যা ।

( রতন চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছিল )

শৈল—আব শোন । তোৱ মামলাব কাল দিন আছে । সকাল বেলাতেই  
আমি তোকে সঙ্গে কবে নিয়ে যাব ! নতুন উকীল দিতে হবে । ঘোষালৈব  
দেওয়া উকীল ব্যাবিষ্টারকে আব বিশ্বাস নেই ।

রতন—তাৱ জন্তি তুমি কেন যাবে মা ? ছি ।

শৈল—আদালতেও আমার কাজ আছে । আমাকে যেতে হবে । তোৱ  
কোন ভয় নেই, আমি নিজে বলব—আমিই তোকে সডকৌ চালাতে  
'হুকুম দিয়েছিলাম । জেল যেতে হয় আমিও যাব তোৱ সঙ্গে ।

রতন—মা ! কি বলছ তুমি ? না । না ! তা বলতি তুমি পাবা না ।

শৈল—না নয় রতন, সত্যি আমাকে স্বীকাব করতেই—

রতন—না । আমি বলব তুমি হুকুম দাও নি । তাতেও না মান তাব  
উপাষও বতন জানে ।



শৈল—বতন ।

বতন—না, তোমার কথা আমি শুনব না ।

( প্রস্থান )

### তৃতীয় দৃশ্য

[ ৬ঃ হিরন্ময় বোসের বাড়ি । অনিমা এবং হিরন্ময় । ]

অনি—ইম্পাতেব ধাবালো ছুরিতে ডাকাতে গলা কাটে, কিন্তু মিছরীবি ছুবি  
 তাব চেয়েও ভয়ানক । বক্ত ঝরে না, দেখা যায় না অথচ মানুষ্যেব  
 অন্তবটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় । তোমার কাণাবার্ত্তা আজকাল সেই রকম  
 হয়ে উঠেছে । আমি সহ্য করতে পাবছি না ।

হিরণ—আমার উপব তুমি অবিচার করছ । আমার কথাব ছুটো মানে নেই ।  
 মানে একটাই । আমার কথা যদি ধাবালো মনে কর তবে সে ছুটিই—  
 ডাকাতেব হাতেব নয়, ডাক্তাবেব হাতেব । যদি মিষ্টি মনে কর তবে  
 সে শুধু মিছরিই । সত্যিই তোমার গানেব প্রশংসাব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি  
 না । অ্যানি, আগে তোমার গানেব মধ্যে Techniqueটা I mean,  
 স্বব এবং ভঙ্গিটাই ছিল সর্ব্বস্ব, এখন তোমার গানে প্রাণেব স্পর্শ উপচে  
 পড়ছে । You have changed অ্যানি, তুমি বদলে গেছ ।

অনি—( স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ) তুমি কি বলছ ? আমি বদলে গেছি ?  
 'changed ?

হিরণ—তুমি নিজে বুঝতে পাব না ?

অনি—যদি বদলে থাকি তাতে কি তুমি দুঃখ পেয়েছ ?

হিরণ—তুমি এত অসহিষ্ণু উঠছ কেন ?

অনি—তোমার সহনশক্তিব সীমা না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি । তোমার  
 সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয় করে । তুমি কথা বল, তুমি হাস, আমার

মনে হয় তোমার হাসি কথার পেছনে আছে গভীর রহস্য, আমি তার  
তল পাই না। কেন তুমি আমাকে এ ভাবে ছুঁখ দাও ?

বর্ণ—আমি তোমাকে ছুঁখ দিই ? তোমার তাই মনে হয় ?

( দীর্ঘনিশ্বাস সহকাবে কথা গুলি বলিল )

নিমা—( কথার মধ্যস্থলেই বলিয়া উঠিল ) Dont, Dont, Dont! এমন  
ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস তুমি ফেলো না !

বর্ণ—(উঠিয়া অনিমার হাত ধরিয়া) অ্যানি ! অ্যানি !

নিমা—না।

বর্ণ—না-নয়, বস। শাস্ত্র হও, স্থিতি হও। অ্যানি।

( অনিমা বসিল )

নিমা—বল তুমি কি বলছ ? সোজা সবল স্পষ্ট কথায় আমাকে বল।

বর্ণ—তোমার জীবনে এইবার আপনাব ছন্দ—

নিমা—না, না, না। ছন্দ নয় ও আমি বুঝি না।

বর্ণ—ছন্দ বোঝ না ? আব তুমি এত ভাল নাচতে পার ! Strange!

নিমা—তোমাকে ষোড় হাত কবছি, তোমাকে আমি ষোড় হাত করছি। বল  
আমাব কি পবিবর্তন হয়েছে ?

বর্ণ—যে ভালবাসা তোমার মধ্যে শূন্যে গিয়েছিল আবার সে বেঁচে  
উঠেছে। তুমি ভালবেসেছ।

নিমা—What are you driving at? কাকে ভালবেসেছি ?

বর্ণ—তোমার নিজেই তুমি ভালবেসেছ। নিজেই স্বাস্থ্যের প্রতি তুমি  
মনযোগী হয়েছ, জীবনের পথে তোমার উন্নত অধীৰ গতি সংঘত হয়ে  
দীর্ঘ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তোমার গানের মধ্যে তারই স্পর্শ উপচে  
পড়ছে।

নিমা—না। তুমি বলতে চাও, আমি স্খামলকে আবার ভালবেসেছি।

হিরণ—তাই যদি হয় ক্ষতি কি? আমার আনন্দ তুমি স্বস্থ হয়ে উঠেছ।

তোমার নিজেব ঘর সংসারের প্রতি তোমাব মায়া হয়েছে।

অনি—( টেবিলের উপর হইতে ফুলদানীটা লইয়া ছুড়িয়া দিতে উত্তত হইল  
কিন্তু হিরণ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল ) ঘর সংসার আমি চুরমার কবে  
দেব। ( হিরণ হাত ধরিতেই ) না না ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

হিরণ—অনিমা। আমি তোমাকে মিনতি করছি।

অনি—জ্ঞান আমি শ্রামলের ছায়া পর্য্যন্ত মাডাই না!

হিরণ—জানি।

অনি—জ্ঞান? আমি তো বোজ বিকেণে তোমাকে ব'লে যাই—আমি  
শ্রামলের ওখানে যাচ্ছি।

হিবণ—কিন্তু তুমি যাও না সে আমি জানি।

অনি—তুমি তা হ'লে আমাকে সন্দেহ ক'বে অনুসরণ কবে দেখেছ আমি  
কোথায় যাই?

হিবণ—না। তুমি কোথা যাও সে আমি জানি না। কিন্তু পরন্তু মিষ্টার শাস্ত্রী  
মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে আমার chamberএ এসেছিলেন। তাঁরা  
বললেন তুমি তাঁদের ওখানে যাও না।

অনি—এবং নিশ্চয় তুমি বলেছ যে, সে কি সে তো রোজ আপনাদের ওখানে  
যায়!

হিবণ—তুমি আমাব ওপব অবিচাব কবছ আনি। তুমি যেখানেই যাও—  
তাব জন্তে আমি কোনদিন কৌতূহল প্রকাশ কবিনি, কখনও করবও না।

অনি—( উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ) সে কৌতূহল প্রকাশ করলে হয় তে  
ভাল কবতে। এ অশাস্তি এ ছঃখ ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে।

হিবণ—যেয়ো না শোন।

অনি—না।

হিরণ—না নয় শোন ।

অনি—বল ।

হিরণ—আজ যদি তুমি একবার মিঃ শাস্ত্রীদের ওখানে যাও—

অনি—না ।

হিরণ—আমার জন্তে অনিমা—আমার জন্তে । একটা অপ্রিয় কাজ—

অনি—অপ্রিয় কাজ ?

হিরণ—হ্যাঁ । নিষ্ঠুর সত্য জানিয়ে আসতে হবে । এই Medical Reportটা দিয়ে আসবে ।

অনি—Medical Report?

হিরণ—( একখানি কাগজ অনিমার হাতে দিল ) ডাকেই পাঠাতে পারতাম ।

কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে মিসেস শাস্ত্রীকে কিছু সাস্থনার কথা বলারও প্রয়োজন আছে ।

( অনিমা reportখানি পড়িতে লাগিল )

হিরণ—মিসেস শাস্ত্রীর মাতৃত্বের আকাজক্ষা অত্যন্ত তীব্র । তিন বৎসর বিবাহিত জীবনে সন্তান না হওয়ার জন্তে তিনি দুঃখ ক'রে চিঠি লিখেছিলেন কোঁন বান্ধবীকে । শাস্ত্রী জানতে পারেন ।

অনি—(Report হইতে মুখ তুলিয়া ) বল কি ?

হিরণ—মাতৃত্বের মন বিচিঞ্জ্র অ্যানি ।

অনি—আমি তাকে রহস্ত ক'রে নাম দিয়েছিলাম—মাদাম কুরী । করুণা আজ তিন বৎসর শ্রামলের researchএ অহরহ পাশে থেকে সে রহস্তকে সত্যে পরিণত ক'রে তুলেছে । করুণাকে নিয়ে শ্রামলের সে কি অহঙ্কার ! করুণার দুঃখের আভাস তো একদিনও পাই নি ।

হিরণ—মিসেস শাস্ত্রীর মুখ দেখে আমার চোখে জল এসেছিল অ্যানি । শাস্ত্রী

তাকে আমার Chamberএ নিয়ে এসেছিলেন সন্তান না হওয়ার কারণ নির্দ্ধারণের জন্তে ।

( দরজার আঘাতের শব্দ হইল )

হিরণ—( অনিমার প্রতি ) উঃ, আচ্ছা আদব-কায়দা-দুরন্ত বেয়ারা রেখেছ ।

নক না ক'বে আসবে না । Come in.

অনি—বেচারী করুণা । এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

হিরণ—না । চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও এর প্রতিকার আবিষ্কার করতে পারে নাই । মিসেস শাস্ত্রী বক্ষ্যা ।

[ কণার মধ্যস্থলেই দবজা খুলিয়া গেল । ওপাশ হইতে করুণা এক পা দরজার দিকে বাড়াইল । হিরণও অনিমা এমন ভাবে বসিয়াছিল যে করুণার প্রবেশ দেখিতে পাইল না । হিব্রুয়ের কথা শেষ হইবামাত্র করুণা কাঁপিয়া উঠিয়া দরজার বাজু ভ্রুইটা চাপিয়া ধরিল । দরজার পাশেব একটা টেবিল উল্টাইয়া গেল । শব্দে উভয়ে মুখ ফিরাইয়া করুণাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল । অনিমা তাড়াতাড়ি কাছে আসিল ]

অনি—করুণা ! করুণা !

করুণা—মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুবে গেল দিদি !

হিরণ—আস্তন, এইখানে বসুন মিসেস শাস্ত্রী । একটু বসুন ।

( করুণা ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল )

অনি—একটু জল খাবে করুণা ?

করুণা—থাক দিদি । আমি এসেছিলাম Dr. Bose—

হিরণ—আপনাকে কি বলব মিসেস শাস্ত্রী, সন্তান দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না ।

করুণা—আমাব ভাগ্য, আপনি কি করবেন ?

অনি—স্বামীর সাধনায় নিজেকে ডেলে দাও করুণা।

করুণা—সে সব পবের কথা দিদি। এখন ব্যবসায়ে হঠাৎ কোন গোলমাল হওয়ায় উনি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। Dr. Bose, আপনি যদি একবার যান তবে বড় ভাল হয়।

ইয়ন—ব্যবসায়ে গোলমাল? কি হয়েছে বলুন তো?

করুণা—আমি জিজ্ঞাসা কবি নি। কিন্তু গোলমাল কিছু হয়েছে।

ইয়ন—অনিমা, তুমি মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে এস। আমি চললাম।

অনিমা—করুণা!

করুণা—একটু অপেক্ষা করুন দিদি। বড় ক্লান্তি বোধ করছি আমি।

[ সে সোফার উপর শুইয়া পড়িল। কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। অনিমা

তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথাব হাত রাখিল ]

অনিমা—মনকে শান্ত কর করুণা। শ্রামলেব সাধনাব মধ্যে নিজেকে ডেলে দাও তুমি। হৃৎথকে জয় কব।

করুণা—বড় ক্লান্ত। আমি আর পারছি না।

## চতুর্থ দৃশ্য

গ্রামাদাসেব ল্যাববেটাবী

গ্রামাদাস ও হেমন্ত

[ দৃশ্যেব প্রথমেই দেখা গেল, হেমন্ত একখানা চিঠি পড়িয়া শেষ করিয়া গ্রামাদাসকে ফেরত দিতেছে। গ্রামাদাস চিঠিখানা লইল। সে কথাবার্তা সংযতভাবে বলিতে-ছিল। কিন্তু বঝাবর পদচারণা করিতেছিল, মাহার মধ্যে কুটিয়া উঠিতেছিল একটা অস্থিভতার দাঁড়ি ]

গ্রামা—আপিসে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না, তাই আমি গোমাকে এখানে ডেকেছি। কিন্তু এ কি সত্যি হেমন্ত?

হেমন্ত—চিঠির মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। তার কয়েকটা কথা সত্যি।  
বাকীটা মিথ্যে।

শ্রামা—কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে বল।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমার কাছে নিয়মিতই আমি যেতাম এ কথা সত্যি।

শ্রামা—বাকীটা মিথ্যে ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে। মামলা সংক্রান্ত কোন কথা তাঁকে আমি বলি নি। অন্তত কোন তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করি নি। এবং তাঁদের তরফের অনেক তথ্য জানলেও সেও তোমাকে আমি বলি নি।

শ্রামা—কিন্তু আমাদের তরফের অনেক তথ্য তাঁরা জেনেছেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেমন্ত—তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না বড়দা ?

শ্রামা—শুধু বিশ্বাস নয় হেমন্ত, তোমার ওপর আমি প্রত্যাশা করেছিলাম।

হেমন্ত—তোমার প্রত্যাশার কথা আমি বলতে পারি না বড়দা, কিন্তু অবি-  
খাসের কোন কাজ আমি করি নি।

শ্রামা—আমার মা তোমার জ্যাঠাইমা। সুতরাং তাঁর ওখানে তুমি যেতে  
এটা অপবাদ কখনই আমি বলব না। কিন্তু মামলা-মকদ্দমার কথা কি  
তুমি বলতে না ?

হেমন্ত—বলতাম। তোমাদের মা-ছেলের বিরোধ যাতে মিটে যায় সেই  
জন্তেই আমি ব্যগ্রতা নিয়ে যেতাম। মামলা-মকদ্দমা সেই বিরোধেরই  
ফ্যাকডা। কিন্তু—

শ্রামা—কিন্তু সেটা তোমার অনধিকারচর্চা হেমন্ত।

হেমন্ত—সেটা তোমার মনে হতে পারে, কিন্তু আমার সে অধিকার আছে ব'লেই  
আমি মনে করি। তোমাকেও আমি কতবার বলেছি, আজও তোমাকে

আবার বলছি—জ্যাঠাইমাকে ছুঁখ তুমি দিয়ে না। আর তুমি এগিয়ে না।

শ্রামা—তুমিও আমাকে তুল বুঝেছ হেমন্ত। (হাসিল) মায়ের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য আমি সর্বদাই করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে আমার সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

হেমন্ত—তোমার বিজ্ঞান কি চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বড়দা?

শ্রামা—নিশ্চয়ই না। কিন্তু সে যে সত্যে পৌছাবার পথে পা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই পথের যাত্রী। যাক, এ নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না হেমন্ত। সোজা তোমাকে যা বলতে চাই শোন—নানা কারণে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, তুমি এ সত্যে বিশ্বাস কর না। সুতরাং আমাদের Publicity—প্রচারের কাজ তোমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

হেমন্ত—(কাতরভাবে বলিয়া উঠিল) বড়দা—

শ্রামা—আমার কথা শেষ করতে দাও হেমন্ত।

হেমন্ত—বল।

শ্রামা—আজ পর্যন্ত Capitalistদের—পুঁজিবাদীদের কারবারে ছনিয়ায় publicity হ'ল মিথ্যা বিজ্ঞাপন। আপনাদের এতটুকু কথাকে অতবড় ক'রে ব'লে, আসল উদ্দেশ্যকে ঢেকে, মিথ্যা একটা আদর্শের রং চড়িয়ে—সেইটাকে লোকের সামনে ধরাই হ'ল এদের কাজ। আসল উদ্দেশ্য লোককে প্রভাবিত ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। মিথ্যা কথা লেখার কাজ—যে কোন মতাবলম্বী নিপুণ লেখক হ'লেই চলে। কিন্তু সত্য প্রচার—সে সত্যে বিশ্বাসী ভিন্ন অগ্র কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়। এই নাও সেই মর্মে কোম্পানীর চিঠি।



হেমন্ত—( চিঠি লইল, একটু নাড়িয়া পকেটে পুরিল ) তাই হবে বড়দা ।

আমার কাজ কাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বল ?

শ্রামা—তুমি নিজেই তোমার লেখা বিজ্ঞাপনগুলো প'ড়ে দেখো হেমন্ত, তুমি বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমাকে প্রচার করেছ । আমাকে বড ক'রে তুলেছ, কিন্তু আমাব সত্যকে তুমি প্রকাশ করতে পার নি ।

হেমন্ত—কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছ বড়দা । তুমি এখানে সর্বময় কর্তা, তোমাব যা খুসী তাই তুমি করবে ।

শ্রামা—খুসী নয় হেমন্ত । যা কর্তব্য তাই করব । সে কর্তব্যের অতুরোধে আরও কিছু তোমাকে আমি বলতে চাই' ।

হেমন্ত—বল ।

শ্রামা—আমার বাড়ীতেও তুমি আর এস না ।

( হেমন্ত শ্রামাদাসের মুখের দিকে চাহিল )

শ্রামা—করুণার মন পর্য্যন্ত তুমি চঞ্চল ক'রে তুলেছ । তাব পরিবর্তন আমি লক্ষ্য কবেছি ।

হেমন্ত—বড়দা, বড়দা, কি বলছ তুমি ?

শ্রামা—( ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহিব করিয়া ) এই চিঠিখানাব দিবে চেয়ে দেখ । তোমার হাতেব লেখা ?

হেমন্ত—হ্যাঁ ।

শ্রামা—করুণাকে লিখেছ ?

হেমন্ত—হ্যাঁ ।

শ্রামা—কি লিখেছ ? আমি প'ড়ে তোমাকে শোনাই ? "শ্রদ্ধাভাজনীয়া বউদিদি আপনার চিঠি পেলাম—"

হেমন্ত—তুমিই সে চিঠি আমাকে দিয়েছিলে ।

শ্রামা—মনে আছে আমার। তুমি কিছুদিন যাও নি ব'লে করুণা অনুরোধ ক'বে তোমাকে যাবার জগ্গে লিখেছিল। তার উত্তরে তুমি যা লিখলে সে আমার হাত দিয়ে পাঠাও নি। ডাকে পাঠিয়েছিলে। তার কারণ তুমি এই চিঠির ভেতর দিয়ে আমার বিবোধী মত প্রচার কবেছ আমার জীবন কাছে।

হেমন্ত—আমার মত আমি লিখেছি।

শ্রামা—হ্যাঁ। লিখেছ—“যাই না কেন জানাই। আপনাদের ওখানে গিয়ে অন্তরে হুঃখ পাই, তাই যাই না। বডদা আপনাকে দিয়ে যে research করাচ্ছেন তার মূল্য কি, সে আপনারাই জানেন, কিন্তু তার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতম হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই সে আমি সহ্য করতে পারি না। হতভাগ্য গিনিপিগগুলোকে না খেতে দিয়ে তাদের জীর্ণ দুর্বল ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কেটে, তাদের দেহের ভেতরের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে যে মৃত্যুরহস্ত উদঘাটনেন—চেষ্টা একে আমি সহ্য কবতে পারি না। আর সেই পাপ আপনি করেন—”

হেমন্ত—হ্যাঁ বডদা, এ পাপ। আমার সব চেয়ে বড় হুঃখ—তুমি এই পাপ করছ।

শ্রামা—( হাসিয়া ) সংসারে emotion আমি ঘৃণা কবি হেমন্ত।

হেমন্ত—তাব কারণ তুমি হৃদয়হীন।

শ্রামা—সেই জগ্গেই বলছি হেমন্ত, পরস্পরের সীমানার মধ্যে আমাদের পা বাড়ানো উচিত নয়। আমার বাড়ীতে তুমি আব এস না।

হেমন্ত—বেশ, তাই হবে। ( ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ) তা হ'লে চললাম আমি।

শ্রামা—অপেক্ষা কব। ( ড্রাব হইতে একখানি চেক ও রসিদ বাহির করিয়া ) তোমার এক মাসের মাইনে। রসিদটা সহ ক'রে দাও।

[ হেমন্ত রসিদ সই করিতে লাগিল । সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দরজাখ  
কড়া নাড়ার শব্দ হইল ]

নেপথ্য হইতে নগেন নামক কর্মচারী—Sir !

শ্রামাদাস—কে ? নগেনবাবু ?

নগেন—হ্যাঁ, Sir !

শ্রামাদাস—ভেতরে আস্থন ।

( নগেনের প্রবেশ )

শ্রামা—কি খবর ? রতন বাগ্দীৰ সড়কী মারার মামলার আজ দিন ছিল না ?

নগেন—হ্যাঁ Sir, মামলাব অবস্থা বড় জটিল হয়ে উঠল Sir.

শ্রামা—কি ব্যাপার ?

নগেন—আপনার—মানে শ্রীমতী শৈলজা দেবী—

শ্রামা—আমার মা ! আমার মা !

নগেন—হ্যাঁ Sir, তিনিই ব্যাপারটাকে ঘোরালো ক'রে দিলেন ।

শ্রামা—তিনিই ঘোবালো ক'রে দিলেন ? কি করেছেন তিনি ?

নগেন—তিনি নিজে আদালতে হাজির হয়ে হাজিবা দিয়ে হাকিমের কাছে  
বললেন—

( সে থামিয়া গেল )

শ্রামা—কি বললেন তিনি ?

নগেন—বললেন—বতন বাগ্দী দোষী হ'লে সে দোষের অধিকাংশ দায়িত্বই  
তঁার । তিনিই নাকি সড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন ।

[ গ্রামা স্তম্ভিত হইয়া গেল । সে চেয়ারে বসিয়া গড়িয়া দুই হাতে মাথা  
চাপিয়া ধরিল ]

নগেন—রতন বাগ্দী অবশ্য বলেছে—না, সে কারও হুকুমে এ কাজ করে নাই ।  
করেছে নিজে কলের লোকদের ওপর আক্রোশে ।

মা—কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা কি আপনারা খোঁজ নিয়েছেন ?

মন্ত—সত্যি ব্যাপার তুমি আজও বুঝতে পারলে না বড়দা ? তোমার ওপর অভিমান ক'বে তিনি রতনের দায়িত্বের ভাগ নিয়ে, সাজা নিতে চান।

মা—উত্তরে আমিও বলতে পারি তিনি আমাকে লোকসমাজে হেয় করতে চান, আমাকে আঘাত দিতে চান। কিন্তু সে কথা আমি বলতে তো পারব না। মা তো আমাব মধ্যে কথা বলেন না।

মন্ত—তিন বৎসর আগে. যে দিন তুমি প্রথম নোটিশ দিয়েছিলে জ্যাঠাইমার ওপর, বাগ্দীদের ওপব, সেই দিন তিনি বলেছিলেন—

( বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল )

মা—দেখুন তো নগেনবাবু, বাইবে কে ? ব'লে দিন আমি এখন ব্যস্ত আছি।

( নগেন বাহিরে গেল )

মন্ত—সেই দিন তিনি বলেছিলেন—বতন, তোবা বাগ্দীর ছেলে, তোবা কি সড়কী লাঠি চালাতে ভুলে গেছিস ? রতন বলেছিল—মা, এ যে বড়দাদাবাবু ! জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—হোক, যে কেউ তোদেব ভুলতে আসবে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিবি, দরকাব হয় সড়কী চালিয়ে গেথে ফেলবি। তিন বছর আগের কথা। তারপর বাগান-বস্তী তিনি ঘোষালকে বিক্রী ক'রে দিয়েছেন। বাগ্দীদের সঙ্গে জমিদার-প্রজা-সম্বন্ধের দায়িত্বও তাঁর নেই। তবু সেই কথা তুলে আজ তিনি আদালতে দাঁড়িয়েছেন।

মা—সে দিন তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন হেমন্ত। তুমি বলতে আমার মনে প'ড়ে গেল। কথাটা আমাব কানে এসেছিল। বলেছিলেন—আমাদাস ম'রে গেছে।

মন্ত—তাতে তুমি দুঃখ পেয়েছিলে বড়দা ?

( নৃগেনের প্রবেশ )

নগেন—Sir, Mr Ghoshal—B. B. Ghoshal এসেছেন, দেখা করান চান।

শ্রীমা—B. B. Ghoshal? তাঁকে বল—এখন আমি খুব ব্যস্ত।

নগেন—বলেছি Sir, কিন্তু তিনি বললেন—আমাদের আপিসে দেখা না পেলে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁর কাজ খুব জরুরী।

শ্রীমা—Unreasonable people!—সংসাবে এঁদের নিজের কাজটাই সচেয়ে জরুরী। হেমন্ত, একটু ব'স তুমি, যদি তোমার সময় থাকে। আমি আসছি। নগেনবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।

( শ্রীমাদাস ও নগেনের প্রস্থান )

[ হেমন্ত টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিল। অত্যধিক দীর্ঘ প্রবেশ কবিল ককণা ]

ককণা—( প্রবেশ করিয়া হেমন্তকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল—তাবৎ বলিল ) কে ? ঠাকুরপো ?

হেমন্ত—বউদি ! ভাল আছেন ?

ককণা—আপনার স্ত্রী চারু কেমন আছেন ঠাকুরপো ?

হেমন্ত—ভাল আর মন্দ বউদি ! কাল ব্যাধি। ডাক্তার ব'লে, সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে নিয়ে যেতে। আমার সে সামর্থ্য কোথায় ?

ককণা—দরকার হ'লে নিয়ে তো যেতেই হবে ঠাকুরপো।

হেমন্ত—আপনিও অনবস্থার মত কথা বলছেন বউদি ? এই তো দরিদ্র স্বাভাবিক মৃত্যু। ডাক্তারকে সেই কথা বলেছিলাম, ডাক্তার মুখে বললেন না, কিন্তু তিরস্কার করে এক পত্র দিয়েছেন।

ককণা—কি লিখেছেন ?

হেমন্ত—সে আর দেখে কি করবেন ?

করুণা—না, আমি দেখতে চাই।

[ হেমন্ত পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি পত্র তাহার হাতে দিল ]

করুণা—এ কি ? Your services are no longer required—

হেমন্ত—না না, ওটা নয়—ওটা নয়। ওটা আমাকে দিন।

করুণা—( পত্রখানা সরাইয়া লইয়া ) আপনাকে জবাব দিয়েছেন আপনার দাদা ? এই অবস্থায় ?

হেমন্ত—এ অবস্থার কথা দাদা জানেন না।

করুণা—জানেন না ? তিনি আপনার বাড়ীর খবর জানেন না ?

হেমন্ত—আমিও কোন দিন বলি নি, বলবার অবকাশও ঘটে নি।

করুণা—তিনিও কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি ? কোথায় তিনি ?

হেমন্ত—তিনি কথা বলছেন Mr. Ghoshalএর সঙ্গে। Mr. Ghoshal এসেছেন। আসবেন এক্ষুনি। কিন্তু দোহাই আপনার, এ নিয়ে আপনি কোন কথা বলবেন না। তা ছাড়া দাদা জবাব না দিলেও আমি নিজে জবাব দিতাম।

করুণা—কেন ঠাকুরপো ? ও, আপনি তাঁর researchএর জন্তে—

হেমন্ত—আমাকে ক্ষমা করুন বউদি। আমি চললাম। বডদাকে বলবেন—  
অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপব হ'ল না। দয়া ক'রে আমার চিঠি-  
খানা আমায় দিন।

( করুণার হাত হইতে চিঠিখানা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান )

[ করুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিনিপিগের খাঁচা তুলিয়া লইল ]

## পঞ্চম দৃশ্য

শ্রামাদাসেব বসিবার ঘর

ব্রজবিহারী ও শ্রামাদাস

[ তাঁহারা দুইজনে কথা বালতেছিলেন—হেমন্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেল ]

ব্রজবিহারী—আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আপনি না মানলেও আমি মানি  
নারায়ণ ! নারায়ণ !

( হেমন্ত চলিয়া গেল )

শ্রামা—হেমন্ত ! হেমন্ত !

হেমন্ত—আমি চললাম বড়দা । আমাব জরুরী কাজ আছে । ( প্রস্থান )

ব্রজ—আমার কথাটা শুনুন ।

শ্রামা—আপনি যা বলেছেন আমি শুনেছি । আপনি বলবার আগে থেকেই  
আমি জানি । আপনারা ব্যবসায়ী । আপনাদের লক্ষ্য হ'ল লাভ  
আমার কারখানার উদ্দেশ্য তা নয় । আমার প্রতিষ্ঠানেব প্রত্যেক  
কর্মীকে তার অংশীদার ব'লে মনে করি । যারা টাকা দিয়ে অংশীদার  
আছেন তাঁরা এ কথা মেনে নিয়েছেন ।

ব্রজ—কিন্তু আমি মেনে নিই নি ।

শ্রামা—আপনি মেনে নেন নি ? তার অর্থ ?

ব্রজ—( একখানা কাগজ বাহির করিয়া ) এইটে দেখুন ।

শ্রামা—কৃষ্ণদাস শাস্ত্রীর Share আপনি কিনেছেন ! I see.

ব্রজ—আরও আছে । ( আরও কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া দিলেন )

শ্রামা—( দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন ) হবেন রায়, বিমল ঘোষ—

জ—ই্যা, আপনার কারখানার কর্মচারী। এবং আরও আছে।

( শ্রামাদাস কাগজগুলি দেখিতেছিল )

ওর মধ্যে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। জাল নয়।

গামা—হ'লেও বিস্তৃত হতাম না Mr. Ghoshal.

জ—সংসারে টাকার প্রয়োজন আছে। ওদের দশ টাকার শেয়ারের আমি দুশো টাকা দাম দিয়েছি। নারায়ণ! নারায়ণ!

গামা—ভাল। আপনি আমাদের shareholder, আপনার আপত্তি আমি শুনলাম। মিটিংএ আমি এটা place করব, তারপর যা হয় আমি জানাব।

জ—( হাত-বাগ হইতে একটা কাগজের বাগিল বাহির করিয়া ) Bengal Scientificএর অর্ধেকের ওপর শেয়ার আমার হাতে। আমার বিভিন্ন লোকেব নামে আমি কিনেছি Mr. Shastri.

গামা—( চীৎকার করিয়া উঠিল ) Mr. Ghoshal.

জ—Mr. Shastri, আপনি এখন উত্তেজিত হয়েছেন, পরে আপনার সঙ্গে কথা কইব। আজ আমি চললাম। নারায়ণ! নারায়ণ!

গামা—মিঃ ঘোষাল।

জ—Yes!

গামা—সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার কথা আমি জানি। কিন্তু এতখানি আমি প্রত্যাশা করি নি। যাক। আপনি বলতে চান—আপনি বিভিন্ন নামে অর্ধেকের উপর শেয়ারের মালিক ; সুতরাং কারখানা চলবে আপনার নির্দ্বারিত পথে ; কারখানার কর্তৃত্বভাব আসবে আপনার হাতে।

জ—না, কর্তৃত্বভার আমি নিতে চাই না। প্রথমেই আপনাকে বলেছি—আপনি না মানলেও আমি মানি—আপনি আমার আত্মীয়—

গামা—Please Mr. Ghoshal, please—ও কথা বাদ দিন।



ব্রজ—কারখানার প্রত্যেক মজুর, প্রত্যেক কর্মচারী, হিন্দু মুসলমান সকলেই মনে মনে বিবক্ত। আপনি তাদের মধ্যে শিক্ষার নাম ক'রে নাস্তিকত প্রচার করেন। আত্মীয় হিসাবেই আপনাকে আমি বলতে এসেছি নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্রামা—কারখানার কর্তৃত্বভাব আমি ত্যাগ কবলাম। আজই আমি Shareholders' meeting ডাকব।

ব্রজ—আপনি অনবুরোধ মত কথা বলছেন Mr. Shastri, আপনার নিজের হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান—

শ্রামা—সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ প্রবেশ করেছে Mr Ghoshal—আমি ওর সঙ্গে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করলাম।

ব্রজ—কি কবছেন ভেবে দেখুন।

শ্রামা—আমার আবও জরুরী কাজ আছে Mr. Ghoshal, নমস্কার।

ব্রজ—আচ্ছা, নমস্কার। ভেবে দেখবেন আমাব কথা। (প্রস্থান)

[ শ্রামাদাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ]

( প্রবেশ করিল করুণা )

করুণা—তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে কাজ থেকে জবাব দিয়েছ ?

শ্রামা—( চকিত হইয়া ) করুণা ?

করুণা—হ্যাঁ, তুমি—

শ্রামা—একটা বিপর্যয় ঘটে গেল করুণা। Bengal Scientific Research-এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চূকে গেল।

করুণা—মামার সঙ্গে কথা বলছিলে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি কি—

শ্রামা—আমি এ জানতাম। এদেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে—খাঁটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে, কিন্তু অন্তরালে থাকে কোটা কোট

টাকা, বিদেশী মূলধন। জ্ঞান কিছুদিন আগেও বিরাট একটা ভারতীয় কারখানা গ'ড়ে উঠল এক রাত্রে, লগুনে উঠল তাব মূলধন। এদেশে সবই সম্ভব। এ আমি জানতাম।

কর্ণা—কিন্তু তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে জবাব দিলে কেন? তুমি জান না  
—তার বাড়ীতে তার জ্বী—

[ শ্রামাদাস হঠাৎ ছুটিয়া জানালার ধারে গেল ]

শ্রামা—এ কি? গিনিপিগ ছুটে পালাচ্ছে। কে? কে খুলে দিলে খাঁচার দবজা? ( দ্রুতপদে ল্যাবরেটোরী দিকে অগ্রসর হইল )

[ কর্ণা শুরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওপর হইতে শ্রামাদাসের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।—বেয়াবা। বেয়াবা। বেয়াবা। কর্ণা এবার ল্যাবরেটোরীর দিকে অগ্রসর হইল ]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ল্যাবরেটোরী

শ্রামাদাস ও বেয়ারা

[ শ্রামাদাস টেবিলের উপর গিনিপিগের খাঁচা রাখিয়া উত্তেজিত ভাবে চাহিয়া আছে ]

শ্রামা—হোলা, দুধ! এগুলোকে একেবারে খাবার দিতে আমি বারণ করেছিলাম। কে দিয়েছে হোলা—দুধ? একটা পালিয়ে গেছে বাগানের ভেতর দিয়ে! তোমার কি বলবার আছে?

বেয়ারা—আমি কিছুই জানি না ছজুর।

( কর্ণা আসিয়া দাঁড়াইল )

শ্রামা—তবে কে জানবে? কে দিলে?

বেয়ারা—আমি জানি না ছজুর।

শ্রামা—হেমন্ত। হেমন্ত। আমি ওষরে গিয়েছিলাম, সে এ ষরে ছিল  
Sentimental fool—! হেমন্ত—

করুণা—না। ( শ্রামাদাস তাহার দিকে চাহিল—করুণা আসিয়া তাহার  
সম্মুখে দাঁড়াইল ) আমি দিয়েছি দুধ, আমি দিয়েছি ছোলা। খাঁচ  
খুলতে একটা পালিয়ে গেছে।

শ্রামা—তুমি দিয়েছ ?

করুণা—হ্যাঁ, আমি।

শ্রামা—তুমি স্বেচ্ছায় research গ্রহণ করেছিলে করুণা, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্রী  
তুমি দিয়েছ ?

করুণা—এমনই ক'রে অনাহাবে তিলে তিলে দ'ন্ধে জীবন্তলোকে জীর্ণ ক'রে  
তাদের কেটে মড়াব উপর খাঁড়ার যা চালাতে আমি পারব না—সে পাপ  
আমি করব না—কিছুতেই না।

শ্রামা—কি বলছ তুমি করুণা, তুমি কি বলছ ?

করুণা—আমি ঠিক বলছি। তুমিই আমাকে এ পাপে লিপ্ত করেছ, তোমার  
জন্তই এ পাপ আমি কবেছি, জান সেই পাপেই আমার সংসার শৃঙ্খল  
রইল।

শ্রামা—( বেরারাকে ) যা যা, তুই বাইরে যা।

( বেরারাব প্রস্থান )

করুণা বলিয়াই গেল—সন্তান থেকে ভগবান আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমাকে  
তিনি দিলেন না। জীবকে হত্যা ক'রে জীবনরহস্য, মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন  
তোমার মায়া নেই, মমতা নেই, স্নেহ নেই—

শ্রামা—প্রেম নাই, ভালবাসা নাই। না—নাই। তার জন্ত কোন অন্ন  
শোচনাও নাই। করুণা, আমার আছে শুধু সত্য। তাত্ত্বিক শব্দসাধনা

কথা শুনেছ করুণা ? আমার সাধনা সেই সাধনা । সেই সত্যের সাধনায়  
তোমাকে আমি সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছিলাম ।

( দবজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অনিমা । সে অবাক হইয়া গেল )

গ্রামাদাস বলিয়াই গেল—তুমি সে পথ স্বৈচ্ছায় পরিত্যাগ করলে । চিকিৎসা-  
শাস্ত্র মতে তোমার সম্ভ্রান্তহীনতার কারণ তুমি জান । জেনেও তুমি  
আমার কর্ণেব ওপুর মিথ্যা কল্পিত পাপের বোঝা চাপাতে চাও । তোমার  
মুখে আমার সম্বন্ধ—

অনিমা—শ্রামল, শ্রামল ।

গ্রামা—আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে আমবা স্বতন্ত্র পৃথক ভাবে দাঁবনে যাত্রা আবস্ত  
করলাম !

করুণা—তাই হবে । আমি চললাম ।

( সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া গ্রামাদাসকে প্রণাম করিল )

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ আমাদের বাড়ীর ঠাকুর দালান । ঠাকুর দালানের অনেক পবিত্রতন হইয়াছে । ]  
পাকা নাটমন্দির—চাৰিদিকে ঐশ্বৰ্য্য । সেই নাটমন্দিরে উৎসব হইতেছে । ব্রজ-  
বিহারী বসিযা আছে । কেট্টদাস তথিৰ কৰিতেছে । ব্রজবিহাবীৰ বন্ধুবান্ধব আছে ।  
চপ কীৰ্ত্তন দলের গান হইতেছে । কোন অশ্লীলতা বা ইতরতা নাই । গম্ভীর  
রাজসিকতাৰ ভাব চাৰিদিকে ]

কীৰ্ত্তনগায়িকা—

( গান )

( গান শেষ হইল )

ব্রজ—সাধু! সাধু! চমৎকাৰ! স্তম্ভব! তোমাব গানেই শুধু দখল নয় তোমাব  
ভক্তিও আছে । বাঃ! ভাল!

১ম ভদ্ৰ—জলেই জল টানে ঘোষাল মশায় । আপনাব ভক্তি আছে, তাই  
আপনার ভাগ্যে গায়িকাটিও এসেছে ভক্তিমতী ।

ব্রজ—নাৰায়ণ! নাৰায়ণ! ভাগ্য নয়, বোস মশায়, দয়া । ওই গুঁৱই দয়া ।

২য় ভদ্ৰ—দয়া নিশ্চয় । কিন্তু দয়া তো সংসাবে শুধু মেলে না ; ভগবান ভক্তেব ।  
ভক্তি থাকলে তবে তাঁব দয়া পাওয়া যায় ।

১ম ভদ্ৰ—একশো বাব । নইলে পাওনা আদায় কবতে গিয়ে সংসাবে ঠাকুর  
কেনে কে ?

ব্রজ—না-না-না! ও কথা বলবেন না! ঠাকুর কেনা যায় না । দয়া কবে  
তিনি আসেন । শাস্ত্রী বংশের প্রতিষ্ঠা করা গোবিন্দ, শাস্ত্রী বংশেব  
সন্তান নাস্তিক হযেছে বলেই তাকে পরিত্যাগ কবে আমাব কাছে  
এসেচেন । নাৰায়ণ! নাৰায়ণ!

দ্র—আপনাবই যোগ্য কথা—কিন্তু—

জ—এব মধ্যে কিন্তু নাট বোস মশাই। এই সম্মুখে নাবায়ণ, আমি সত্য বলছি। শ্যামাদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে Bengal Researchএব দরুণ পাঁচ হাজার টাকাব ডিক্রী নিয়ে বসে তখন ভাবছিলাম, লোকটি হাজার হ'লেও আত্মীয়। যাক, পাঁচ হাজার টাকা না হয় গেলই। শাস্ত্রীর আব নেব কি? একমাত্র পৈত্রিক বাড়ী, বাগান। কিন্তু বাড়ীতে গোবিন্দজী রয়েছেন। পাণ্ডিট আইন কানুনে ওসব শ্যামাদাসের হ'লেও হ'ল গোবিন্দজীব রাজ্য। ওতে আমি হাত বাড়াতে পারব না। হঠাৎ বাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, গোবিন্দজী বলছেন—তুই আমার সেবা কব! আমার সেবাব বড় ক্রটি হচ্ছে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সকালে উঠেই প্রথমে খবর নিলাম কেট্টদাসেব কাছে যে ব্যাপার কি? শুনলাম—শ্যামাদাসেব মাও এখানে নেই, তিনি মনেব আবেগে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন। সেবাব ভাব দিয়ে গেছেন কেট্টদাসের ওপর আব একজন পুৰোহিতের ওপর। শুধু তাই নয় শ্যামাদাসেব মায়েরও শেষ দিকে কেমন মতিভ্রষ্ট হয়েছিল। তিনি গোবিন্দজীব বাড়ীর আশে পাশে বাগ্দিদের বসত কবিয়ে ছিলেন। সেইদিন বাত্রে আবাব স্বপ্ন দেখলাম। তবুও দ্বিধা হ'ল। শ্যামাদাসেব মা ফিবে আসবেন তো! তৃতীয় দিন রাত্রে আবাব সেই স্বপ্ন। আব আমি দ্বিধা কবলাম না। ডিক্রীজারী করে গোবিন্দজীকে মাথায় করে নিলাম। নাবায়ণ! নারায়ণ!

২৮—আপনি ভক্তিমান পুরুষ ঘোষণা মশায়। আপনার প্রেম আছে। “বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা”—সেই জন্তেই ঠাকুর যেচে আপনাব সেবা গ্রহণ করেছেন। ক্রটিও কিছু করেন নি আপনি। ইন্দ্রভূবন করে তুলেছেন।

৩৯—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট, তাঁর উপযুক্ত পূজাবেদী কি মানুষ তৈরী করতে

পাবে ? তবে ইয়া, যতদূর সাধ্য কবেছি। আরও অবশ্য অনেক ইচ্ছা আছে। নারায়ণ—নারায়ণ।

ভদ্র—করবেন বই কি। ভগবান যখন আপনাকে দয়া ক'বেছেন, তখ কববেন বই কি।

ব্রজ—ইচ্ছা আছে একটি অনাথ আশ্রম করব। ওই যে আপনাদের যেখানে বাগদৌদের বাস ছিল, ওইখানে অনাথ আশ্রম করব নতুন ধরণে। তা মধ্যে ইস্কুল থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, ছোটখাটো কল কাবখানা থাকবে। যাতে তাবা বড় হয়ে সক্ষম হতে পাবে। আমাদের দেশে ওই একটা মস্ত সমস্যা। মস্ত সমস্যা। এইসব নীচু জাতের ছেলেবা বিশেষ কবে অনাথ যাবা, তাবা হয় হ'য়ে ওঠে চোর, জোচ্চোর, কেই গুস্তান হয় পাদরীদেব হাতে প'ড়ে, কেউ অস্ত্র ধর্ম গ্রহণ কবে। মোট ক' ধর্ম যে যেতে বসেছে তার এও একটা কারণ। আর তাবাপ তে ভগবানেব বাজ্যাব দীন প্রজা। শাস্ত্রে বলে 'দবিজ্ঞ নাবাষণ'!

( কৃষ্ণদাসেব প্রবেশ )

কৃষ্ণ—শ্রার !

ব্রজ—কি ? কিছু বলছ ?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে শ্রাব, গান আর হবে না বন্ধ ক'বে দেব ?

ব্রজ—গান হবে বই কি ?

কৃষ্ণ—ওদিকে খাবার জায়গা কম্প্রিট—রেডি। নূন থেকে তবকাবী পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা গেলেই গবম গবম ভেজে লুচি দিবে দেব টপাটপ ! From the frying pan !

ব্রজ—Into the fire of our belly—জঠরানলে ! কৃষ্ণদাস আমার বঃ করিৎকর্মা লোক ! বুঝেছেন, লোকে কৃষ্ণদাসকে বলে—মূর্থ, অপদার্থ : কিছু ও মস্ত কাজের লোক !

কৃষ্ণ—আর একটা কথা শ্রাব !

ব্রজ—আবার কি কথা ?

কৃষ্ণ—বাগদী বেটীবা গেতে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। খিচুড়ী ফিচুড়ী সব নষ্ট হবে।

ব্রজ—আসবে না ? খেতে আসবে না ? গোবিন্দের প্রসাদ খেতে আসবে না ?

কৃষ্ণ—না শ্রাব। ওবা বলছে, মানে বলছে ওই হেমা আর মিসেস আমাদাস শাস্ত্রী মানে আপনার ভাগ্নী, মানে ওবাঠি সব শিখিয়ে দিচ্ছে।

এঙ্গ—নাবাঘণ ! নাবাঘণ !

কৃষ্ণ—আপনি তাদেব নিজের বাড়ী থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন, জ্যাঠাইমা তাবপব জাযগা দিয়েছিলেন খিড়কীর পুকুরের পাড়ে, সেখান থেকেও উঠিয়ে দিয়েছেন, এবপব আপনার এখানে যে থাকে সে মাল্লু নয়, বাস্তাব এঁটো পাতা চাটা কুত্তা—এই সব বলছে।

ব্রজ—( হাসিয়া ) ভাল কথা ! যাবা আসবে তাদের খাওয়াও, তাবপব যাকবে—কুকুবদেবট খাইয়ে দাও কেষ্টদাস। কুকুবও আমার ভগবানেব প্রজা। কেউ না আসে সবই কুকুবদেব খাইয়ে দাও। যত্র জীব—তত্র শিব। নাবাঘণ ! নাবাঘণ !

কৃষ্ণ—যে আজ্ঞে শ্রাব !

( প্রস্থানোক্ত )

ব্রজ—দাডাও কেষ্টদাস।

কৃষ্ণ—আজ্ঞে শ্রাব।

ব্রজ—খিচুড়ীর চাল ভাল সব যেন বাগ্না হয় !

কৃষ্ণ—আজ্ঞে, চালে ভালে আডাই মণ আছে—

ব্রজ—আডাই মনই বাগ্না হবে। বুঝলে ? ( কথাগুলি বেশ দৃঢ় আদেশেব স্ববে বলিল ) এক মুঠো যেন পড়ে না থাকে।

( কৃষ্ণদাস অবাক হইয়া তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল )



ব্রজ—আমাব কথা বুঝেছ ?

কৃষ্ণ—হ্যাঁ স্মার ।

ব্রজ—যাও তা হলে । কি ? দাড়িয়ে রইলে যে ?

কৃষ্ণ—যাব কি স্মার, আমি ভাবছি এত কুকুর আমি পাব কোথা ? আড়াই মণ চালেডালে খিচুড়ী খাবাব মত এত কুকুর ? !

ব্রজ—তুমি কি আমাব সঙ্গে রসিকতা করছ কেটেদাস ?

কৃষ্ণ—স্বাস্থ্যে না স্মার, আমি খুব seriously বলছি—এ সব খাবার জন্মে মাহুষ যত আছে—কুকুর তত নাই । বিশ্বাস করুন আপনি । সময় থাকতে আশেপাশে খবর দিতে পারলে পঞ্চপালেব মত লোক এসে জুটে যেতো । আর কুকুরেই যদি আপনার ঝোঁক তাবও ব্যবস্থা হ'ত । মনখানেক পাঠার টেংবী নিয়ে এসে খিচুড়ীর সঙ্গে মিশিয়ে দিছে কুকুবওয়ালা ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্ন পাঠালেই চলত ।

ব্রজ—কেটেদাস, আমার নিষে বেশী ঘাটিয়ো না তুমি । যা বললাম তাই কব গিয়ে । রান্না কবিষে না ফুরোয় ভাট্টাবিনে ফেলে দেবে । যাও ।

( কেটেদাস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল )

এত বড idiot, impertinent আমি আর দেখি নি ।

১ম ভদ্র—স্বামবাও তাই বলি, আপনাদের মধ্যে । ওটাকে যে আপনি কেন রেখেছেন আপনিই জানেন ।

ব্রজ—( হাসিল ) এইবাব ওটাকে দূব করব ।

[ শৈলজা দেবীর প্রবেশ—ভাঁহা হাতে একটি হুটকেশ । সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডোয়ানও প্রবেশ করিল । শৈলজা দেবী অনেক দূব হইতে আসিতেছেন দেখিয়াই বৃদ্ধা ষাৎ, প্রবেশ করিয়া তিনি চারিদিক সন্নিবে চাহিয়া দেখিতেছিলেন ]

দণ্ডোয়ান—( ব্রজবহারীকে সেলাম করিয়া ) দেখিছে হুজুর, ইথে মাটীজী বাড়ীর

অন্দর ঘুস গেলেন, হামি মানা করলেম তো বলছেন কি—হামারা বাড়ী !

আওবাং, হাম কেয়া করে হুজুব !

ব্রজ—( আগাইয়া আসিয়া ) কে ? ও আপনি ! ?

শৈল—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু এসব কি ? আমাব বাড়ীর ঠাকুরবাড়ী ভেঙে চুরে এসব কে করলে ? ও কি ? ঠাকুর বাড়ীতে ওরা কে ? একি, খামটা নাচ হচ্ছে ?

ব্রজ—নাচ নয়, ঢপের কীর্তন হচ্ছে।

শৈল—ঢপের কীর্তন ?

ব্রজ—হ্যাঁ।

শৈল—কিন্তু আমার ঠাকুর বাড়ীতে এসব করবার অধিকার আপনাকে কে দিলে ঘোষাল মশায় ?

( ব্রজবিহারী চুপ করিয়া রহিল )

আমি যখন তীর্থে যাই, তখন কেউদাসের ওপব ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি ভক্তিমান ব্যক্তি জেনে আপনাকে অহুবোধ কবেছিলাম একটু খোঁজখবর বাখবেন, এইমাত্র। আমার বাড়ী ঠাকুবেব সেই পুরানো মান্দর নাটমন্দির ভেঙে এসব করতে আমি বলি নি। আমাব ঠাকুর ছিলেন কাঙালের ঠাকুর—তঁার গায়ে এত গয়না! এ সব কি করেছেন আপনি ? ঠাকুরের সামনে ঢপের কীর্তন, ছি-ছি-ছি ! আমার ঠাকুরকে যে আমি আর চিনতে পারছি না ! ( ঢপওয়ালীদের প্রতি ) যাও যাও বাছা, তোমবা বাইরে যাও। যাও !

( ঢপওয়ালীদের প্রস্থান )

খুলে দাও, আমার ঠাকুরের গা থেকে ওসব গয়না খুলে দাও। কই, পুরুত ঠাকুর কই ? ( অগ্রসর হইলেন )

ব্রজ—দাড়ান আপনি, শুনুন—

শৈল—আগে আমার ঠাকুরের গা থেকে গয়না খুলিয়ে দি— ( অগ্রসর হইলেন )

ব্রজ—ঠাকুর আপনার নয়। আপনি দাঁড়ান।

শৈল—( দাঁড়াইল ) আমাব নয় ?

ব্রজ—না। শাস্ত্রীবংশের সম্পত্তির মালিক আপনি নন, মালিক শ্রামাদাস।  
হেমস্টের বাপ, শ্রামাদাসের বাপকেই তার অংশ বিক্রী করেছিল। কেউ-  
দাসও তাই কবেছে। শ্রামাদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর ডিক্রীর  
টাকাব জন্তে এ সমস্তই নীলাম হয়েছে। আমি সমস্তই নীলামে কিনেছি।

( শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন )

ব্রজ—আমি কখনও অধিকার চর্চা করি না। আদালতের নির্দেশ মত আইন-  
সম্মত ভাবেই এ সমস্তের ওপর অধিকার এখন আমাব। আমাব ইচ্ছামত  
আমাব সাধ এবং ভক্তি অলুঘায়ী আমি গোবিন্দজীর সেবা কববার ব্যবস্থা  
করেছি। এতে আপনাব আপত্তি কববার কিছুই নাই। তা ছাড়া  
ভগবানের সেবায়—

শৈল—একটা কথা, একটা কথা। ভগবানকে নীলাম করবার হুকুমও কি  
আদালতের আছে ? বিষয় সম্পত্তি নীলাম হ'ল বুঝতে পাবলাম। কিন্তু  
আমার গোবিন্দজী, আমার ঠাকুর, আমাব গৃহ দেবতা ?

বোস নামক ভদ্রলোক—ঠাকুর উনি প্রথমেই অস্থাবরের সঙ্গে ক্রোক ক'বে  
নীলাম ক'রে নিয়েছেন।

শৈল—অস্থাবর ক্রোক ক'বে নীলাম ক'রে নিয়েছেন ? গোবিন্দজীকে ?

বোস—হ্যাঁ ! আপত্তি তো কেউ করেনি।

ব্রজ—শুধু আপনি। এটাকে আপনি অগ্ৰভাবে নেবেন না। এ অভিপ্রায়  
আমার ছিল না। শ্রামাদাসের কাছে পাওনা টাকাব জন্তে এ সব আমি  
করিনি। কারণ এ থেকে কোন আর্থিক লাভ নেই আমার। বরং

দেবসেবার খরচই বেড়ে গেছে। গোবিন্দজী আমাকে স্বপ্নে আদেশ কবলেন।

শৈল—( স্থির দৃষ্টিতে তাহাব দিকে চাহিয়া ) কি আদেশ করলেন ?

ব্রজ—স্বপ্নে দেখলাম গোবিন্দজী আমাকে বলছেন, তুই আমার সেবা কব, আমার সেবার বড় ক্রটি হচ্ছে। এ দারিদ্র্যের মধ্যে আমি আর থাকতে পাবছি না।

শৈল—এ—দা-রি-দ্র্যের মধ্যে তিনি আব থা-ক-তে পা-ব-ছেন না ? স্বপ্নে আপনাকে সেই কথা বললেন !?

ব্রজ—একদিন ? পর পব তিন দিন ! প্রথম দিনের পব খোঁজ নিয়ে দেখলাম সেবার ক্রটি সত্য। আপনি গোবিন্দকে অবহেলা ক'বে তীর্থে গেছেন। কেউদাস কোন খোঁজই রাখে না। পুরোহিত বললে—যে টাকা আপনি তাকে দিয়ে গেছেন—সে শেষ হয়ে এসেছে। দেখলাম, গোবিন্দজীব মন্দিরের পাশের পুকুরের চাণি দাবে আপনি নীচ জাতি বসিয়েছেন। সে দিনও বাত্রে স্বপ্ন দেখলাম ! বললেন—ওদেব গায়ের গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে।

[ শৈলজা ধীরে ধীরে অগ্রসব হইয়া গেলেন বিগ্রহের মন্দির দ্বারে ]

ব্রজ—নিয়ে আমি কোন অশ্রায় করি নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, লক্ষ্মী যাব চরণপ্রিতা, দৈত্বেয় মধ্যে তাকে কি মানায় ? তবে আমার আর সাধ্য কতটুকু বলুন !

শৈলজা—( বিগ্রহের প্রান্তি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিলেন ) দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে তোমাব কষ্ট হচ্ছিল ?

ব্রজ—আমি নিয়েছি বটে, তবে এ সবই আপনার মনে কববেন। আপনি এখানে থাকুন গোবিন্দের সেবায়—

শৈলজা—দীন দরিদ্র মাহুঘের গায়ের গন্ধ তুমি সহ করতে পারছ না ?

ব্রজ—আপনি শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন !

শৈলজা—উত্তর দাও। উত্তর দাও। বল—আমাকে বল ! ঠেকে যে কথা  
স্বপ্নে বলেছ সে কথা আমাকে স্বমুখে তুমি বল। বল ! বল !

ব্রজ—এ কি ? এ সব কি বলছেন, কি কবছেন আপনি ?

শৈল—আমি শুনব তুমি বল। এককাল তোমার সেবা করেছি আমি, তা  
প্রতিদানে তুমি আমাকে শুধু কথাটার উত্তর দাও। নইলে জানব তুমি  
মিথ্যে—

ব্রজ—এবার আমাকে ক্ষমা কববেন আপনি। আপনাকে আর আমি প্রশ্ন  
দিতে পারব না।

শৈল—উত্তর দাও ! তুমি বল !

ব্রজ—দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনি আমার দেবমন্দির থেকে  
চলে যান। চলে যান আপনি !

শৈল—তুমি পাথর ! তুমি পাথর !

ব্রজ—বেরিষে যান আপনি !

শৈল—তুমি পাথর !

( প্রশ্নান করিলেন )

### দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমন্ত এবং ডাঃ হিরণ বোস

[ হেমন্ত একখানি ইঞ্জিনোরে শুইয়া আছে ]

ডাঃ বোস—আপনার শরীরেব অবস্থা তো ভাল নয় হেমন্তবাবু। অনেক  
আগেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

( হেমন্ত হাসিল )

আপনি হাসছেন হেমন্তবাবু ? I am Sorry, আমি দুঃখ পেলাম।

হেমন্ত—আপনি যদি দুঃখ পান ডাক্তারবাবু তবে আর হাসব না। এবং  
হেসেছি বলে সত্যিই অনুতপ্ত। আপনাকে সত্যিই আমি শ্রদ্ধা করি।  
চাকুর জগ্রে আপনি যা ক'বেছেন—

ডাঃ বোস—ওকথা থাক হেমন্তবাবু, ও কথা থাক—

( হেমন্ত চুপ করিল )

ডাঃ বোস—আমি যদি তাঁকে বাঁচাতে পাবতাম তবে আপনাব লক্ষ ধন্য-  
বাদ, কৃতজ্ঞতা, দু'হাত ভবে গ্রহণ কবতাম। কিন্তু—( একটু নীরব  
থাকিয়া ) আমি আশা করেছিলাম। শেষেব দিকটাতেই আশা করে-  
ছিলাম। ( একটু নীরব থাকিয়া ) মৃত্যুর মত রহস্যময় আর কিছু নেই  
হেমন্ত বাবু। মৃত্যুব কাছে আমরা নিতান্ত অসহায়। *Medicine*  
*can cure disease but can not prevent death.*

হেমন্ত—শ্রীমাদাসদা এই রহস্য উদ্ঘাটন কবতে চান !

ডাঃ বোস—*Mr. sastris* কোন খবব—

হেমন্ত—নাঃ। কোন খবব নাই। *Mrs. Bose* কেও কি কোন চঠিপত্র  
লেখেন না ?

ডাঃ বোস—না।

হেমন্ত—তিনি কেমন আছেন ? তাঁকে আনলেন না কেন ?

ডাঃ বোস—আনি ? ( হাসিল ) সে আগ তিন দিন হ'ল কোথায় বাইবে  
গেছে। যাবাব সময় আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কোথায় গেছে সে  
বলেও যায় নি। অবশ্য সে তাব স্বভাবও নয়। অনিমা আবাব আনি  
হয়ে উঠেছে হেমন্ত বাবু। উদ্ধার মত ছুটে বেড়াচ্ছে *like a shooting*  
*star !* ( হাসিল ) কক্ষচ্যুত গ্রহ বললেই ভাল হয়। কেন্দ্রের যে সৃষ্টির  
আকর্ষণে পৃথিবী-কক্ষপথে নিযমিত শৃঙ্খলায় জীবনময়ী হয়ে ঘুরত সে—

সেই সূত্র্য কেন্দ্র থেকে অদৃশ্য হয়েছে। স্ত্রতবাং এ তাব পক্ষে স্বাভাবিক।  
আমি তাকে দোষ দিই নে।

হেমন্ত—আমাবও বিপদ হয়েছে Dr. Bose, বউদিদিব দিকে আমি চাইতে  
পাবি নে।

ডাঃ বোস—Mrs. Sastri কই? তিনি কোথায় থাকেন?

হেমন্ত—এ সব জায়গা জমি, বাড়ী ঘর তো তাবই। আমি কলকাতাতেই  
ছিলাম, তিনি চিঠি লিখলেন একবার যেন আসি। এলাম; আমায়  
দেখে বললেন—এ কি শরীফ হয়েছে আপনার ঠাকুরপো? বাস।  
একেবাবে আটক বন্দী ক'বে সেবায় তৎপরা হয়ে উঠলেন। আপনাকে  
চিঠি লিখলেন।

ডাঃ বোস—এখানে তিনি কি কবছেন? এই পাড়ারগায়ে?

হেমন্ত—যুদ্ধ ঘোষণা কবে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বসে থাকা গোছেব ব্যাপার। শ্রামাদাসদা  
আমাদের বাগানের বাগদীদের তুলে দিয়ে জায়গাটায় কলকাতাবানা ক'বে  
তাব Idea মত একটা ব্যাপার—

ডাঃ বোস—সে আমি জানি। Bengal researchএব আমিও পার্টনার  
ছিলাম।

হেমন্ত—ই্যা। ঠিক কথা। তারপব শ্রামাদাসদাব সঙ্গে মামলা ক'রে ব্রজ  
ঘোষাল তাদের উঠিয়ে দিলে। জ্যাঠাইমা তাদের জায়গা দিলেন—  
বাড়ীর ভেতরের পুকুরের পাড়ে। জ্যাঠাইমা তীর্থে গেলেন, সেই স্ত্রযোণে  
ঘোষাল বাড়ী ঘর ঠাকুর ঠাকুরবাড়ী নিলেম ক'রে নিয়ে হতভাগাদের  
আবার উঠিয়ে দিলেন। বাস। বউদি খবর পেয়ে প্রায় নাচতে  
নাচতে ছুটে এলেন। স্বামী এবং মামা দু জনের বিরুদ্ধে বাগদীদের সঙ্গে  
মৈত্রী গঠন কবে এইখানে ট্রেঞ্চে অপেক্ষমান হ'য়ে বসে আছেন। নিজের  
গহণা পৈত্রিক টাকাকড়ি সব দিয়ে জায়গা জমি কিনে দাতা কর্ণের

জমিদারী খুলে বসেছেন। বাড়ী ঘরের জায়গা দিয়েছেন বিনা পয়সায়, ঘর কবতে বিনামূল্যে টাকা ধার দিয়েছেন, ক্ষেতের জায়গাও বিনামূল্যে, বীজ সবববাহ বিনামূল্যে লাজল গরুর দাম ও দিয়েছেন অনেককে, গভর্ণমেন্টের ভূমিবাজস্ব সেও নিজেই দিচ্ছেন। বাগদীবা খুবই কৃতজ্ঞ, বলে মা লক্ষ্মী, দুবেলা প্রণাম কবে, কথা বলতে গদগদ হয়। বলে—প্রাণ দিতে পারি। পাবে না কেবল খাজনার টাকা দিতে আর ধানের টাকা শোধ কবতে।

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী তা হলে চমৎকার আছেন বলুন।

হেমন্ত—চমৎকার বলে চমৎকার! করুণা নামটা প্রায় সার্থক কবে তুলেছেন বাগদীবা খাজনা দেয় না, ধার শোধ দেয় না, স্বেত্বেই তাঁর পৰমানন্দ। গদগদ হয়ে বলেন, আহা বেচারী! বলতে গিয়ে চোখ ছল ছল কবে, ঠোঁট কাঁপে, মানে সে একটা বিগলিত ব্যাপার। চোখে জল এ ক্ষেত্রে অনিবাধ্য বৃত্তান্তেই পাবছেন কিন্তু গুটীখানেক বউদিব বাহাহুবী। কখন কেমন ভাবে যে সে জল মুছে ফেলেন আজও ধবতে পাবলাম না। ওই যে, এইদিকেই আসছেন। ওই দেখুন না বাগদীদেব মেয়েগুলো কেমনভাবে অল্পসবণ কবছে। মুখেব হাসি দেখুন না। নিশ্চয় বেচারীদল কিছু চেয়েছে আর কি!

করুণা—( নেপথ্য হইতে বলিল ) সব চূপ কবে সারিবন্দী দাঁডাবে তবে পাবে। নইলে পাবে না।

হেমন্ত—সুনছেন? বিগলিত ব্যাপার, দানযোগেব পৰমানন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

( করুণা প্রবেশ করিল, পিছনে কয়েকটি বাগদীব মেয়ে)

করুণা—( ডাঃ বোসকে দেখিয়া ) Dr. Bose? আপনি এসেছেন? উঃ আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব?



হেমন্ত—যা বলেছেন তাব মধ্যেই যাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাতেই ডাঃ বোসের ঘাড় বুঁকে পড়েছে। আর বেশী বলবেন না। এখন একটু বসন দেখি দয়া ক'বে।

ডাঃ বোস—আপনাব শরীরও যে বড় খারাপ হয়ে গেছে মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা—না না ডাঃ বোস আমি খুব ভাল আছি। এত ভাল আমি কখনও ছিলাম না।

হেমন্ত—শরীর ভাল না থাকাব ওহটেই সব চেয়ে বড় লক্ষণ বউদি। শরীর যাদেব ভাল থাকে ইয়া হুটপুট গ্রামফোন ভেটকেব মানে ভেডার মত শরীর তারাই দেখবেন সকাল থেকে খল হুড়ি, বডি মধু, মিক্চার, নিয়ে ব্যস্ত। কি—? না—মাথা টিপ্ টিপ্ কবে, বুক ধড়ফড় কবে, পেট কন কন কবে—নিদেন পক্ষে Blood Pressure—low কিংবা high !  
আন সত্যই যাদেব শরীর খাবাপ—

করুণা—তারা বলে আমি তো খুব ভালই আছি। যেমন আপনি !

হেমন্ত—আমার অস্ট্রেই আমাকে ঘাল বলেন ? যাক্ এখন ওই আপনাব জখা-বিজয়াব দলকে বিদেয় করুণ দেখি ! ব্যাপাব কি ওদেব ? কিছু দেবেন নিশ্চয় !

করুণা—ই্যা ওদেব একটা ক'বে জামা দেব বলেছি।

হেমন্ত—দেবেন যখন তখন দিঘে ফেলুন। দানধন্য পুণ্যকর্ম শুভশ্রু শীঘ্রং। যান দিয়ে আসুন। যান বেচারারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে।

করুণা—আমি এক্ষুনি আসছি ডাঃ বোস ; ( ছেলেদের প্রতি ) এস তোমরা এস। ( প্রস্থান—ছেলেদের দল তাহাকে অনুসরণ করিল )

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রীর শরীর তো খুবই খাবাপ হয়ে গেছে হেমন্তবাবু।

হেমন্ত—ওঁর চিকিৎসা কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেই নেই ডাঃ বোস।

ডাঃ বোস—শ্রামাদাসবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, অ্যানি তাকে ভালবাসে,

তবু আমি কোনদিন তাকে ঈর্ষার চোখে দেখি নি। আজ কিন্তু মিসেস শাস্ত্রীর এই তিলে তিলে আত্মনাশ দেখে শাস্ত্রীর প্রাতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পাব ছ না।

হেমন্ত—সে অতি হতভাগ্য ডাক্তার বাবু, পাগল। ‘খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিবে পবশ পাথর’। অথচ পবশপাথর বাব বাব তার হাতের কাছে এল আব তাকে পাথর বলে বাববার ছুড়ে ফেলে দিলে। অমৃতকে পরিত্যাগ ক’বে সে মৃত্যুরহস্ত ভেদ করতে চাইলে।

Dr. Bose—শাস্ত্রী যদি নিজের Experimentএ Successful হন হেমন্ত-বাবু, তবে—তবে সে একটা অভাবনীয় ব্যাপার হবে! Biologyতে—( বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল )। আসুন মিসেস শাস্ত্রী। ছেলেদের জামা দেওয়া হয়ে গেল ?

( ককণাব প্রবেশ )

ককণা—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল, বন্ধ কবলেন কেন ?  
আমায় দেখে ?

Dr. Bose—না না। আলোচনা কিছু নয়—আলাপ বলতে পারেন ?

ককণা—( হাসিয়া ) আপনাদের কথাব খানিকটা আমার কানে এসে গেছে ডাক্তারবাবু; ঠাকুবপো বলছিলেন ‘অমৃত পবিত্যাগ ক’বে’ সে মৃত্যুরহস্ত ভেদ করতে চাইলে—সে কথা আমি শুনেছি।

[ ডাক্তার বোস এবং হেমন্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু কবিল ]

ককণা—‘পবশপাথর বাববার হাতের কাছে এল আব সে তাকে পাথর বলে বাববার ছুড়ে ফেলে দিলে’ সে কথাও শুনেছি।

হেমন্ত—শুনেছেন তো! বাস তা’ হলেই ঠিক হয়েছে, আপনিও আমাদের আলোচনায় আমাদের যোগ দিতে পারবেন। আমি বলছিলাম Dr.

Boseকে যে ববীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। “ক্ষাপা খুঁজে-খুঁজে ফিবে পবনপাথর”। এই ক্ষাপা কে? না অভূতপূর্ণ মানুষ অভূতপূর্ণ মানুষের জীবনে বিবাম নাই, শাস্তি নাই, তৃপ্তি নাই—

করুণা—যেমন আপনার দাদা।

Dr. Bose—মিসেস শাস্ত্রী এ আলোচনা থাক—

করুণা—(হাসিয়া) আমি কোন দুঃখ পাব না Dr. Bose, হোক না আলোচনা।  
হেমন্ত—না, হতে পারে না।

করুণা—কেন?

হেমন্ত—কেন? তার কাবণ মেয়েদের সঙ্গে এ সব আলোচনা করা উচিত নয়। তাবা অত্যন্ত Sentimental, যে কোন মহাপুরুষের নাম কবলেই কুমারী মেথেরা ভাববে ঠিক আমার বাবার মত, সন্ত বিবাহিতেরা ভাববে আমার স্বামীর মত, সন্তানবতীরা ভাববে আমার ছেলের মত। ঠিক বলেছেন ডাক্তার বোস এ আলোচনা এখন থাক।

( করুণা হাসিল )

Dr. Bose—হাসছেন যে? ও! ভাবছেন আমি কথাটা ঢাকাছি! আচ্ছা বলুন তো কোথায় এই ক্ষাপার সঙ্গে মিল রয়েছে আশ্রমদার? মাথায় বৃহৎ জুটা, ধূলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়াব মত ক্ষীণ কলেবর। দিবি এমন ব্যাক ত্রাস করা চুল, হুটপুট চেহারা, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সে না কি ওই ক্ষাপা হয়।

করুণা—থাক ঠাকুরপো থাক। তবে আপনারা আমার জগ্রে মিথোই দুঃখ পাচ্ছেন। আপনার দাদার জগ্রে আমার কোন দুঃখ নাই। যে মানুষের মনে মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই, তাকে হারিয়ে আমার

কোন দুঃখ নাই, যে আমাকে জীবনে এককণা কিছু দিলে না—সে যদি চ'লেই গিয়ে থাকে, তাতেই বা আমার লোকমান কিসেব ?

Dr. Bose—মিসেস শাস্ত্রী, মিসেস শাস্ত্রী—

করণা—না না, Dr. Bose, আমি উত্তেজিত হই ন। আমি শুধু আপনাদের বলতে চাই, আপনাবা অকারণে কল্পনা ক'বে আমার জন্ত দুঃখ পাবেন না। আমার জীবনে আমি তাকে বিবাহ ক'বে ভুল করেছিলাম, সে ভুল সংশোধন হয়েছে, তাতে আমি স্থগী হয়েছি। আপনাদের Mr. Shastri পণ্ডিত লোক, আপনাবা তাকে সম্মান করতে পাবেন। কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি।

( বলিয়া কথা শেষেব সঙ্গেই সে ভিতরের দিকে চালায়া গেল )

হেমন্ত—( আরক্তি কবিল ) “অন্ধৈক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি  
স্পর্শ লভেছিল যাব এক পল ভব।

বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার কারবে দান  
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পবন পাথর।”

( সেকেণ্ড দুয়েক গুরু থাকিয়া ) ডাক্তার বোস !

Dr. Bose—হেমন্তবাবু !

হেমন্ত—কেমন দেখলেন আমাকে ? আমি সত্যিই বেশী দিন বাঁচব না ?

Dr. Bose—আপনি শবীরের ওপর যত্ন নিন হেমন্তবাবু—নিয়মিত ভাবে গৃহ্য ব্যবহার করুন, কে বলতে পারে আপনি সেবে যাবেন না ? তবে—

হেমন্ত—তবে ? ডাক্তার বোস ?

Dr. Bose—অন্ত লোক হ'লে কথাটা গোপন কবতাম, আপনার কাছে গোপন কবব না। আপনাব স্ত্রীর ব্যাধি আপনাব মধ্যে infected হয়েছে।

হেমন্ত—জানি। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু। আমি আমার

শেষ কাব্য রচনা ক'রে যেতে চাই—আমাদাস শাস্ত্রী করুণা বউদি অনিম  
দেবীকে নিয়ে আমার শেষ কাব্য ! ( ভাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিল )

Dr. Bose—আপনি কাল আমার Chamberএ আসুন হেমন্তবাবু, আমি  
আপনাকে ভাল ক'বে দেখতে চাই ।

( বতনের প্রবেশ )

বতন—( বাহির হইতেই ডাকিতেছিল ) না লক্ষ্মী, মা ঠাকরুণ ! এই  
দাদা ঠাকুব, দাদা ঠাকুব !

হেমন্ত—একটু অপেক্ষা কব বতন । ( ডাক্তার বোসের প্রতি ) তাই হে  
ডাক্তারবাবু !

Bose—তা হ'লে আজ আমি আসি ।

হেমন্ত—বউদিব সঙ্গে—

Bose—ঠাকে আমার নমস্কাব দেবেন হেমন্তবাবু ! তাঁকে এখন বিবক্ত কব  
ঠিক হ'বে না, তাঁব emotionটা একটু শান্ত হ'তে দিন । নমস্কাব ।

হেমন্ত—নমস্কাব ! কি রতন ? ( ডাক্তার বোসের প্রস্থান )

বতন—বড় মাঠাকরেন, বড়দাদা ঠাকুকের মা, আপনকাব—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা ?

বতন—হ্যাঁ দাদাঠাকুর, তিনি ফিরে এয়েচেন ।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা ফিবে এসেছেন ? কোথায় ?

বতন—দেখলাম তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন ।

হেমন্ত—বাড়ীর মধ্যে ? নিজেব বাড়ীতে ?

বতন—হ্যাঁ গো । এইবারে কেউদাদার মুনিবটারে মাঠাকরেন টিটু ক'রে  
দিবেন, তুমি দেখো ।

হেমন্ত—রতন !

বতন—দাদাঠাকুর !

হেমন্ত—চল, তুই আমাব সঙ্গে চল, এঁগয়ে দেখি।

বতন—তুমি যাবে দাদাঠাকুর ? এই শবীব ! না, না, তোমাব যাতি হবে  
না, আমি—

হেমন্ত—না, না, তুই জানিস নে বতন। হবে—

[ নেপথ্যে গৈলজা দেবীৰ উচ্চ তীব্র মর্মভঙ্গী স্বব ভাসিষা আসিল ]

নে-শৈ—তোকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি না কেউদাস, আমি অভিসম্পাৎ  
দিচ্ছি শ্রামাদাসকে—

হেমন্ত—( উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চীৎকার কবিয়া উঠিল ) জ্যাঠাইমা !  
জ্যাঠাইমা !

নে-শৈ—তারই পাপে আমাব গোবিন্দজী বিগ্রহ থেকে চ'লে গেছেন।  
আবিশ্বাসী, নাগুরু, তাকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা ! ( প্রস্থান )

নে-শৈ—কে ? হেমন্ত ।

[ রঙন প্রস্থান করিতে উজ্জত হইল, ঠিক এই সময়ে বাস্ত হইয়া প্রবেশ কবিল ককণা ]

ককণা—কে ঠাকুরপো ? কাকে ডাকছেন, বতন, ঠাকুরপো কোথায় গেলেন,  
কাকে এমন ভাবে চীৎকার ক'বে—

বতন—বডমা ঠাকরেন, মালশ্রী, বডদাদা ঠাকুরের মা, আপনকার শাওড়ী—

ককণা—কোথায় তিনি ? ( কয়েক পা অগ্রসব হইয়া সে স্তব্ধবিশ্বয়ে দাঁড়াইয়া  
গেল । )

নে-হেমন্ত—না। তোমার গোবিন্দজী যদি চ'লে গিয়ে থাকেন তবে শ্রামা-  
দাসদাব জন্তু চ'লে যান নি। চ'লে গেছেন তোমাব জন্তে।

বতন—এই যে ! মাঠাকরেন—মাঠাকবেন।

( বলিতে বলিতে রতন চলিয়া গেল । পর মুহূর্ত্তে হেমন্ত এবং  
শৈলজা প্রবেশ করিল )

শৈলজা—( স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তের দিকে চাহিয়া ) আমার জন্তে ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, তোমাব জন্তে । যে মুহূর্ত্তে তুমি সন্তানের ওপব নিষ্ঠুব হযেছ—  
শ্রামাদাসদাকে ত্যাগ করেছ, সেই মুহূর্ত্তে তোমার গোবিনজীব মধ্য থেকে  
গোপালও চ'লে গেছেন । অপরাধ তোমাব ।

[ শৈলজা হেমন্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন, ককণা আদিশা তাঁহাকে প্রণাম কবিল ]

শৈলজা—তুমি কে মা ? হেমন্ত, এটি কে ?

হেমন্ত—বউদি । তোমাব বউমা গো—শ্রামাদাসদার বউ ।

শৈলজা—( চিবুক ধরিয়া ) আমার বউমা ! চিবায়ুয়তী হও মা ।

ককণা—আস্থন মা, বাড়ীভ ভেতবে আস্থন ।

শৈলজা—থাক্ মা । আমি এইখান থেকেই ফিরব ।

হেমন্ত—ফিরবে মানে ? যাবে কোথায় এই অসময়ে ?

শৈলজা—আমি বৃন্দাবনে ফিবব হেমন্ত । বাড়ী ফিবে দেখলাম ঘোষাল মশাই  
সব নিলেম করিয়ে নিয়েছেন । তাই ফিবে যাচ্ছিলাম স্টেশনে । পথে  
তুই ডাকলি । শেষের দিন কটা—

হেমন্ত—তোমার শেষের দিনের এখনও দেবী আছে । দিবিয়া ডাঁটো আছ  
এখনও । আব শেষের দিনে এখানে থাকলেও তোমাব রথ আসবে,  
এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি । স্তত্রাং বৃন্দাবনে যাবার কোন  
প্রয়োজন নাই । চল, চল, বাড়ীর ভেতর চল ।

শৈলজা—রুট কথাটা আমাকে তুই বলতে বাধ্য করলি হেমন্ত । শ্রামাদাসেব  
বাড়ীতে, আমি তো থাকতে পারব না বাবা ।

হেমন্ত—হরি ! হরি ! হরি ! মাঠে জ্যাঠাইমা মাঠে । এ বাড়ী শ্রামাদাসদার  
নয় ; শ্রামাদাসদা এখানে থাকে না । এ বাড়ী বউদিব । চল—চল ।

শৈল—কি বলছিস হেমন্ত ?

হেমন্ত—কথাটা বিশ্বযেবই বটে, কিন্তু তোমাব তো বিস্মিত হবার কথা নয় ।  
এ বাড়ী বউদিব । শ্রামাদাসদা এখানে থাকে না । শ্রামাদাসদা বউদিকে  
অথবা বউদি শ্রামাদাসদাকে পবিত্র্যাগ কবেছেন, সে কথা আমি জানি না,  
তবে, পবিত্র্যাগটা সত্য ।

শৈল—শ্রামাদাস বউমাকে পরিত্র্যাগ কবেছেন ? কেন হেমন্ত ?

হেমন্ত—ভগবান সত্য জ্যাঠাইমা । তোমাব গোবিন্দীরূপী ভগবান বউদির  
গিনিপিগরূপী ভগবান । চল, বাড়ীব ভেতর চল, সব কথা ধীবে স্তম্বে  
শুনবে ।

করুণা—আন্তন না ।

শৈল—চল ।

( উভয়ের প্রস্থান )

হেমন্ত—“খাঁচাব পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখী ছিল বনে ।

একদা কি কবিতা মিলন হ’ল দোহে কি ছিল বিধাতাব মনে ।”

নে-ডাঃ বোস—হেমন্তবাবু ।

হেমন্ত —( সর্বস্বয়ে ) ডাঃ বোস ?

( ডাঃ বোসএব প্রবেশ )

ডাঃ বোস—আমি আবাব ফিবে এলাম হেমন্তবাবু । ডক্টর শাস্ত্রীর খবর  
বোধ হয় পেয়েছি ।

হেমন্ত—শ্রামাদাসদার ?

ডাঃ বোস—বাড়ী ফিবেই এই চিঠিখানা পেলাম । দিল্লী থেকে লিখেছেন  
আমার এক বন্ধু । অ্যানির খবর জানিয়েছেন । অ্যানি কয়েকদিন তাঁর



ওখানে ছিল। তাবপব হঠাৎ একদিন বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না। উৎকণ্ঠিত হয়ে খবর কবতে গিয়ে একজন আধপাগল। ভুললোকের সঙ্গে ঘুরতে দেখতে পায়। এ লোকটি নাকি অদ্ভুত মানুষ; অনেকে বলে পণ্ডিত-ব্যক্তি। অনেকে বলে পাগল। কারুব সঙ্গে মেলা-মেশা নাই! (Govt. Research Instituteএ চাকরী করেন। বাড়ীতে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। আমার মনে হচ্ছে, ডক্টর শাস্ত্রী ছাড়া আর কেউ নন।

হেমন্ত—আম্ন ডাক্তারবাবু, বাড়ীর ভেতর আগুন।

( উভয়ে বাড়ীর ভিতরে দিকে প্রস্থান )

### তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—গ্রামাদাসের বাসা।

[ শহরের প্রান্তে পুরানো পরিত্যক্ত পল্লী মধ্যে একখানি পুরানো বাড়ী। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রগুলি অতি কম দামী এবং সংখ্যাতো অতি অল্প। দুই-তিনখানি ভাঙা চেয়ার, একখানা পুরানো টেবিল; জিনিষপত্র, যেমন হটকেস—খোলা পড়িয়া আছে। অনিমা একা ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। সে আপন মনে গুনগুন করিয়া গান করিতেছে এবং খাবার সাজাইতেছে একখানি খালায়। কমলালেবু ছাড়াইয়া রাখিতেছে। এমন সময় গ্রামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ]

নে-গ্রামাদাস—সুখন! সুখন! এ সুখন।

[ অনিমা গানের প্রথম কলিটি বেশ জোরে গাহিয়া উঠিল এবং অগ্রসর হইয়া পিঠা পরজা গুলিয়া দিল। গ্রামাদাস ঘরে ঢুকিয়া খমকিয়া দাঁড়াইল ]

গ্রামা—অনিমা! তুমি যাও নি?

অনি—না, আমি ফিরে এসেছি।

গ্রামা—তোমাকে আমি স্টেশনে পৌছে দিলাম, তুমি আমায় কথা দিলে তুমি ফিরে যাবে কলকাতায়—

অনি—কিন্তু যেতে আমি পারলাম না। মন আমার যেতে চাইলে না।

গ্রামা—অনিমা!

অনিমা—না। Call me Anny.

গ্রামা—I can't let you stay here অনিমা। তোমায় এখানে আমি থাকতে দিতে পারি না। You must leave.

অনি—হবে, ও কথা পবে হবে শ্রামল, আগে তুমি কোটটা খুলে ফেল, let me help you.

গ্রামা—ধন্যবাদ অনিমা—কিন্তু দরকাব নেই সাহায্যের।

[ নিজেই কোট খুলিয়া ফেলিল, দেওয়ালে একটা ঢকে ঝুলাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে: অনিমা চেযাব আগাইয়া আনিল। গ্রামাধাম সে চেযাবখানাখ না বসিয়া অল্প একখানা ডানিবা বসিল। অনিমা খাবাদেব থালা টেবিলের উপর রাখিল এবং চা তৈয়ারী করিতে লাগিল ]

গ্রামা—অনিমা!

অনি—শ্রামল!

গ্রামা—তুমি আমায় মুক্তি দাও অনিমা। Leave me. Please let me alone.—রাত্রি দশটায় গাড়ী বয়েছে, সেই গাড়ীতে কলকাতায় চ'লে যাও।

অনি—শ্রামল!

গ্রামা—You must. You must. আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

I can't stand you অনিমা, I can't stand—

অনি—You can't stand me ?

শ্রামা—Let me finish—I can't stand anybody. তোমাদের সকলের কাছ থেকে পালিয়ে আত্মগোপন ক'রে আমি আমার কাজ করতে চেয়ে ছিলাম। Unsuccessful, ridiculed, হতভাগ্য—yes, তোমর সবাই আমাকে হতভাগ্য বলতে পার। কিন্তু—কিন্তু—কেন তুমি আমার মত হতভাগ্যকে অনুসরণ ক'রে এলে বলতে পার? কেন?

অনি—( হাসিল ) কেন ?

অনি—হ্যাঁ, কেন ?

অনি—যদি বলি, আমিই মূর্খিমতী হতভাগ্য, হতভাগ্যকে অনুসরণ করাই আমার কাজ।

শ্রামা—হতভাগ্যকে মানুষ সহ্য কবতে পারে না অনিমা। সেইজন্যই তোমাবে আমি এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই।

অনিমা—কথাটা সম্পূর্ণ হ'ল না শ্রামল, বল এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই, তাতেও না যাও, তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই।

শ্রামা—কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়াব জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ অনিমা। হ্যাঁ ও কথাটাও আমার বলা উচিত ছিল।

অনিমা—ভাল কথা। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি যাব। তাতে আমি দুঃখ পাব না শ্রামল, কিন্তু আমার হাতের খাবার চা না খেলে আমি দুঃখ পাব শ্রামল। ( চাষেব কাপ সামনে নামাইয়া দিল )

শ্রামা—না। তোমায় সে দুঃখ দেব না। সে অপমান তোমায় আমি কর না। তা ছাড়া আহাৰ্য্যেব আমার প্রয়োজনও আছে। যাকে বলে ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

অনি—That's like a good boy. If you like তোমাকে একখানা গান শোনাতে পারি।

শ্রামা—গান ?

অনি—ই্যা গান। Don't you like it ?

শ্রামা—গান ভালবাসি না এমন নয়, কিন্তু এখন গান শুনে স্বপ্নলোক সৃষ্টির  
আমাব সময় নেই অনিমা। তুমি জান না অনিমা, কত বড় ক্ষতি  
আমাব হয়ে গেছে, আমাব জীবনের গতি কতখানি পিছিয়ে পড়েছে।  
আমাব না আমার বিরুদ্ধে অর্থশালী দানী ব্রজবিহারীর সঙ্গে যোগ দিয়ে  
একটা বিবাত পবিকল্পনাকে নষ্ট ক'বে নিলেন। আমার স্ত্রী, আমাব  
স্ত্রী, আমাব Comrade—আমাকে পবিত্র্যাগ করলে মহাসত্তোর সামনে  
থেকে সে পালিয়ে গেল—

অনি—জানি শ্রামল, সে তোমাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে।

শ্রামা—কি বললে ? আমাকে আঘাত দিয়েছে ?

অনি—আমি জানি শ্রামল।

শ্রামা—না অনিমা। ওখানে তোমাব ভুল হয়েছে। আঘাত আমি পাই নি।

আঘাত করাব মত emotional softness আমাব নাই।

অনি—( হাসিল ) তুমি সত্যকে অস্বীকার কবছ শ্রামল। যাদের মানুষ  
ভালবাসে—

শ্রামা—খাম অনিমা। আমি কাউকে ভালবাসি নি।

অনি—কি বলছ তুমি শ্রামল ? না না, ও কথা তুমি ব'লো না।

শ্রামা—কিন্তু সত্যকে আমি অস্বীকার করব কি ক'বে ? প্রেম ভালবাসা  
ওগুলোকে Biological emotion জেনে আমি সাধনা ক'বে ওগুলোকে  
জয় কবেছি।

অনি—শ্রামল ! শ্রামল !

শ্রামা—তুমি শহরের মেয়ে অনিমা। তুমি দেখেছ, গরুব বাছুর ম'রে গেলে  
গোয়ালাবা একটা খড়েব কাঠামোর ওপর মরা বাছুরটার চামড়া জড়িয়ে  
সামনে ধরে। চামড়া জড়ানো নকল বাছুরটাকেই গাভীমাতা স্নেহে

জিভ দিয়ে চাটে, তাতেই তাব বুদ্ধিহীন, Biological emotion উথলে উঠে, আবেগে স্নায়ুতন্ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে দুখের ধাবা বরতে আরম্ভ করে। আবাব নকল বাছুরটাকে সবিধে দিলেই সে চীৎকার কবে। মাহুঘের মা সন্তানের মৃত্যুতে বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদে, শবদেহটা বকের ওপব আছাড় খেয়ে পড়ে, সেটা অবিলম্বে নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে। খড়ের কাঠামোতে চামড়া জড়িয়ে তাব সান্ত্বনা হয় না, তাব কাবণ তাব বুদ্ধি আছে। নইলে ও দুটোতে তফাত কতটুকু, বল? একি অনিমা, মুখ তোমার ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

অনি—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে শ্রামল, আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।

নিশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা যেন গন্ধ পাচ্ছি—

শ্রামা—কি? গন্ধ পাচ্ছ? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) সরে এস অনিমা, তুমি দরজাটা বন্ধ করে থেকে সরে এস, ঐ জানলার ধারে এসে দাঁড়াও। (কাছে গিয়া) Yes, yes, গন্ধ উঠছে! হ্যাঁ! অনিমা তুমি জানলার ধারে দাঁড়াও। না না—ও ঘরে, ও ঘরে চল।

[ অনিমাকে অন্ত্র হয়ে লইয়া গেল। পুনর্বার প্রবেশ করিল। ]

আসছি আমি—আমি আসছি অনিমা! তুমি এ ঘরে এস না, আমি বারণ করছি। (সে দরজার চাবী বন্ধ করিল) আমার gas mask—gas mask!

[ একটা আগমারী গুলিখা একটা গ্যাস মাস্ক লইয়া পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল ]

শ্রামা—পেয়েছি, পেয়েছি। I have got it—I have got it!

[ বলিতে বলিতে মাস্ক পরিয়া সে যে দরজার ধারে অনিমা দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দরজা গুলিখা প্রস্থান করিল। রক্তমণ্ড গুলু পড়িয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই পাশের ঘর হইতে অনিমার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল ]

ন-অনিমা—শ্রামল ! শ্রামল ! ( পানিক তুচ্ছতা ) শ্রামল ! ( দবজার ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল ) শ্রামল !

[ এ ঘরের দরজা খুলিয়া গ্রামাদাস প্রবেশ করিল । দরজা বন্ধ করিল । মাপ্ত গুলিতে গুলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল প্রাণ পাগলের মত ]

গ্রামা—পেয়েছি—পেয়েছি । I have found it out, I have found it out

ন-অনিমা—শ্রামল !

গ্রামা—অনিমা ! ( অগ্রসর হইয়া দবজা খুলিয়া দিল ) অনিমা, I have found it out. Congratulate me অনিমা, I have found it out.

অনিমা—কি শ্রামল কি ?

গ্রামা—প্রচণ্ড একটা শক্তি, অদ্ভুত শক্তিশালী একটা gas—

অনিমা—Gas !

গ্রামা—হ্যাঁ । গত সপ্তকে Musturd gasএব নির্মম নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় তুমি তো দেখেছিলে অনিমা !

অনিমা—Oh, it is dreadful !

গ্রামা—তার ভয়ঙ্কর দেখে মনে মনে সঙ্কল্প কবেছিলাম—Musturd gasএর প্রতিষেধক একটা gas আবিষ্কার করব আমি । কলকাতায় আমার বাবলা-বাগিচা নষ্ট ক'বে দিলে ব্রজবিহাবী । একটা Research Instituteএ চাকরী নিলাম—পুরনো সংকল্পেব কথা মনে হ'ল । এ gas আবিষ্কার করতে পাবলে—পৃথিবীব সমস্ত দেশ আমার এ আবিষ্কারের ফল পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে । ঠিক এই জন্মে অনিমা—শহরের প্রান্তে এই প'ডো বাড়ীতে আমার জীবনের সমস্ত কিছু বিক্রী ক'রে—Laboratory তৈরী ক'রে দিন রাত্রি পবিশ্রম করেছি । এই জন্মেই অনিমা, কাউকে আমি সহ করতে পারি নি ।

অনি—And, and, you have found it out আমল ?

আম—ই্যা, অনিমা পেয়েছি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম—তা পাই নি। প্রচণ্ড শক্তিশালী gas আমি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু Mustard gasএব চেয়েও ভয়ঙ্কর—তাব চেয়ে বহুগুণে নষ্টব।

অনি—উঃ, আমল—

আম—বহুগুণে মারাত্মক এ গ্যাস। প্রচণ্ড মৃত্যুশক্তি আবিষ্কার কবেছি আমি অনিমা। দরজার ফাঁক দিয়ে তাব ক্ষীণতম স্পর্শ তোমাব নাকে এসেছিস ক্ষণিকের জ্ঞান। খুব সময়ে তুমি বুঝতে পেরেভিলে। It is dreadful অনিমা, it is dreadful—

অনিমা—(আমদাসের দুই হাত ধরিয়া) I adore you—I admire you—

## চতুর্থ দৃশ্য

### করুণা ও হেমন্ত

[ কন্যার পল্লীগামেব বাড়ী ]

হেমন্ত—ব্যাঙ্কের টাকা শেষ হয়েছে, গয়নাপত্র যা ছিল বিক্রী কবেছেন, অথচ একটা কথাও বলেন নি আপনি ? তাব ওপব জ্যাঠাইমাব এঠি অবস্থা। সময়ে আপনাব সাবধান হওয়া উচিত ছিল বউদি।

করুণা—সাবধান হওয়াব সময় পেলাম কোথায় ঠাকুরপো ? হঠাৎ এল সাইক্লোন, বেচারাদের বাড়ী ঘর উড়ে গেল, যা ছিল দু মূঠো ধান চাল—তার শেষ কথাটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল ; গরু বাছুর ছাগল তাও ম'ল দেওয়াল চাপা প'ড়ে ; শুধু গরু বাছুবই নয়, মানুষও কম মবে নি। তারপর আরম্ভ হ'ল জ্বর-জ্বালা, ওষুধ পাওয়া যায় না, গেলেও সে আশুনের দাম। দেখতে দেখতে চালের মন হয়ে উঠল তিবিশ পঁয়ত্রিশ। সাবধান

হবার সময় কোথাও পেলাম বলুন ? এবই মথোই মায়ের মাথার গোলমাল যে কখন আবস্ত হ'ল আমি তা বুঝতে পারি নি। আপনি তো সবই চোখের ওপবই দেখছেন !

হমস্ত—হ্যাঁ, দেখছি বইকি ! আমি আবার যতটা দেখছি ততটা আবার আপনি দেখেন নি। দেশে চাল নেই, মূদীর দোকান বন্ধ, অথচ রাত্রে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে, অবশ্য আমাদের আব নয, এখন ঘোষাল মশায়ের ঠাকুর বাড়ী। সেখানে নিযুতি রাত্রে লরী বোঝাই চাল আসছে, আটা আসছে। জানেন ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরের চাবিদিকে দেওয়াল তুলে—সেটাকে এখন ঘোষালের চালের গুদোম কবেছে।

ধরুণা—বলেন কি ?

হমস্ত—রাত্রে আমার ঘুম হয় না, লরী আসতে আমি নিজে চোখে দেখেছি। লরীতে যে চাল ময়দা আসে—সে কথা আমাকে কেউ বলেছে।

ধরুণা—কেউদাস ঠাকুরপো নাকি এখানকার সব বিক্রী ক'বে চ'লে গেছেন ?

হমস্ত—সব মানে তো শুধু বাড়ীখানা। সেও তো আপনি দেখছেন দেয়ালের পলস্তাবা খ'সে মেঝেও সিমেন্ট উঠে মালুঘের চেয়ে গরু-ভেড়ার বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

ধরুণা—কিন্তু সে সব তো মেরামত কবালেন আমবা আসাব পব।

হমস্ত—হ্যাঁ। ঘোষাল মশায় নিজে থেকে টাকা দিয়েছিলেন। তখন কেউ বুঝতে পারে নি। জ্যাঠাইমা আব বড়দার সঙ্গে ঘোষালের মামলা মেটার পরই ঘোষাল কেউকে চাকরী থেকেও জবাব দিলে, বাড়ী মেরামতের টাকার জন্তে নালিশ করলে। কি আর করবে কেউ, বাড়ী মেরামতের দেনার টাকার মায় হুদ শোধ দিয়ে যে ক'টা পেলে তাই সম্বল ক'রে মেয়েছেলে নিয়ে চ'লে গেল। অত্যন্ত সহজ এ সরল ঘটনা। একেবারে গায়শাক্ত অনুমোদিত ব্যাপার। ধর্মাদিকবণের



সিদ্ধান্ত। এ কি, জ্যাঠাইমা আসছেন যে ! চোখেব দৃষ্টি দেখছেন ?  
করুণা—দিন দিন অবস্থা যেন খাবাপের দিকে যাচ্ছে ঠাকুবপো !

( শৈলজা দেবীর প্রবেশ )

শৈলজা—বউমা ! ( নেপথ্য হইতে কথা বলিয়া প্রবেশ করিলেন )

করুণা—এ কি মা, আপনাব পূজো কি এবই মধ্যে হয়ে গেল !

শৈলজা—পূজো করতে ব'সে হঠাৎ ছুঁয়োধনের মায়েব কথা মনে হ'ল  
কিন্তু নামটা আমাব কিছুতেই মনে পড়ল না। ছুঁয়োধনেব মায়েব নামটা  
কি বল দেখি ?

করুণা—গাঙ্গাবী।

শৈলজা—হ্যাঁ হ্যাঁ। ( চলিয়া যাইতোটিলেন হঠাৎ ফিবিলেন ) আচ্ছা হেমন্ত !  
তুই কাল বাত্রে ওইখানে বসেছিলি, না ? কি কবছিলি বল তো ?

হেমন্ত—ঘুম হ'ল না জ্যাঠাইমা, তাই ব'সে ছিলাম।

শৈলজা—বোম্বালের ঠাকুর-বাড়ীতে স্বর্গ থেকে রথ এসেছিল দেখেছিলি ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, চাল আটা বোঝাই লরী দেগেছি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—ওগুলো কি লরী নাকি ? আব বস্তাগুলোতে সে সব চাল আট  
নাকি ? ওরে, ও যে রোজ রাতে আসে রে ! তোর মত আমাবও রাতে  
ঘুম হয় না কিনা। আগি দেখি। গাবি ওগুলো স্বর্গের রথ। আ-  
বস্তাব মধ্যে ওগুলোকে মনে হয় ধন রত্ন মণি মাণিক্য। তা ওগুলো  
যদি আটা চালই হয়—তবে ওগুলো ভগবান না পাঠালে আ-  
কোথেকে ? তুই জানিস নে, সব ভগবান পাঠায়। নিশ্চয় আমাদে-  
গোবিনজী।

করুণা—আম্নন মা, বাড়ীর ভেতরে আস্নন। জল খাবেন আস্নন।

শৈলজা—জল খাব কি? এখনও আমাব পূজো শেষ হয় নি। অভিশাপ দেওয়া হয় নি।

হেমন্ত—কি বলছ জ্যাঠাঠিমা?

শৈলজা—তা নইলে আর গান্ধাবী নাম জিজ্ঞাসা করলাম কেন? আমি গান্ধারীব মত বোজ্ঞ অভিশাপ দিই কিনা! গোবিনজীকে দিই—আর শ্যামাদাসকে দিই। গান্ধাবী দিয়েছিল—দুর্ঘোষনকেও দিয়েছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণকেও দিয়েছিল। যাই, পূজো শেষ ক'বে শাপ দিই গে যাই।

(প্রস্থান)

করুণা—মাঘেব দিকে চাইলে চোখেব জল আমি ধ'বে রাখতে পাবি না ঠাকুর-পো! এমন মানুষেব শেষ এই পবিণাম হ'ল? এই ভাবে ওঁব মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমি ভাবতে পাবি নি।

হেমন্ত—আমি ভাবছি, নিঃশ্বাসসহায় ওঁকে নিয়ে আপনি কি ক'বে কি কববেন? 'আমাব ধারণা, হয়তো শেষ পর্যন্ত উম্মাদ পাগল হয়ে যাবেন।

করুণা—সন্তানেব এব চেয়ে বড় অপবাদ কিছু হতে পারে ঠাকুবপো?

হেমন্ত—শ্যামাদাসদাব অপবাদ আমি অস্বীকার কবি নে বউদি, কিন্তু জ্যাঠাঠিমার মাথা খাবাপ হওয়ার কারণ শুধু বড়দার ব্যবহাবই নয়। বউদি, ওঁর বিশ্বাসের ঘবে ঘা পড়েছে। ঘোষাল ওঁর ইষ্টদেবতাকে কেড়ে নিলে। উনি যেদিন প্রথম এখানে আসেন—সে দিন বার বাব আপনাব মনে কি বলেছিলেন আপনাব মনে আছে? ছোটো দশটা কথার মধ্যে অর্থহীন ভাবে বলছিলেন—তুমি পাথর, তুমি পাথর। তারপর যেদিন বাগদৌদের বস্ত্রীব ওপব বোমা পড়ল সে রাত্রের কথা মনে করুন, বললেন—কোন ভয় নেই তোদেব—তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'স, আমি এই জপে বসলাম। তাবপব বোমা পড়ল, ওঁব মেদিনকার সে বিহ্বল মুক্তি আপনাব মনে আছে? সকলেব চেয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন উনি। ডাক্তারে বলেছিল—শব্দের

জন্মে শক লেগে হয়েছে। ডাক্তার বুঝতে পারে নি। আমরাও সেদিন বুঝতে পারি নি। কিন্তু সে বিহ্বলতা ঠর শব্দের ভয়েব জন্ম নয় বোমাটা সেদিন বাইরের দৃষ্টিতে বাগদৌদেব বস্ত্রীতে পড়েছিল—কিন্তু সত্যি সত্যি পড়েছিল ঐব মনের বিশ্বাসের দেউলে।

[ চেঁড়া মথলা কাপড় পবনে—জীর্ণ দীর্ঘ রতনের উজ্জ্বলিত আবেগে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ, সঙ্গে আরও দুই তিন জন সঙ্গী, সকলেরই ওই এক বকম অবস্থা ]

রতন—হায় ভগবান, একবারে মেরে ফেলাও, ঠাকুর, একবারে মেরে ফেলাও।

দন্ধে দন্ধে আর মেরো না ঠাকুর—দয়া কব, এবেবাবে শেষ ক'বে দাও !

হেমন্ত—কি রে বতন, কি ?

করণা—কি হ'ল রতন ?

রতন—ওগো মাগো, আমার মায়েব প্যাটের বুন—

হেমন্ত—তোব বোন কে ? সেই দামিনী ?

রতন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দামিনী, তাকে মনে পডছে দাঠাকুব ? সেই গায়েব লোকে যারে বলত—গেছো মেয়ে, সেই নাবকল গাছে উঠে যে ডাব পাডত ? সেই দামিনী দাদাঠাকুব আমাব সেই মায়েব প্যাটেব বুন দামিনী—ভায়মগুহারবরে বিখে দিখেছিলাম সেই দামিনী—

হেমন্ত—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাব কি হ'ল ?

রতন—ভায়মগুহারবাবে প্যাটের ভাত জুটল নি, মেয়েতে মবদে চ'লে যেয়েছিল কোন্ দিকে। আজ এখুনি শুনলাম—দামিনী একা আসছিল আমার বাড়ী ? আসতে আসতে মুখ গুঁজে প'ড়ে যেয়েছে ঠাকুর-বাড়ীব দেউড়ীব ছামনে। বলে, ধুকছে।

হেমন্ত—বউদি, আপনি চট ক'বে একটু গবম ছুঁ নিয়ে আসুন। চল রতন চল, দেখি।

রতন—দাদাঠাকুর কি নিয়ে পিখিমীতে আর বেঁচে থাকব বল ? ঘর গেল,  
ভিটে গেল, জমি গেল, বোমা প'ড়ে বেটি জামাই লাতি লাতিন গেল,  
জরে গেল শুব্বীর বেটা, নিজে না খেয়ে ধুকছি, তবু মরণ হয় না কেন  
বলতি পার ?

হেমন্ত—কি করবি বতন বল ? এব উপায়—

বতন—উপায় যদি নাই তবে মাঠাকরুণকে বল আধপেটা খাইয়ে আমাদিকে  
বাঁচিয়ে রাখছে কেনে ? তাই ম'রে বাঁচতি দাও আমাদেব ।

হেমন্ত—আয়, আয় ।

বতন—ওগো, তোমরা আমাদিকে ম'রে বাঁচতি দাও ।

( সকলের প্রস্থান )

( দুধেব বাটি হাতে করুণাব প্রবেশ )

পছনের দিক হুঁতে শৈলজা—বউমা ! বউমা !

( করুণা দাঁড়াইল । শৈলজা প্রবেশ করিল )

শৈলজা—জানলা থেকে দেখলাম গোবিনজীব দবজায় বাগদীদেব ভিড জ'মে  
গেছে । বতনাব গলা শুনলাম, হাউ-হাউ ক'বে কাঁদছে । তা' হ'লে  
গোবিনজী এইবার জেগেছে ? ভাত কাপড় দিচ্ছে ? না কি ?

করুণা—না মা, বতনের বোন পথেব ওপব প'ড়ে ভিন্নমী গিয়েছে ।

শৈলজা—ও ! তা হ'লে গোবিনজী যমদূত পাঠিয়ে ধ'রে এনেছে । এঁঃ,  
বাগদীদেব গায়ের যে গন্ধ ! যে নোংরা ওবা ! খুব ক'রে চাবুক লাগাবে  
বোধ হয় । যাই দেখে আসি ।

করুণা—না, যাবেন না আপনি । বাড়ীর ভেতর যান ।

শৈলজা—মাব খেয়ে ওরা শাপ শাপান্ত করছে না ? এই বাগদীরা গো ? শুধু  
হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে ? যাই আমি যাই, দাঁড়াও ।

করুণা—না, যাবেন না আপনি। মা! মা!

[ শৈলজা চলিয়া গাইতেছিলেন হঠাৎ ঠাড়াইয়া ধোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন ]

শৈলজা—ওমা! সায়েবী পোষাক পবা কে আসছে গো?

( ডাঃ বোসের প্রবেশ )

করুণা—এ কি! ডাঃ বোস? আস্তন। ভালই হয়েছে ডাঃ বোস, একটি মেয়ে না-থেকে দুর্বল হ'য়ে পথের ওপব খজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। একবার আস্তন, দেখবেন আস্তন।

ডাঃ বোস—দেখেই আমি আসছি মিসেস শাস্ত্রী। পথে ভিড দেখেছি আমি নেমেছিলাম। দুধের বাটি নিয়ে আপনার আর যাবার প্রয়োজন নেই।

করুণা—ন'বে গেছে?

ডাঃ বোস—বৈঁচে গেছে বলুন। নিরুত্তি পেয়েছে।

শৈলজা—তুমি সেই ডাক্তার না? শ্রামাদাসের বন্ধু?

ডাঃ বোস—হ্যাঁ মা। আমায় চিনতে পারছেন না?

শৈলজা—তুমি আমাকে না বলছ কেন?

ডাঃ বোস—আপনি শ্রামাদাসবাবু মা—

শৈলজা—না না না, পাথরে দেবতা নেই, পাণ্ডুতের মা নেই, স্ত্রী নেই কেউ নেই। না না না। ( ক্রোধভরে তিনি চলিয়া গেলেন )

করুণা—মা সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস—জীবনে বোগে নান্নুষের মধ্যান্তিক দুঃখজনক পরিণতি দেবে ডাক্তাবেবা প্রায় পাথর হয়ে যায়। ( ক্রমাল দিয়া চোখ মুছিয়া ) চোখে জ আসাব অল্পভূতি আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা—আস্তন, বাড়ী ব ভেতরে চলুন।

ডাঃ বোস—সময় অল্প মিসেস শাস্ত্রী—কাজ অনেক । অ্যানি দীর্ঘকাল পরে একটা চিঠি লিখেছে । সেই চিঠিখানা আপনাকে দেখাতে এসেছিলাম ।

[ চিঠিখানা তাহার দিকে অগ্রসব করিয়া ধরিল । করুণা ডাঃ বোসের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চিঠিখানা লইল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল ]

ডাঃ বোস—ডাক্তার শাস্ত্রী একটা আবিষ্কার করেছেন ।

করুণা—( চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া ) Gas ? Mustard Gasএব চেয়েও—

ডাঃ বোস—Mustard gasএব চেয়েও নাকি ভয়ঙ্কর ! ডাঃ শাস্ত্রী নাকি gasটার নাম দিতে চান Death gas !

করুণা—ডাঃ বোস !

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী !

করুণা—আপনি আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন ? আপনার সঙ্গে নিশ্চয় গাড়ী আছে !

ডাঃ বোস—আপনি কি—

করুণা—হ্যাঁ আমি দিল্লী যেতে চাই ।

ডাঃ বোস—আমি যদি সঙ্গে যেতে চাই, আপনি কি আপত্তি করবেন ?

করুণা—ডাঃ বোস, জীবনে আমার ভাই নেই । আপনাকে আজ থেকে বড়দা বলে ডাকব আমি । ( হাত বাড়াইয়া দিয়া ) হাতটা ধরুন আমার ।

( ডাঃ বোস করুণার হাত ধরিয়া অগ্রসব হইল )

## পঞ্চম দৃশ্য

[ শ্যামাদাসের বাসা—দিল্লী ]

( শ্যামাদাস ও করুণা )

শ্যামাদাস—করুণা ! তুমি ?

করুণা—হ্যাঁ, আমি । তোমাকে আমি আমার শেষ অন্তবোধ জানাতে এসেছি  
আমাব শেষ কথা বলতে এসেছি ।

শ্যামা—কি বলবে বল ?

করুণা—কি বলতে চাই তুমি কি অনুমান করতে পাব না ?

শ্যামা—আমার সময় আজ অত্যন্ত অল্প করুণা । কলকাতা থেকে বড় একট  
ফার্মের আর্টিনি আসছেন আমাব সঙ্গে দেখা কবতে—তাঁরা এখুঁ  
আসবেন । অনিমা তাদের আনতে গেছে । ভাল কথা, তোমাকে বলা হ  
নি । আমি এক প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করেছি ।

করুণা—Mustard gasএর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা gas—

শ্যামা—তুমি জানলে কি ক'বে ? হ্যাঁ, Mustard gasএর চেয়েও ভয়ঙ্ক  
একটা gas—

করুণা—তুমি নাকি সে gasটাব নাম দিতে চাও Death gas.

শ্যামা—Yes, Death gas নাম দিতে চাই আমি ।

করুণা—আমি তোমাকে শেষ অন্তবোধ জানাতে এসেছি—ওই gas  
আবিষ্কারের সমস্ত চিহ্ন, সমস্ত নজীর নিঃশেষে বিলুপ্ত ক'বে দাও তুমি ।

শ্যামা—কি ? বিলুপ্ত ক'রে দেব ?

করুণা—তোমার স্মৃতি থেকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দাও ।

শ্যামা—I am sorry, অত্যন্ত দুঃখিত আমি করুণা । দীর্ঘকাল পরে তুমি এ  
এবং শেষ অন্তবোধ ব'লে আমাকে জানালে, তা আমি রাখতে পারছি না

করণা—তোমায় রাখতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ না—পৃথিবীর বৃকে  
আবিষ্কারের নামে কি অভিশাপ তুমি ছাড়িয়ে দিচ্ছ ?

শ্যামা—বিজ্ঞানে তুমি একদিন আমার ছাত্রী ছিলে, Assistant ছিলে,  
Comrade ছিলে ; তুমি এটুকু অবশ্যই জান করণা, প্রথমতম আলো আব  
চবমতম অন্ধকাবাব মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ? জীবন এবং মৃত্যু একই  
শক্তির রূপ হতে রূপান্তরে প্রকাশ ! আবিষ্কারের আনন্দ তুমি কখনও  
ভোগ কবনি করণা। অববত্বের আনন্দের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই।

করণা—মানুষের সমাজে মৃত্যু বিলিয়ে তুমি নিজে অববত্ব লাভ কবতে চাও ?  
মানুষ তোমাকে কেন ক্ষমা করবে ? কেন তোমাব দান নেবে ? আব  
তাকে বাঁচাতে যখন পার না তুমি—তখন তাকে মাঝার পহা আবিষ্কাব  
ক'বে তাই তাকে দান ব'লে দিতে চাচ্ছ কোন্ মুখে ?

শ্যামা—তুমি বুঝতে পারছ না করণা। মানুষকে দাঁড়ি আমি মৃত্যুরূপেব  
বাঁধা, একটা বিপুল শক্তির পরিচয়। আমি তাব আবিষ্কার্তা। I have  
found it out. কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না, তুমি মানুষের হাতে  
ভুলে দিচ্ছ—

করণা—স্বার্থাক্ত মানুষ। ওগো, এ যে পাপ—নিষ্ঠুরতম পাপ !

শ্যামা—আবিষ্কার নিষ্ঠুরতম হতে পারে, কিন্তু পাপ আমাব কাছে নেই, সে  
তুমি জান।

করণা—আমি তোমার স্ত্রী—

শ্যামা—আমাদের জীবনের যোগসূত্র আমরা ছিড়ে ফেলেছি করণা। পরস্পরের  
সম্মতিক্রমেই আমরা জীবনে ভিন্ন পথ ধ'বে চলেছি। এখন আবাব এসে  
আমাব পথ আগলে দাঁড়াবাব তোমাব কোন অধিকার নাই।

করণা—আছে।

শ্যামা—না। নাই।



করণা—আছে। আমি তোমার কাছে পত্নীত্বের সামাজিক অধিকারে পথ আগলে দাঁড়াতে আসি নি। এসেছি, ভালবাসার অধিকারে। আমার সে অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করতে পার না। আমি তোমাকে এ অগ্রাধিকার করতে দেব না। মাতৃশ্ব হয়ে মাতৃশ্বের সর্বনাশ কবতে দেব না। না—দেব না।

শ্রীমা—আমার কথাব আমি পুনরুক্তি করছি করুণা। অবুঝ ভালবাস Biological emotion—তাব কোন মূল্য আমার কাছে নাই। তোমার ওই আবেগময় বৃত্তফার গায়ে আমি আমার জীবনের সাধনাকে আহুতি দিতে পারব না।

[ দরজাঘ আঘাত দিল কেহ ]

কে ? অনিমা ?

( অনিমার প্রবেশ )

অনিমা—হ্যাঁ শ্রীমল। ওঁরা সকলে—। একি, করুণা ?

শ্রীমা—এসেছেন সকলে ?

অনিমা—হ্যাঁ, সকলেই এসেছেন। বাইবে অপেক্ষা কবছেন। করুণা, তুমি কখন এলে ? এ কি করুণা, তোমার মুখ এমন কেন ?

শ্রীমা—তুমি করুণাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও অনিমা। করুণা বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অনি—কি হয়েছে ?

শ্রীমা—( হাসিয়া ) An outburst of Biological emotion অনিমা ওটার মাত্রাধিক্য হ'লেই মাতৃশ্ব অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অনি—শ্রীমল !

শ্রীমা—Please অনিমা, please—করুণাকে নিয়ে তুমি ওঘরে যাও। ভদ্র লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। ( বাহিরের দিকে প্রস্থান )

অনিমা—করুণা !

করুণা—আপনি কি এখানে থাকেন মিসেস বোস ?

অনিমা—শ্রামলের কথাটাই কি সত্যি করুণা ? ভালবাসাকে কি তুমি দেহেব উর্দ্ধে তুলতে পাব নি ?

করুণা—আমি জিজ্ঞাসা করছি দিদি, আপনি যখন এখানে ছিলেন তখন কেন আপনি ওঁকে এই সর্বনাশা আবিষ্কারের পাপ থেকে নিবৃত্ত করলেন না ? এই মহা অশ্রায় কেন কবতে দিলেন ?

অনিমা—তাব জন্তে এস করুণা, আমবা দুজনে বুক ভাসিয়ে কাঁদব। আগ্নেয় গিরিব মাথায় মাথা ঠুঁকে সমস্ত বক্তৃতা ঢেলেও তাব আগুনকে আমি নেবাতো পারি নি। আমি হেবে গেছি।

করুণা—কিন্তু আমি তো হাবতে পাবব না, হাবব ব'লে তো আসি নি। চলুন, আমি বাড়ীৰ ভেতব যাব। ( বাড়ীৰ ভিতব প্রস্থান। অনিমাও সঙ্গে গেল )

( অ্যাটর্নি, কর্মচারী ও শ্রামাদাসের প্রবেশ )

[ শ্রামাদাসের হাতে একখানি দলিল ]

শ্রামা—বন্ধন অল্পগ্রহ ক'বে।

[ অ্যাটর্নি ও কর্মচারী বসিল। শ্রামাদাস পড়িতে লাগিল ]

অ্যাটর্নি—যেমন কথাবার্তা হয়েছে—দলিলেও ঠিক তাই আছে। Governmentএব কাছে monopoly নিয়ে আমরা কাবখানায় gas তৈবী করব। Companyতে আপনাব শেয়াব থাকবে। আপনিই থাকবেন manager, তা ছাড়া productionএব ওপর royalty পাবেন।

[ শ্রামাদাস দলিলখানা চোখেব সমুখ হইতে নামাইল ]

Is it alright ? ঠিক আছে ?

শ্রামা—হ্যাঁ। ঠিক আছে।

অ্যাটনি—Here is your cheque.

শ্রামা—যুদ্ধকালে ব'লে এটা কি লিখেছেন ?

অ্যাটনি—যতদিন এই যুদ্ধ চলবে ততদিন কিন্তু আপনি এই কারখানার সঙ্গে যুক্ত থাকতে, I mean, manager থাকতে বাধ্য থাকবেন। কারণ gasএর prospect একমাত্র এই যুদ্ধের সময়েই বেশী। যদি একবার gas ব্যবহারের বর্ধিততা শত্রুপক্ষ আরম্ভ করে এবং আমাদের ধারণা, চব্বতম পরাজয়ের পূর্বে শত্রুরা তা কববেই, তখন this Death gas—

শ্রামা—Yes, yes. কিন্তু—please wait a little —

অ্যাটনি—You see—মাহেন্দ্র লগ্ন রয়েছে আর দু মিনিট, আমার client এসবে ভয়ানক বিশ্বাস কবেন। তাঁর একেবারে definite instruction আছে যে ৬টা ১৫ মিনিটে আপনি দলিল সই করবেন। তিনি এখানে এসে পৌঁছবেন ঠিক—৬টা ১৮ মিনিটে। আর এক মিনিট আছে—Please—ডাঃ শাস্ত্রী—here is your cheque—ধরুন, কলমটা ধরুন।

[ শ্রামাদাস পিছাইয়া গেল ]

অ্যাটনি—ডাঃ শাস্ত্রী !

শ্রামা—( অ্যাটনির কথাগুলি আপন মনে সে আবৃত্তি করিল ) চরমতম পরাজয়ের পূর্বে শত্রুপক্ষ মবিয়া হয়ে gas ব্যবহার কববেই, তখন—

কর্মচারী—আর এক মিনিট বাকী রয়েছে স্রার।

অ্যাটনি—ডাঃ শাস্ত্রী !

শ্রামা—Yes.

অ্যাটনি—আর সময় নেই ডাঃ শাস্ত্রী—আমার clientএর দিনক্ষণের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাসেব ওপর আপনি আর্ঘ্য করবেন না। নিন, আপনার চেক নিন ? ধরুন—কলম ধরুন।

[ বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল ]

অ্যাটনি—ডাঃ শাস্ত্রী আমার client এসে গেছেন। অতুগ্রহ ক'রে সই করুন। নইলে তিনি অত্যন্ত offended হবেন, shocked হবেন।

ডাঃ শাস্ত্রী !

শ্রীমা—করুণা ! করুণা ! ( চারিদিক চাহিয়া দেখিল )

অ্যাটনি—আপনি কি অন্তস্থ ডাঃ শাস্ত্রী ?

[ দরজাব ওপাশ হইতে ঘোষালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ]

নেপথ্যে ঘোষাল—I congratulate you Dr. Shastri ( প্রবেশ করিল )

You are great, really great. ( হাত বাড়াইয়া ) তোমার হাত

দাও শাস্ত্রী—আমবা এখন পবস্পবেব বন্ধ !

অ্যাটনি—ডাঃ শাস্ত্রী, সইটা শেষ ক'রে দিন— ( কলম বাড়াইল )

শ্রীমা—No, I can't sign—I can't give you my hand. করুণা—

করুণা ! তোমাব কথা সত্য, তুমি ঠিক বলেছ—

( নেপথ্য হইতে অনিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল )

নেপথ্যে অনিমা—শ্রীমল ! শ্রীমল !

শ্রীমা—অনিমা ! করুণা !

( অনিমাব প্রবেশ )

অনিমা—শ্রীমল ! করুণা laboratoryতে ঢুকে gas cylinderএর মুখ খুলে দিচ্ছে।

শ্রীমা—সে কি ?

অনিমা—তোমার Death gasএ সেই প্রথম মরতে চায়।

শ্যামা—করুণা, তুমি জান না, there is explosive—টেবিলের উপর explosive mixture রয়েছে করুণা ! ( রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল )

### দৃশ্যান্তর

[ প্রচণ্ড একটা শব্দ হইল। সমস্ত অঙ্ককার হইয়া গেল। অঙ্ককারের মধ্যে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ]

শ্যামা—করুণা—করুণা ! টঃ উঃ, it is terrible, করুণা—  
অনিমা—শ্যামল ! শ্যামল !

### যষ্ঠ দৃশ্য

শ্যামাদাসের বাসা

ডাঃ বোস এবং হেমন্ত

হেমন্ত—ডাঃ বোস !

ডাঃ বোস—আন্তে হেমন্তবাবু। ডাঃ শাস্ত্রী জেগে রয়েছেন—একটি পূর্বে  
আমাব সঙ্গে কথা বলছিলেন।

হেমন্ত—ওঁব চোখ—

ডাঃ বোস—He is blind হেমন্তবাবু।

হেমন্ত—অঙ্ক !

ডাঃ বোস—আন্তে হেমন্তবাবু।

[ নেপথ্য হইতে অর্থাৎ পাশের ঘর হইতে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শ্রাসিয়া আসিল ]

নে-শ্যামাদাস—সে আমি জানি ডাঃ বোস, সে আমি জানি।

নে-অনিমা—শ্যামল ! শ্যামল !

নে-শ্যামা—উভলা হইয়া না অনিমা, এই নাও, আমাব হাত ধব।

ডাঃ বোস—আপনি একটু ওঘবে যান হেমন্তবাবু! উনি বোধ হয় আসছেন। আপনার উপস্থিতি জানতে পারলে কি জানি যদি উনি উত্তেজিত হন তবে হয়তো খাবাপ হতে পারে। ( হেমন্তের প্রস্থান )

[ দরজা খুলিয়া গ্রামাদাস ও অনিমা প্রবেশ করিল। গ্রামাদাসের দুই চোখে bandage পাঁখ। অনিমা তাহার হাত ধরিয়া ছিল ]।

গ্রামা—আমার হাতে তৈরী Explosive mixtureএব explosionএ আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। ( ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ) Yes, I am blind—কিন্তু তাকে প্রকৃতির প্রতিশোধ বললে, নিয়তির পবিত্র বললে, আমি আপত্তি কবব। It was an accident. ডাক্তার, টেবিলের উপর explosive বেখেছিলাম। করুণা গ্যাস-সিলিণ্ডারের মুখ খুলবার চেষ্টা করছিল। আমি তাকে সাবধান কবতে ছুটে গেলাম। আমার হাত লেগে প'ড়ে গিয়ে mixtureএব টিউব explode কবল, আমার চোখে লাগল আঘাত। করুণা আহত হ'ল। নিয়তি প্রকৃতি লোকে যা বলে বলুক, ডাঃ বোস, এই কথাটা আপনি বলবেন না। It was an accident

ডাঃ বোস—আপনি বসুন, আপনি বসুন ডাঃ শাস্ত্রী।

অনি—এই যে, এই যে, ব'স শ্রামল, তুমি ব'স। তুমি কাঁপছ।

গ্রামা—হ্যাঁ। এখনও shockটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। ( অনিমা তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল ) It was an accident Dr. Bose--an accident.

ডাঃ বোস—হ্যাঁ, ডাঃ শাস্ত্রী।

গ্রামা—ডাঃ বোস, একটা কথা আমাকে সত্য বলবেন? আমার মনের কাঠিগ্র আপনি জানেন। সংসারের নিষ্ঠুরতম দুঃসংবাদ আমি অবিচলিত মনে সহ করতে পারি—

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী সত্যই বেঁচে আছেন ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্রীমা—অনিমাও আমাকে সেই কথা বললে। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছিল—আমাব এই অবস্থায় সে আমাকে সাবুনা দেবার জগ্গেই, ইচ্ছা তো মিথ্যে সাবুনা দিচ্ছে। তুমি রাগ ক'বো না অনিমা।

ডাঃ বোস—না, ডাঃ শাস্ত্রী, অনিমা মিথ্যে কথা বলে নি। মিসেস শাস্ত্রী স্নান করত হয়েছেন—explosionএর ফলে একটা কাচের টুকরো তাঁর কাঁধের পাশে ঢুকে গিয়েছিল। অতিবিক্ত বক্তৃপাতের ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে বয়েছেন। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন।

শ্রীমা—Accidents are so peculiar sometimes—সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত আকসিডেন্টগুলো ঘটে ডাক্তার বোস—যে, মানুষ বুঝতে না পেরে হাপিয়ে ওঠে। অদৃষ্ট—নিয়তি। কে বাতাস কবছে? চুড়ির ঝঙ্কার শুনিছ, অনিমা, তুমি?

অনি—হ্যাঁ শ্রীমা, তুমি ঘামছ। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি চুপ কব।

শ্রীমা—Yes. That I should and that I must বিশ্রাম নেওয়াট আমার উচিত। আমি বাঁচতে চাই, পৃথিবীকে আমার দেবার কিছু আছে—তাব চেয়েও বেশী কিছু আছে নেবাব—করণাব কাছে। ডাক্তার বোস, করণ কি বাঁচবে?

ডাঃ বোস—সেই আশাই আমি কবি ডাঃ শাস্ত্রী। আমি Blood Bankএ লোক পাঠিয়েছি—telegram করেছি। প্রাতি মুহূর্তে expect করছি Blood serum এসে পড়বে।

শ্রীমা—সেবার করণ ভুল কবেছিল। সম্ভাবনহীনতার ক্ষোভে সে তার Biological emotion—কিন্তু এবার তাব ভুল নয়। সে ঠিক বলেছিল। পৃথিবীর অবস্থা, তার সমাজব্যবস্থা যতদিন এই রকম থাকবে, স্বার্থে

লোভে হিংসায় যতদিন মানুষ জর্জর ততদিন মৃত্যুশক্তিকে তাব  
আয়ত্তাধীন ক'বে তাব হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর হাতে বিষ  
তুলে দেওয়ার মতই সে গুরু অপরাধ। ডাঃ বোস, আপনি বুঝতে  
পারবেন যখন আমি এই শক্তিকে আবিষ্কার করেছিলাম তখন আমি  
এসব ভাবিই নি। তখনকার সে আনন্দ, উঃ, ডাঃ বোস—

ডাঃ বোস—আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী।

গ্রামা—সেই আনন্দের ভাগ আমি দিতে চেয়েছিলাম মানুষকে। করুণা এসে  
প্রতিবাদ কবলে, অনুবোধ করলে, আমি তখন সেটাকে সত্য ব'লে  
মানতে পারি নি। ( উঠিয়া ) সেটা সত্যও ঠিক নয় ডাঃ বোস।

অনি—গ্রামল, গ্রামল, তুমি ব'স।

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন।

গ্রামা—আপনাদের ধনুবাদ জানিয়ে খাটো করব না। আমি উত্তেজিত হচ্ছি।  
অনিমা, আমাকে খ'বে বসিয়ে দাও ( অনিমা গ্রামাদাসকে বসাইয়া দিল )  
ডাক্তার বোস, ওই শক্তি আবিষ্কার কবা আমার অন্তায় হয় নি।  
মাপেব বিষ থেকে গুপ্ত আবিষ্কার হয়েছে। ভাবীকালে ওই মৃত্যু-  
শক্তিকেই বিশ্লেষণ ক'বে অমৃত আবিষ্কার হ'ত এবং হবে। আমি  
তাই মানতে পারি নি করুণাব কথা। কিন্তু অ্যাটনিব সঙ্গে কথা  
ব'লে তাব স্বার্থান্ধ বিষয়বুদ্ধির পবিচয় পেয়ে আমার দ্বিধা হ'ল;  
তারপর যে মুহূর্তে ব্রজবিহারী ঘোষাল ঘরে ঢুকে আমার দিকে হাতখানা  
বাড়িয়ে দিলে, বুঝলাম—দিনেব আলোর মত বুঝলাম—স্থানকালের  
আবেষ্টনীতে, করুণাব কথাই সত্য। আমি চৈচিয়ে ডাকলাম—করুণা!  
তখন দেরী হয়ে গেছে ডাক্তার বোস—

অনি—জ্ঞান গ্রামল, করুণা গ্যাস-সিলেণ্ডার খুলে দিয়ে মরতে চেয়েছিল ?



তোমার নিষ্ঠুর আবিষ্কারেব সে প্রথম victim—প্রথম বালি হতে চেয়েছিল  
যাতে তুমি তাব প্রতিবাদেব সত্য বুঝতে পাব, স্বীকার কবতে পার।

শ্রামা—বুঝতে পেবেছি, কিন্তু খানিকটা দেরী হয়ে গেছে অনিমা। তাই—  
তাই ডাঃ বোস, করুণাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন। আজ আমি স্বীকার  
কবছি তাব ভালবাসা, আমার প্রতি তাব আকর্ষণ জৈবিক প্রবৃত্তি  
নয়। গাছেব বস থেকেই অবশিষ্ট ফুলের মত সে বিচিত্র, অফুরন্ত তাব  
কণ, অপূর্ব আশ্বাদ তাব মন্থকোষেব মধুব—সুন্দরতব মহত্তর বস্তু।  
ডাঃ বোস, আমি করুণাব সেই ভালবাসা প্রাণ ভেঁবে পেতে চাই। আমি  
অন্ধ, করুণাব চোখ আছে, তাব চোখ দিয়ে আমি দেখতে চাই।

অনিমাব হাত হঠতে পাখাখানা পড়িয়া গেল।

কি হ'ল?

অনি—কিছু না। তুমি চুপ কব শ্রামল। তুমি শ্রান্ত হয়েছ, তুমি কি বুঝতে  
পাবছ না?

শ্রামা—তোমার প্রীতিকে আমি আজ সন্মানকরণে স্বীকার কবছি।

অনি—তুমি অত্যন্ত emotional হয়ে উঠেছ শ্রামল—কিন্তু তুমি তো জান  
আমি emotionকে অত্যন্ত ঘৃণা কবি—I hate it.

ডাঃ বোস—অনিমা, ডাঃ শাস্ত্রীর বিশ্রাম দরকার। ডাঃ শাস্ত্রী, আমি চিকিৎসক  
হিসাবে আপনাকে অনুরোধ কবছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন।  
চেষ্টা করুন।

শ্রামা—আমি আমি আব কথা কইব না ডাঃ বোস।

বোস—আমি নাসকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শ্রামা—অনিমা থাকনে আমি বেশী শক্তি পাব ডাঃ বোস।

বোস—'হাসিল' কিন্তু আপনি কথা কইবেন না।

শ্রামা—ডাক্তার বোস!

বাস—বলুন।

শ্রামা—Blood syrum কখন আসবে ব'লে আশা করেন।

বাস—ঘটাথানেকের মধ্যে কলকাতা থেকে ট্রেন আসবে। আপনি যুমন।

আমার উপর নির্ভর করুন ডাঃ শাস্ত্রী। (প্রস্থান)

[শ্যামাদাস কবেক মুহূর্ত্ত শুরু হইয়া রহিল, অনিমা সহসা চোখ ফিরাইয়া নিজের চোখ বুজিল।]

শ্রামা—গবম কিছু যেন পড়ল আমার কপালে? (হাত দিয়া) জল? গবম

জল! অনিমা, তুমি কঁাদছ?

শ্রনি—হ্যাঁ শ্রামল, চোখেব জল আমি বাথতে পারলাম না।

শ্রামা—কেন অনিমা?

শ্রনি—না শ্রামল, সে কথা তোমায় আমি এখন বলতে পারব না।

শ্রামা—অনিমা, তবে কি করুণা বাঁচবে না?

(অনিমা কোন উত্তর দিল না।)

শ্রামা—অনিমা।

শ্রনি—ডাঃ বোস তোমাকে মিম্বে কথা বলেন নি শ্রামল। কিন্তু তোমাদের এই অবস্থা দেখে চোখেব জল আমি বাথতে পারছি না। কিন্তু তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর শ্রামল।

শ্রামা—তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও অনিমা।

[ডাঃ বোস নিঃশব্দ পদক্ষেপে দেখা দিলেন, তাহাব পিছনে হেমন্ত—তিনি ইঙ্গিতে অনিমাকে ডাকিলেন। শ্যামাদাস শুরু হইয়া গুমস্তের মত বহিয়াছে। অনিমা সন্তপিত পদক্ষেপে বাহিবে গেল। হেমন্ত সন্তপিত পদক্ষেপে যবে প্রবেশ করিয়া কাছে আসিল।]

শ্রামা—কে? কে তুমি? অনিমা তো বাইরে গেল। কে তুমি? ডাঃ বোস, আপনি? না। পায়ের শব্দ অপবিচিত্র মনে হচ্ছে। কে তুমি? (ঈষৎ উত্তেজিতভাবে) কে তুমি? কে?

হেমন্ত—আমি।

শ্রামা—কে ? কে ?

হেমন্ত—বডদা, আমি হেমন্ত !

শ্রামা—হেমন্ত ! হেমন্ত !

হেমন্ত—হ্যাঁ বডদা !

শ্রামা—( উঠিষা দাঁড়াইল ) বলতে পারিস হেমন্ত, তুই কি জানিস—

হেমন্ত—বডদা, তুমি যে কাঁপছ ! ব'স, ব'স তুমি, ব'স। ( সে শ্রামাদাসেব দিকে অগ্রসর হইল )

শ্রামা—( শব্দ লক্ষ্যে হেমন্তের দিকে অগ্রসর হইল ) মা কেমন আছেন তুই জানিস ? কোথায় আছেন তিনি ? হেমন্ত !

হেমন্ত—ভাল আছেন, তিনি ভাল আছেন। ব'স, ব'স তুমি বডদা। তুমি কাঁপছ।

শ্রামা—আমায় ও ঘরে নিয়ে চল, আমি শুতে চাই।

( হেমন্ত তাহাকে ধরিষা লইয়া চলিল )

শ্রামা—কিন্তু তুই আমাকে মিথ্যে কথা ব'লে সাঙ্ঘনা দিলি হেমন্ত। আমি জানি মায়েব মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ডাঃ বোস অনিমা'কে চিঠি লিখেছিলেন—অসাবধানতা বশে অনিমা চিঠিখানা ফেলে রেখেছিল টেবিলের ওপরে। “মিসেস শাস্ত্রী” কথাটা আমার চোখে পড়তে আমি চিঠিখানা পড়েছিলাম। হেমন্ত—বডদা !

শ্রামা—আমায় ও ঘরে নিয়ে চল হেমন্ত। আমি শুতে চাই।

( উভয়েব প্রস্থান )

[ অনিমা ও ডাঃ বোসের প্রবেশ ]

ডাঃ বোস—(হাতে Telegram) ওখানকার চাহিদাই Blood Bank মেটাতে

পারছে না কলকাতায় একটা বড air raid হয়ে গেছে। বাইবে ওবা blood পাঠাতে পারবে না।

[ অনিমা গুলু দৃষ্টিতে সখুখের দিকে চাহিয়া ছিল ]

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী অসাধারণ শক্ত মাল্লুষ। কিন্তু এই accident যেন ঠেকে গেচও একটা নাড়া দিয়েছে। এ শক ঠুর পক্ষে অত্যন্ত রুচ মাঘাত হবে। আমি ভাবছি, ঠেকে আমি কি বলব ? অ্যানি !

[ অনিমা তাহাব দিকে ফিরিয়া চাহিল ]

ডাঃ বোস—তুমি কি আমাকে এই রুচ কর্তব্যের হাত থেকে রেহাই দিতে পার ? ডাঃ শাস্ত্রীকে এই দুঃসংবাদটা জানাতে পাব ? মিসেস শাস্ত্রী বয়তুব পূর্বে তাঁকে প্রস্তুত ক'বে বাথতে চাই আমি। অ্যানি !

অনি—তুমি তো জান আমার বক্ত সকলকে দিতে পাবি আমি—Universal donor.

বোস—অ্যানি !

অনি—আমি বক্ত দিতে চাই। ককুণাকে আমি বাচাতে চাই।

বোস—কিন্তু তোমাব damaged heart এব কথা জেনে—

অনি—( হাসিয়া উঠিল ) I have got no heart.

বোস—অনিমা !

অনিমা—তুমি আমায় একদিন মুক্তি দিতে চেষ্টাচিলে, মনে আছে ?

[ বোস অনিমার মুখেব দিকে চাহিল, অনিমা তাহাব কাছে আসিল ]

অনি—আজ আমি তোমাব কাছে সেঠ মুক্তি চাইছি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

[ বোস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ]

অনি—আজ তোমাকে আমি বলছি I love him, শ্রামলকে আমি ভাল-  
বাসি। কিন্তু সে করুণাকে আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসে। ঢের  
বেশী কেন, হয়তো পৃথিবীর মধ্যে ওই একটি নারীকেই সে ভালবাসে।  
তাই—তাই আমি তাকে বাঁচাতে চাই। আমার রক্তের উষ্ণ ব্যাকুল  
কামনা করুণাব দেহেব মধ্যে গিয়ে সার্থক হবে তার স্পর্শে তার সমাদবে।  
( তারপব শাস্ত্রস্বরে ) তা ছাড়া এমন কিছু বিপদের কথা এটা নয়।

ডাঃ বোস—কিন্তু তোমার emotionকে আমি ভয় কবছি। তোমার  
damaged heartকে আমার ভয় অনিমা।

অনি—যদিই কিছু ঘটে, তাব জন্মেই তো তোমাব কাছে মুক্তি চেয়ে বাখছি।

বোস—আনি! ( হাত চাপিয়া ধবিল )

অনি—কি হ'ল ?

বোস—তোমাব চোখ, তোমাব দৃষ্টি—

অনি—( হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল ) ভ্রম—তোমাব মনেব ভ্রম।

বোস—অনিমা, তুমি হেসো না।

অনি—ডাক্তাব, বোগীব জীবন তোমার হাতে। মুহূর্তে মুহূর্তে দেবী হয়ে  
যাচ্ছে। ডাক্তার! ( হাত ধবিয়া বাঁকি দিল )

বোস—( হাসিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল-) চল।

[ অনিমা গানের একটি কলি গুপ্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। নেপথ্যে  
শ্রামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ]

নে-শ্রামা—ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার বোস!

( শ্রামাদাস প্রবেশ করিল )

হেমন্ত—এ ঘবে তো কেউ নেই।

শ্রামা—অনিমা! অনিমা!

নে-অনিমা—আমল ! আমল !

শ্যামা—অনিমা, করুণার জন্তে বক্ত কি পাওয়া গেছে অনিমা ?

নে-অনিমা—গেছে আমল, পাওয়া গেছে ।

( এক কলি গান )

নে-ডাঃ বোস—অনিমা, please অনিমা !

( নেপথ্যে অনিমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল )

নে-ডাঃ বোস—অনিমা ! অনিমা !

শ্যামা—ডাঃ বোস ! কি হ'ল ডাঃ বোস ! ডাঃ বোস ! ( খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসব হইল )

( বঙ্গমঞ্চ ঘুরিল )

[ শ্যামাদাস আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল । ঘরে দুইটি শয্যা—একটি শয্যাঘ শুইয়া আছে করুণা । অপব শয্যায় অনিমার দেহ । পাশে নাস' । ডাঃ বোস একখানি চাদর ঢাকিয়া দিলেন ]

শ্যামা—ডাঃ বোস !

বোস—মিসেস শাস্ত্রী নিরাপদ ব'লেই মনে হচ্ছে ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্যামা—আমি একবার স্পর্শ ক'রে দেখতে পারি না ডাঃ বোস ?

বোস—( হাত ধরিয়া করুণার বিছানার পাশে আনিয়া ) অত্যন্ত সন্তুর্পণে স্পর্শ কববেন । আপনাকে বেশী বলতে হবে না ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্যামা—( মুখে হাত ব্লাইয়া ) করুণা, wake up, জাগ করুণা । জেগে ওঠ ।

তোমার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পৃথিবীকে দেখাও । ইয়া ডাক্তার বোস, করুণা বেঁচেছে, তার কোমল উত্তপ্ত মুখের স্পর্শ আমাকে বলছে, সে বাঁচবে । কিন্তু অনিমা কই, সে যে আমায় ডাকলে, সে কই ? অনিমা !

বোস—সে এ ঘরে নেই ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্রামা—সে কোথায় গেল ? সে আমায় বলেছিল, ডাক্তার বোস বলেছেন—  
শ্রামল, তোমাব করুণা বাঁচবে। সে কোথায় গেল ? অনিমা, অনিমা !  
এইমাত্র যে তার খিলখিল হাসি শুনলাম।

বোস—ডাঃ শাস্ত্রী, খেয়ালী হৃদয়হীনা অনিমাকে আপনি তো জানেন।  
মিসেস শাস্ত্রীর অবস্থাব উন্নতি দেখেই সে এমনি ক’রে হাসতে হাসতে  
চ’লে গেল—এখান থেকে চ’লে গেল।

[ শ্রামাদাস উঠিয়া আসিতে উত্তত হইল ]

বোস—এদিকে নয়, এদিকে নয়। এই—এই আমার হাত ধরুন ডাঃ শাস্ত্রী।

[ নেপথ্যে হর্নের শব্দ শোনা গেল ]

শ্রামা—ওট, ওট কি অনিমা চ’লে গেল ! অনিমা ! অনিমা !

নে-হেমন্ত—ডাঃ বোস, ডাঃ বোস।

( হেমন্তের প্রবেশ )

হেমন্ত—ডাঃ বোস ! ( ইঙ্গিত করিল )

শ্রামা—হেমন্ত !

বোস—কি হেমন্তবাবু ? ( আগাইয়া গেল )

হেমন্ত—জ্যাঠাঠিমা এসেছেন ডাঃ বোস।

[ ইতিমধ্যে শ্রামাদাস চলিতে গিয়া অনিমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পায়ে  
খাটের বাজুতে আঘাত পাইয়া বিছনার উপর হাত দিয়া আশ্বরক্ষা করিল। সঙ্গে  
সঙ্গে সে অসুস্থ করিল—অনিমার দেখ ]

শ্রামা—এ কি ? ডাঃ বোস, এ কি ? এ কে ? ঠাণ্ডা শক্ত এ কি ? এ কে  
ডাঃ বোস ?

হেমন্ত—এ কি ? এ কি ? ডাঃ বোস—

বোস—হেমন্তবাবু ! ( ঈঙ্গিত করিলেন—চুপ করুন ) ডাঃ শাস্ত্রী।

গ্রামা—এ কি ? Fall slim, দীর্ঘদেহ এ কে ? কাপডেব চুলের মিষ্টি গন্ধ, কানেব এই লম্বা চুল ! ডাঃ বোস ! ডাঃ বোস !

বোস—ই্যা ডাক্তার শাস্ত্রী, অনিমা ।

গ্রামা—অনিমা ! ডাঃ বোস, কি বলছেন ?

বোস—কলকাতায় Blood Bank থেকে বক্ত পাওয়া যায় নি ডাঃ শাস্ত্রী । অনিমা ছিল universal donor, সে রক্ত দিলে । তাকে আমি বাবণ কবেছিলাম । ওব হার্টও ড্যামেজ ছিল । তাতেও কিছু হ'ত না । ডাঃ শাস্ত্রী she loved you মিসেস শাস্ত্রীকে বাঁচিয়ে তাব মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে । ইচ্ছে ক'রে সে টেচালে হাসলে । ডাঃ শাস্ত্রী সে আপনাকে না পেখে বেঁচে থাকতে পারলে না ।

গ্রামা—অ্যানি ! অ্যানি ! অ্যানি !

বোস—ডাঃ শাস্ত্রী ! Please বিচলিত হবেন না । আত্মসম্বরণ করুন ।

গ্রামা—ই্যা ডাক্তার বোস ! আমাকে আত্মসম্বরণ করতে হবে ।

নেপথ্যে শৈলজা—শ্রামাদাস ! ওবে শ্রামাদাস ! ওবে তুই কোথায় ? ওরে, আমার সব ভেঙে চুবমাণ হয়ে গেল বে ! গোবিন্দজী পাখব হয়ে গেল । আমাব মনের দেউল ভেঙে গেল, আমি আজ কি নিয়ে থাকব তোকে ছাড়া ? তুই আমার গোপাল । শ্রামাদাস !

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী আপনার মা ।

গ্রামা—আমাব মা ! ডাঃ বোস, এ ঘরে নয় ডাঃ বোস । ও-ঘবে নিয়ে চলুন !

( Dr. Bose চাবব দ্বিা অনিমাৰ দেহ ঢাকিয়া দিলেন )

গ্রামা—ডাঃ বোস, আজ আমি স্বীকাব কবাছি, এই যদি ভালবাসা হয়, তবে  
Love is God, and if there is God—God is Love





## প্রথম রজনীর সংগঠনকারীগণ

প্রথম অভিনয়—১৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪

পরিচালক ও আচার্য্য	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
প্রযোজক ও স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীশব্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম	...	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো	..	শ্রীসুধীর দাস
তবলা	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বেহালা	...	শ্রীকালী সরকার
চেলে	..	শ্রীক্ষীরবোধ গাঙ্গুলী
ক্র্যারিওনেট	..	শ্রীতিনকড়ি দাস
ট্রামপেট	...	শ্রীবৃন্দাবন দে
করতাল	..	শ্রীকানাই দাস
স্রাবক	..	শ্রীকালিপদ সবকার ও শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী	..	শ্রীবৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীবিক্রম দত্ত
আহায্য সংগ্রাহক	...	শ্রীকেশব দাস
আলোক সম্পাদক—শ্রীধর্মে দে, শ্রীময়ধ ঘোষ, শ্রীশ্রামসুন্দর কর, শ্রীভাবক দাঁ ও শ্রীকুদিবাম দাস		
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
এ্যাম্পলিফায়ার	...	শ্রীমধুসূদন আঢ্য

## প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

শ্যামাদাস শাস্ত্রী	...	শ্রীঅশীষ চৌধুরী
হেমন্ত	...	শ্রীমিহিব ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণদাস	...	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রজবিহারী ঘোষাল	..	শ্রীসন্তোষ দাস
ডাঃ হিরণ্ময় বসু	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রামদাস	...	শ্রীবিজয়কার্তিক দাস
নগেন	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
রমেশ	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
এ্যাটর্নি	...	শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
কম্বচারী	...	শ্রীবিপিন দাস ও শ্রীবিপ্লবনাথ দাস
গোমস্তা	..	শ্রীঅমূল্য হালদার
রতন	...	শ্রীতুলসী চক্রবর্তী
দরোয়ান	...	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়
পুর্বোহিত	..	শ্রীনবদ্বীপ দাস
বেয়ারা	...	শ্রীপুলিন পাল, শ্রীকানাই চক্রবর্তী

শ্রোতাগণ—শ্রীহবিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপ্লবনাথ সোম, শ্রীগোপাল নন্দী,  
 শ্রীবামকৃষ্ণ সবকাব, শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহবেকৃষ্ণ সেন,  
 শ্রীকমল দত্ত, শ্রীসত্যনারায়ণ পাঠক, শ্রীতুলসী পাল,  
 শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, আবতি, বোব, শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী ।

শৈলজা	...	শ্রীমতী রাধারাণী
অনিমা	...	,, শাস্তি গুপ্তা
কঙ্কণা	...	,, সুশাসিনী
হৈমবতী	...	,, পদ্মাবতী
কীর্তনগায়িকা	...	শ্রীমতী দুর্গাবতী দেবী ও শ্রীমতী ইন্দু দেবী

